মাসুদ রানা

মহাপ্রলয়

যুদ্ধবাজ

দুটি বই একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

[দুটি বই একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেনের

মহাপ্রলয়

বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ছবি তৈরি হচ্ছে ইটালিতে, বাজেট একশো মিলিয়ন ডলার, ছবির নাম ডি-ডে। তা হোক, ছবি নিয়ে বিসিআইয়ের মাথাব্যথা ছিল না, কিন্তু যখন ওটাকে কেন্দ্র করেই খুন হয়ে গেল সংস্থার রোমচীফ, ছুটে গেল মাসুদ রানা। ছবি তৈরির সাজ-সরঞ্জাম দেখে চমকে উঠল। সত্যিকারের নিউক্লিয়ার মিসাইল, টর্পেডো, ট্যাঙ্ক, অত্যাধুনিক সব বিমান–ছবি তৈরিতে এসব কেন?

যুদ্ধবাজ

ইরাক ও জাতিসংঘের মধ্যে [illegible] সংকট যখন তুঙ্গে, যুদ্ধংদেহি মনোভাব নিয়ে আমেরিকা ও ব্রিটেন যখন ইরাক আক্রমণ করার সমস্ত প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে, এই সময় কাকতালীয় ভাবে ফাঁস হয়ে গেল ইসরায়েলিদের ষড়যন্ত্র। সাগরের নিচে ওদের সাবমেরিন ঘাঁটিতে বন্দী হয়েছে মাসুদ রানা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মাসুদ রানা - ২৭২ + ২৭৩

মহাপ্রলয় + যুদ্ধবাজ

লেখকঃ কাজী আনোয়ার হোসেন

স্ক্যান ও এডিটঃ ফয়সাল আলী খান

BanglaPDF.net (বাংলাপিডিএফ.নেট)
facebook.com/groups/Banglapdf.net

বইয়ের পোকা ♦ (The INSECT of books)
facebook.com/groups/we.are.bookworms

মাসুদ রানা

মহাপ্রলয়

যুদ্ধবাজ

[দুটি বই একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16 7622 2

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা: রনবীর আহমেদ বিপ্লব

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০

পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

Masud Rana
MOHAPROLAY

JUDDHOBAJ
Two Thriller Novels
By Qazi Anwar Husain

ছত্রিশ টাকা

মহাপ্রলয় : ৫–১১৮
যুদ্ধবাজ ১১৯–২৪০

এক নজরে মাসুদ রানা সিরিজের সমস্ত বই

ধ্বংস-পাহাড় *ভারতনাট্যম *স্বর্ণমৃগ *দুঃসাহসিক* মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা*দুর্গম দুর্গ শত্রু ভয়ঙ্কর*সাগরসঙ্গম*রানা! সাবধান!!*বিস্মরণ *রত্নদ্বীপ*নীল আতঙ্ক*কায়রো মৃত্যুপ্রহর*গুপ্তচক্র*মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র*রাত্রি অন্ধকার*জাল*অটল সিংহাসন মৃত্যুর ঠিকানা *ক্ষ্যাপা নর্তক*শয়তানের দূত *এখনও ষড়যন্ত্র *প্রমাণ কই? বিপদজনক*রক্তের রঙ*অদৃশ্য শত্রু*পিশাচ দ্বীপ *বিদেশী গুপ্তচর *ব্ল্যাক স্পাইডার গুপ্তহত্যা*তিনশত্রু *অকস্মাৎ সীমান্ত *সতর্ক শয়তান *নীলছবি *প্রবেশ নিষেধ পাগল বৈজ্ঞানিক *এসপিওনাজ*লাল পাহাড় *হৃৎকম্পন *প্রতিহিংসা*হংকং সম্রাট কুউউ!*বিদায় রানা*প্রতিদ্বন্দ্বী*আক্রমণ গ্রাস*স্বর্ণতরী*পপি*জিপসী*আমিই রানা সেই উ সেন*হ্যালো, সোহানা *হাইজ্যাক * আই লাভ ইউ, ম্যান * সাগর কন্যা পালাবে কোথায় *টার্গেট নাইন * বিষ নিঃশ্বাস *প্রেতাত্মা *বন্দী গগল *জিম্মি তুষার যাত্রা *স্বর্ণ সংকট *সন্ন্যাসিনী*পাশের কামরা*নিরাপদ কারাগার *স্বর্গরাজ্য উদ্ধার *হামলা* প্রতিশোধ*মেজর রাহাত *লেনিনগ্রাদ*অ্যামবুশ*আরেক বারমুডা বেনামী বন্দর *নকল রানা *রিপোর্টার *মরুযাত্রা *বন্ধু *সংকেত*স্পর্ধা *চ্যালেঞ্জ শত্রুপক্ষ*চারিদিকে শত্রু*অগ্নিপুরুষ*অন্ধকারে চিতা*মরণ কামড়*মরণ খেলা অপহরণ*আবার সেই দুঃস্বপ্ন*বিপর্যয়*শান্তিদূত*শ্বেত সন্ত্রাস *ছদ্মবেশী *কালপ্রিট মৃত্যু আলিঙ্গন *সময়সীমা মধ্যরাত*আবার উ সেন *বুমেরাং *কে কেন কিভাবে মুক্ত বিহঙ্গ *কুচক্র *চাই সাম্রাজ্য *অনুপ্রবেশ *যাত্রা অশুভ*জুয়াড়ী *কালো টাকা কোকেন সম্রাট *বিষকন্যা *সত্যবাবা *যাত্রীরা হুঁশিয়ার *অপারেশন চিতা আক্রমণ '৮৯ *অশান্ত সাগর *শ্বাপদ সংকুল* দংশন*প্রলয় সঙ্কেত *ব্ল্যাক ম্যাজিক তিক্ত অবকাশ *ডাবল এজেন্ট*আমি সোহানা *অগ্নিশপথ *জাপানী ফ্যানাটিক সাক্ষাৎ শয়তান*গুপ্তঘাতক *নরপিশাচ *শত্রুবিভীষণ*অন্ধ শিকারী *দুই নম্বর কৃষ্ণপক্ষ*কালো ছায়া *নকল বিজ্ঞানী*বড় ক্ষুধা*স্বর্ণদ্বীপ*রক্তপিপাসা *অপচ্ছায়া ব্যর্থ মিশন *নীল দংশন *সাউদিয়া ১০৩ *কালপুরু *নীল বজ্র *মৃত্যুর প্রতিনিধি কালকূট *অমানিশা*সবাই চলে গেছে *অনন্ত যাত্রা *রক্তচোষা *কালো ফাইল মাফিয়া*হীরকসম্রাট*সাত রাজার ধন*শেষ চাল* বিগব্যাঙ*অপারেশন বসনিয়া টার্গেট বাংলাদেশ *মহাপ্রলয় *যুদ্ধবাজ* প্রিন্সেস হিয়া*মৃত্যুফাঁদ*শয়তানের ঘাঁটি *ধ্বংসের নকশা *মায়ান ট্রেজার *ঝড়ের পূর্বাভাস*আক্রান্ত দূতাবাস*জন্মভূমি দুর্গম গিরি *মরণযাত্রা *মাদকচক্র *শকুনের ছায়া।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত এর কোন অংশ মুদ্রণ বা ফটোকপি করা নিষিদ্ধ।

মহাপ্রলয়

প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮

এক

জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকার ভেদ করে দেখার চেষ্টা করছে মাসুদ রানা। পুরু কাঁচে কেবল নিজের ছায়াই দেখতে পাচ্ছে। চোখ কুঁচকে ভেতরের যুবককে দেখছে ছায়াটা।

গভীর রাত। মেঘের বুক চিরে সগর্জনে ছুটে চলেছে ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের লন্ডন-রোম সরাসরি ফ্লাইট—জাম্বো জেট। বিশাল উদরের দুই তৃতীয়াংশই ফাঁকা তার। ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী রানাকে নিয়ে মাত্র ছয়জন। মাঠ ফাঁকা দেখে যে যার ইচ্ছেমত আসনে বসেছে। ও বেছে নিয়েছে একেবারে পিছনের সারির জানালাঘেঁষা সীট। মাথা ঘামানোর উপযুক্ত জায়গা।

অন্য যাত্রীরা প্লেন লন্ডন ছাড়ার আধ ঘণ্টার মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম ওরও প্রয়োজন, কিন্তু আসছে না। গভীর চিন্তায় ডুবে আছে রানা। মাথার মধ্যে গিজ গিজ করছে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার পোকা।

জানালায় ওর পাশে আরেকটা ছায়া দেখে সচকিত হলো, ঘুরে তাকাল। এয়ার হোস্টেস। রেনেসাঁ যুগের কোন নামকরা পেইন্টিং থেকে নেমে আসা অপ্সরীর মত লাগছে মেয়েটিকে। চোখাচোখি হতে মোনালিসা-কিসিম হাসি দিল সে। তার ভেতরে অন্য রকম ইঙ্গিতও ছিল, দেখেও না দেখার ভান করল রানা। ওসব দেখার মুডে নেই ও এখন।

'এনি ড্রিঙ্ক, মিস্টার গ্যারি কার?' কথা নয়, যেন জলতরঙ্গ বেজে উঠল মেয়েটির কণ্ঠে।

'নো, থ্যাঙ্ক ইউ।'

ওর গায়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে ওপরের হোল্ড থেকে পাতলা একটা কম্বল বের করল মেয়েটি। 'ঘুমাবেন নিশ্চই! গায়ে দিয়ে দিই?'

'তার দরকার নেই। ঘুম পেলে আমিই জড়িয়ে নেব, ধন্যবাদ।'

ওকে গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখে আঁতে বোধহয় ঘা লাগল অপসরীর। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে কম্বলটা পাশের সীটে রেখে দিল। নীরবে ফ্লাইট ডেকের দিকে চলে গেল ধীর পায়ে। মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে যেতে নিজের চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল রানা। সবাই বিভোর। একজন নাকও ডাকাচ্ছে।

নিশ্চিন্তে মাথার ওপরের রীডিং লাইট জ্বেলে দিল ও। কোটের ভেতরের পকেট থেকে বের করল কয়েক ভাঁজ করা আড়াই গজ দীর্ঘ এক ফ্যাক্স মেসেজ। আজই রোম থেকে লন্ডনে রানা এজেন্সিতে পাঠিয়েছে এটা বিসিআই-এর রোম এজেন্ট, সাদেকুর রহমান। কয়েকজন আন্তর্জাতিক

খ্যাতিসম্পন্ন মহারথীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। আরেকবার ভাল করে, সময় নিয়ে পড়তে শুরু করল ও বার্তাটা। ওটা এরকম:

হেদায়েতুল ইসলাম: বাংলাদেশী। '৭১-এ আল বদর বাহিনীর অন্যতম মাথা ছিল। এর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকজন নামকরা বুদ্ধিজীবীকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। ১৬ ডিসেম্বরের পর আত্মগোপন করে লন্ডন চলে যায়। মোহাম্মদপুর থানায় এর নামে চাপা পড়ে থাকা কয়েকটা খুন ও ডাকাতির কেস ছিল, দীর্ঘ আড়াই দশক পর নতুন করে সে সবের তদন্ত শুরু হয়েছে। দুটো খুনের সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় হেদায়েতুল ইসলামের নামে সম্প্রতি গ্রেফতারী পরওয়ানাও জারী করেছে পুলিস। আশির দশকের শেষ দিকে নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হওয়ায় কিছুদিন এক নার্সিং হোমে থাকতে হয় তাকে।

বর্তমান বয়স পঞ্চাশ (আনুমানিক)। ইউরোপ-আমেরিকার চলচ্চিত্রের সঙ্গে জড়িত। কম্পিউটর জাদুকর নামেও পরিচিত। কাজ করছে অল স্টার আন্তর্জাতিক ছবি ডি-ডে'তে।

লরেনযো কন্টি: আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইটালিয়ান চলচ্চিত্র প্রযোজক। প্রথম জীবনে ব্লু ফিল্‌ম্ তৈরি করে প্রচুর অর্থ কামিয়েছে। বর্তমানে ইটালির সবচেয়ে ধনীদের একজন। নতুন এক চলচ্চিত্র তৈরির কাজে হাত দিয়েছে সম্প্রতি। ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, মিশর, ভারত, ফ্রান্স ও ইটালির সেরা তারকাদের সমন্বয়ে তৈরি হতে যাচ্ছে সে ছবি। বিষয়বস্তু: তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ছবির নাম: ডি-ডে।

চলচ্চিত্র জগতে খুবই সফল ও খ্যাতিমান। কন্টির প্রযোজিত প্রত্যেকটি ছবি সুপার-ডুপার হিট। রোমে রাজকীয় *প্যালাযযো* (প্যালেস) আছে তার। ক্যাপরিতে আছে শানদার ভিলা ও দক্ষিণ ফ্রান্সে বিলাসবহুল শ্যাতো। সেসবের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে রয়েছে শতাধিক ম্যানসার্ভেন্ট কয়েক ডজন অল্পবয়সী মেয়ে পরিচারিকা।

কিছুদিন পর পর এসব পরিচারিকাদের কারও না কারও 'আকস্মিক মৃত্যুর' ব্যাপারটা প্রায় নিয়মিত ঘটনা ছিল কয়েক বছর আগে পর্যন্ত। প্রতিটি ঘটনার সময় কন্টি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল। শেষবার এমনটি ঘটে আশির দশকের শেষদিকে। এক তরুণী অস্ট্রিয়ান পরিচারিকার 'আকস্মিক মৃত্যুর' পরপরই নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয় লরেনযো কন্টি। চিকিৎসার জন্যে দু'মাস কাটায় এই নার্সিং হোমে।

বর্তমানে সুস্থ (!)। রোমে নিজের নতুন ছবি ডি-ডে নিয়ে ব্যস্ত। ছবির বাজেট একশো মিলিয়ন ডলার। খুব বড় বাজেট, তাই কয়েকজন খুচরো প্রযোজককেও সাথে নিয়েছে সে। বয়স পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন (আনুমানিক)।

স্যার হিউ মারসল্যান্ড: প্রাক্তন এক ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রী। বিশালদেহী এক

দানব। বিলিয়নেয়ার (পাউন্ডের হিসেবে)। ডি-ডে পরিবেশনার দায়িত্বে রয়েছে মারসল্যান্ডের মারসল্যান্ড এন্টারপ্রাইজ। লরেনযো কন্টির ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আশির দশকের শেষদিকে অজ্ঞাত কারণে দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। অনেক চেষ্টা করেও এ ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি।

ব্রিটেনের শো-বিজনেস ফিনান্সিঙের ক্ষেত্রে এক নম্বর ব্যক্তি।

পিয়েরো সিমকা: ইটালিয়ান রাজনীতির জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ব্যাঙ্কার ও প্লেবয়। বেঁটে বামুন। টাকা ও প্রভাব অন্তহীন। ডি-ডে'র সাথে জড়িত। টাকা অন্যের হলেও সবকিছু সিমকার নির্দেশেই চলে।

বয়স পঞ্চান্ন (আনুমানিক)। আশির দশকের শেষ দিকে দীর্ঘদিন জনসমক্ষে দেখা যায়নি তাকে। কোথায় ছিল, জানা যায়নি।

স্টাডস ম্যালোরি: আমেরিকান প্রযোজক-পরিচালক। আশির দশকের শেষভাগে দু'বার অস্কারের জন্যে মনোনীত হলেও শেষ পর্যন্ত পুরস্কার পায়নি ম্যালোরি। এরপর মাথা ব্যথার কারণে লম্বা সময় স্বেচ্ছা নির্বাসনে ছিল। কোথায় ছিল, জানা সম্ভব হয়নি।

বয়স ষাট (আনুমানিক)। আর বিশেষ কিছু জানা যায়নি এর ব্যাপারে।

আনমনে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দিল মাসুদ রানা। শেষটুকু আর পড়ল না। কপালের কুঞ্চন কিছুটা গভীর হয়েছে আগের চেয়ে। কিছু একটা অনুমান করার চেষ্টা করছে ও। পাঁচটা নাম, পাঁচজন মানুষ, প্রত্যেকেই বিশেষ একটা সময়ে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গিয়েছিল কিছুকালের জন্যে। এরমধ্যে কি কোন যোগাযোগ আছে? কোন বিশেষ সূত্র?

রীডিং লাইট নিভিয়ে দিল ও। চোখ বুজে হেলান দিয়ে বসল। ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর, অথচ ঘুম আসছে না। আসবেও না। অন্তত রোম না পৌঁছা পর্যন্ত।

ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটছে ওখানে। সত্যি কি তাই? ব্যাপারটা নতুন করে আরেকবার খতিয়ে দেখার জন্যে অতীতে তলিয়ে গেল মাসুদ রানা।

আজই দুপুরের ঘটনা। লন্ডন, রানা এজেন্সিতে নিজের অফিসরুমে বসে আছে ও। লাঞ্চ কোথায় করবে ভাবছে, হঠাৎ বেজে উঠল টেলিফোন। ঘুরে তাকাল রানা। কয়েকটা টেলিফোন আছে টেবিলে, তার মধ্যে লালটা বাজছে। ওর মনে হলো বাজছে না, যেন আর্তস্বরে চিৎকার করছে। ওটা বিশেষ ফোন। হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া কেউ জানে না ওটার নম্বর। স্ক্র্যাম্বলার সংযুক্ত, আনট্রেসেব্‌ল্। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার। রিসিভার আলতো করে তুলে কানে লাগাল।

'ইয়েস!'

'মাসুদ ভাই?'

'কে?'

'আমি, মাসুদ ভাই। সাদেক। রোম থেকে।'

লোকটার কণ্ঠস্বরে অস্বাভাবিক কিছু একটা আছে আভাস পেয়ে রিসিভার কানের সাথে ঠেসে ধরল ও। গলা চড়ে গেল আপনাআপনি। 'সাদেক! কি হয়েছে?'

'মাসুদ ভাই, আমি খুব বিপদে পড়ে গিয়েছি। খুব বড়রকম এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি।'

'কি হয়েছে, খুলে বলো।'

'আমি...' গলা ভেঙে গেল বিসিআই-এর রোম এজেন্ট সাদেকুর রহমানের। 'আমি বোধহয় আর বাঁচব না। ওরা আমাকে...ওরা...'

ধমকে উঠল রানা, 'কি হয়েছে খুলে বলছ না কেন?' উত্তেজনায় গলা আরও চড়ে গেল। 'তাড়াতাড়ি বলো!'

'পারছি না, মাসুদ ভাই।' একটু বিরতি। 'ও-ওরা বোধহয় এদিকেই আসছে! আমাকে যদি দেখে ফেলে, নির্ঘাৎ মেরে ফেলবে। আমি...আমি খুব বিপদে আছি, মাসুদ ভাই! আমাকে বাঁচান!'

শক্ত হয়ে গেল ও। 'সাদেক, শোনো! ফোন রেখে সরে পড়ো। পালাও! আমি আজই রোমে আসছি। এসে শুনব কি হয়েছে, কেমন?'

'জ্বি, জ্বি! এখন রাখছি। সুযোগ পেলে পরে আবার ফোন করব। নয়তো ফ্যাক্স। ঢাকার সাথে কথা বলেছি। দুই জায়গায় কথা বলতে গিয়ে দেরি হয়ে গেছে,' গলা কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠল সাদেকের। 'ওরা ট্রেস করে ফেলেছে আমার ফোন। মনে হয়। মাসুদ ভাই, যদি আমি না থাকি...ওই বোধহয়...'

ফোনে খুব সম্ভব একটা হাঁক শুনল রানা, খুব দ্রুত কাছে চলে আসছে একাধিক কণ্ঠ। উত্তেজিত কণ্ঠে কি যেন বলছে। 'পালাও সাদেক!' চেঁচিয়ে বলল ও। 'পালাও! গা ঢাকা দাও! আমি...' থেমে গেল লাইন কেটে গেছে টের পেয়ে। রিসিভার চোখের সামনে ধরে আহাম্মকের মত তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে।

এক সময় সচকিত হলো ও। রেখে দিল রিসিভার। চোখের সামনে হাসিখুশি, টগবগে সাদেকের চেহারা ভাসছে। কি হয়েছে? কি বিপদে পড়েছে ও? সাদেক ওর নিজের হাতে গড়া এজেন্ট, দু'বছর আগে পোস্টিং হয়েছে তার রোমে। এর মধ্যে কি এমন...? লাঞ্চের কথা বেমালুম ভুলে গেল রানা, অস্থিরচিত্তে সময় পার করতে থাকল। সিগারেট টেনে চলল একটার পর একটা। এরমধ্যে নিজের জন্যে রোমগামী প্রথম ডিরেক্ট ফ্লাইটের টিকেট বুক করার কথা ট্রাভেল এজেন্সিকে জানিয়ে দিয়েছে।

পনেরো মিনিট পর ঢাকা থেকে এল বিসিআই প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের ফোন। 'রানা!'

'জ্বি, স্যার।'

'একটু আগে রোম থেকে...'

'জানি, স্যার। এখানেও ফোন করেছিল ও।'

একটু বিরতি। 'সব শুনেছ তাহলে?'

'সাদেক বিপদে পড়েছে, এইটুকু শুনেছি কেবল, আর কিছু বলার সময় পায়নি ও।'

'তুমি বরং রোম রওনা হয়ে যাও।'

'যাচ্ছি, স্যার। টিকেট বুক করে ফেলেছি অলরেডি।'

'গুড। ফোন করার আগে সাদেক বড় একটা ফ্যাক্স মেসেজ পাঠিয়েছে এখানে, তুমি ঢাকায় আছ মনে করে। ওটা পাঠাচ্ছি আমি।'

'কি ঘটেছে ওখানে, স্যার?' বলল রানা।

'কথা বলে নষ্ট করার মত সময় নেই, রানা,' ভরাট গলায় বললেন বৃদ্ধ। বলার সুরে অস্থিরতা। 'খুব জটিল পরিস্থিতি। তুমি মেসেজটা পড়তে থাকো, এই সুযোগে আমি খুব জরুরী একটা ফোন কল সেরে নিই। তারপর আবার যোগাযোগ করব।'

'আচ্ছা। পাঠিয়ে দিন...' বাঁ কনুইয়ের কাছে মৃদু গুঞ্জন শুনে ঘুরে তাকাল রানা। 'এক মিনিট, স্যার!'

'কি হলো?'

'আমার ফ্যাক্স মেশিনে একটা মেসেজ আসতে শুরু করেছে। মনে হয় সাদেকের মেসেজ...' থেমে গেল ও। আপনমনে বলল, 'নাকি?' ঝুঁকল বাঁ দিকের ফাইল র‍্যাকের ওপর রাখা মেশিনটার ওপর। 'হ্যাঁ মনে হয়, স্যার। মেসেজের শুরুতে হেদায়েতুল ইসলাম...'

'হ্যাঁ, ওটাই। ভালই হলো। তুমি পড়ো, আমি পড়েছি। পড়ে এ ব্যাপারে কিছু পদক্ষেপও নিয়েছি। তোমার ফ্লাইট ক'টায়?'

'মাঝরাতে, স্যার।'

'ঠিক আছে। অফিসে থেকো, কাজ সেরে আবার ফোন করব আমি।'

রিসিভার রেখে জ্যান্ত হয়ে ওঠা ফ্যাক্স মেশিনটার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। লম্বা সময় নিয়ে শেষ হলো সাদেকের মেসেজ। পরপর কয়েকবার পড়ল ও। পাঁচজন মানুষের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। তার সাথে ডি-ডে নামের এক নির্মীয়মান ছায়াছবি সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য। লোকগুলোর ব্যাপারে দুটো তথ্য কমন ও সন্দেহজনক মনে হলো রানার। একটা হচ্ছে, অতীতে এরা প্রত্যেকে বিশেষ একটা সময়ে লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল কিছুদিনের জন্যে। অন্যটা হলো, বর্তমানে এরা সবাই রোমে জড়ো হয়েছে এবং পাঁচজন একই কাজে জড়িত।

বর্তমানে ফিরে এল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরিয়ে টানতে থাকল। মেসেজের শেষের তথ্যগুলো নাড়াচাড়া করতে লাগল। শেষদিকে সাদেক লিখেছে, ডি-ডে নির্মাণের জন্যে এরা প্রচুর অত্যাধুনিক মিলিটারি ইকুইপমেন্ট জোগাড় করেছে নানান দেশ থেকে। ট্যাঙ্ক, বিমান, মিসাইল ইত্যাদি। এরমধ্যে অস্বাভাবিক কিছু আছে বলে মনে হলো না ওর।

আধুনিক যুদ্ধের ছবিতে যুদ্ধাস্ত্র থাকেই। ডি-ডে তো অনেক বড় মানের ছবি, তাতেও এসব থাকবে। থাকবে বলেই না এত বিশাল অঙ্কের বাজেট। তাছাড়া সাদেক নিজেই লিখেছে, অস্ত্রশস্ত্র যেসব দেশ থেকে আনা হয়েছে;

ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, সব ক'টা দেশের এবং ন্যাটোর লিয়াজোঁ অফিসাররা এ ব্যাপারে লিখিত অনুমতি দিয়েছে ছবির প্রযোজককে। অতীতেও অনেক ছবিকেই দেয়া হয়েছে তা। তাহলে এর মধ্যে অস্বাভাবিক কোনটা?

আবার মেসেজটা বের করল ও। আলো জ্বেলে আগাগোড়া পড়ল আরেকবার। সন্দেহটা তখনই জাগল মনে। সাদেকের মেসেজটা কি শেষ হয়েছিল, না মাঝপথে থেমে গিয়েছিল? ফ্যাক্স মেসেজ শেষ হলে নিচে দিন-তারিখ, ক'টায় শুরু হলো মেসেজ, ক'টায় শেষ হলো, প্রতিটি সেকেন্ড পর্যন্ত প্রিন্ট হয়। তার দু'পাশে থাকে বৈশিষ্ট্যসূচক তারকা চিহ্ন বা অ্যাস্টারিস্ক (***)।

এটায় তার কিছুই নেই। কেন? এর সম্ভাব্য উত্তর একটাই—মেসেজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে। কপাল চুলকাতে লাগল অন্যমনস্ক রানা। এমন জরুরী একটা ব্যাপার কি করে নজর এড়িয়ে গেল? কেন তখন ব্যাপারটা খেয়াল করল না ও? এতবড় এক ভুল কি করে হলো ওকে দিয়ে? তখন যদি লক্ষ করত ব্যাপারটা, ঢাকা থেকে সাদেকের প্রথম পাঠানো মেসেজটা রাহাত খানকে লন্ডন পাঠাতে বলতে পারত রানা। জেনে নিতে পারত মেসেজের শেষটা। আফসোস! এখন আর সে সুযোগ নেই।

ওর ফ্যাক্সেও একই মেসেজ আসছে শুনে রাহাত খান ধরেই নিয়েছেন সম্পূর্ণ মেসেজই পেয়ে গেছে রানা। ইস্, ভুল শোধরানোর আরেকটা সুযোগ যদি পাওয়া যেত!

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল ও। আলো নিভিয়ে চোখ বুজল আবার। সাদেকের কথা ভাবতে লাগল। হলো না, গোল পাকিয়ে যাচ্ছে সব মাথার মধ্যে। হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো ও, চিন্তার মোড় ঘুরিয়ে দিল। নিজের বর্তমান পরিচয় নিয়ে ভাবতে বসে গেল। ওর নাম গ্যারি কার। টেক্সাসের ধনী তেল ব্যবসায়ী। রোম চলেছে লরেনযো কন্টি ও স্যার হিউ মারসল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করতে। বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে।

এটা রাহাত খানের কীর্তি। ওর এই পরিচয় খাড়া করার জন্যেই বৃদ্ধ 'খুব জরুরী একটা ফোন কল' করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। রানা এখন হলপ করে বলতে পারে, ও সত্যিই গ্যারি কার। পাসপোর্টে তাই আছে। তাছাড়া লিউ কেলভিন নামে এক আমেরিকান টাইকুন, গ্যারি কারের হয়ে ওকালতি করে চিঠি দিয়েছেন রোমে অবস্থানরত তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু স্যার হিউ ও লরেনযো কন্টিকে। অনুরোধ করেছেন ও যে জন্যে রোম যাচ্ছে, তা সফল করতে তারা যেন সহযোগিতা করে। সে চিঠিও এখন রানার পকেটে।

ব্রীফকেসের ফলস্ কম্পার্টমেন্টে আছে আরও এক সেট কাগজপত্র। বেন কার্পেন্টার নামে। নিতান্ত ঠেকায় পড়লে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে আছে ওটা।

লিউ কেলভিন রাহাত খানের অনেক পুরানো বন্ধু। বন্ধুর অনুরোধ পেয়ে এক মুহূর্তও দেরি করেননি ভদ্রলোক, চিঠি লিখে সঙ্গে সঙ্গে পৌঁছে দিয়ে গেছেন লন্ডনে। মাসুদ রানার হাতে। যদিও তা ডাহা মিথ্যে। কিন্তু প্রমাণ করার উপায় নেই। মারসল্যান্ড বা কন্টি যদি সত্যতা যাচাই করতে চায়,

চিঠির ব্যাপারটা স্বীকার করবেন তিনি। সে ব্যাপারে আসলেই কথা হয়েছে দুই বৃদ্ধের।

গ্যারি কারের পাসপোর্টের ব্যাপারটা অবশ্য মাসুদ রানার কীর্তি। লন্ডনে ওর অফিসের গোপন সেফে অসংখ্য পাসপোর্ট মজুত আছে। ওগুলোর নাম-ঠিকানা, জাতীয়তা ইত্যাদি আগড়ম-বাগড়ম হলেও ছবিগুলো রানারই। সীল-ছাপ্পরও খাঁটি। আসলে শতকরা একশো ভাগ ভেজাল। রাহাত খানের সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনা সেরে গ্যারি কারকে জ্যান্ত করেছে ও।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আচমকা জেগে উঠল ক্যাপ্টেনের খ্যানখেনে ধাতব কণ্ঠস্বরে। আধ ঘণ্টার মধ্যে বিমান রোমে ল্যান্ড করবে—ঘোষণা করছে লোকটা। পুব দিগন্তে আলোর আভাস দেখল রানা। হাই তুলল লম্বা করে। আশ্চর্য! আলোর আভাস দেখামাত্র মনের গুমোট ভাবটা কেটে যেতে শুরু করল। দুশ্চিন্তার মেঘ কেটে গেল দ্রুত। এই-ই হয়, ভাবল ও, আঁধারের সাথে ভয় ও দুশ্চিন্তার কি যেন এক সম্পর্ক আছে।

আঁধার নামলে ছেঁকে ধরে ওরা, আবার আলো ফুটলে পালায়। রেনেসাঁ যুগের পেইন্টিংটিকে সামনে দেখে মধুর হাসি দিল ও। 'এক কাপ কালো কফি, প্লীজ!'

'শুধু কফি, স্যার?' খানিক দ্বিধার পর মেয়েটিও হাসল। রাতের গম্ভীর যাত্রীটির সাথে ওকে মেলানো যাচ্ছে না দেখে ভারি অবাক হলো সে। 'নো ব্রেকফাস্ট?'

'না, ধন্যবাদ। তোমার মত সুন্দরীর হাতে শুধু কফিই যথেষ্ট,' আরেক পশলা ভুবনভোলানো হাসি বর্ষণ করল রানা। 'আর কোন ব্রেকের প্রয়োজন নেই।'

মহা ফাঁপরে পড়ে গেল মেয়েটি। যুবকের হাসি অন্তরঙ্গই মনে হচ্ছে, কিন্তু তার জবাবে পাল্টা হাসি দিতে বাধছে কেন যেন। 'রাইট, স্যার,' বলে দ্রুত কেটে পড়ল সে।

রোমের উপকণ্ঠে ফিউমিসিনোর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে যখন অবতরণ করল রানার ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের জাম্বো, সূর্য তখন দূরের পাহাড় চুড়োয় তার প্রথম সোনালী পরশ বোলাচ্ছে।

এর মধ্যে আড়ং বসে গেছে যেন এয়ারপোর্টে। মানুষের গুঁতোয় পা ফেলা দায়। কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন ব্যারিয়ার অতিক্রম করতে ঘাম ছুটে গেল ওর। টার্মিনাল ভবনের বাইরে এসে ট্যাক্সির আশায় এদিক ওদিক তাকাল। চরম বিশৃঙ্খল অবস্থা চারদিকে। অল্প সময়ের ব্যবধানে পর পর চারটে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট ছেড়ে যাবে, কাজেই মহাব্যস্ত সবাই। ব্যস্ততার মধ্যেও যে শৃঙ্খলা রেখে চলা যায়, মানুষ কবে শিখবে তা? চরম বিরক্ত হয়ে ভাবল মাসুদ রানা।

ইউরোপে ইটালিয়ানরাই সবচেয়ে অসভ্য, বিশৃঙ্খল জাতি, ব্যাপারটা খেয়াল হতে রাগ একটু কমল। খানিকটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়ানোর উদ্দেশে

একমাত্র লাগেজ, ছোট একটা সুটকেস ও ব্রীফকেসটা নিয়ে পা বাড়াল। আসার আগে ইচ্ছে করেই এখানকার বিসিআই বা রানা এজেন্সি, কারও সাথেই যোগাযোগ করেনি ও। সম্পূর্ণ গোপন রাখতে চেয়েছে সফরের বিষয়টা, অন্তত প্রাথমিক পর্যায়ে। তাই কোন গাড়ি আসেনি ওর জন্যে। এদিকে এয়ারপোর্টের বাস চালকদের স্ট্রাইক চলছে, কাজেই ট্যাক্সি এ মুহূর্তে সোনার হরিণ।

ঝাড়া চল্লিশ মিনিট পর জুটল একটা। ডাকাতের মত চেহারা বিশালদেহী ড্রাইভারের। 'কোথায় যাবেন, সেনিয়র?'

লাগেজ দুটো পেছনের সীটে ছুঁড়ে দিল মাসুদ রানা। 'হোটেল আলবার্গো লে সুপারব।'

নামটা পছন্দ হলো ড্রাইভারের, ওখানে কারা ওঠে ভালই জানে সে। অতএব ভাড়াও নির্দ্বিধায় ডাকাতের মতই হেঁকে বসল চারগুণ বেশি। মহাবিরক্ত হয়ে হাত নাড়ল রানা, খাস বাংলায় খ্যাক খ্যাক করে উঠল, 'চালা, ব্যাটা!'

'কি বললেন, সেনিয়র?'

'বলছি চলো, গাড়ি ছাড়ো। প্রনটো!'

রোমের প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে প্রাসাদোপম আলবার্গো লে সুপারব। দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল হোটেল। লন্ডন থেকে ওখানে নিজের স্যুইট বুক করিয়ে এসেছে রানা। ওটাতেই আছে ডি-ডে'র রথী-মহারথীরা। রেজিস্টারে সই করে ক্লার্কের উদ্দেশে মৃদু হাসি দিল ও। 'স্যার হিউ মারসল্যান্ড আর সেনিয়র লরেনযো কন্টি শুনেছি আপনাদের এখানে আছেন, সত্যি নাকি?'

'রাইট, সেনিয়র কার!' চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল লোকটার। 'ওঁরা ছাড়াও আরও অনেকে আছেন।'

কলমের জন্যে পকেটে হাত ভরল রানা। 'ওঁদের আমার পৌঁছার খবরটা তাহলে জানাতে হয়,' বলল আনমনে।

'শিওর, শিওর!' হোটেলের এম্বস করা দামী প্যাড এগিয়ে দিল ক্লার্ক। 'এতে লিখুন, সেনিয়র। একটু আগে বাইরে গেছেন ওঁরা, ফিরে আসামাত্র আপনার নোট পৌঁছে দেব আমি।'

'গ্র্যাযি।' একটাই সংক্ষিপ্ত নোট লিখল রানা দু'জনের উদ্দেশে। তারপর প্যাড ঠেলে দিল ক্লার্কের দিকে। পকেট থেকে দুটো কড়কড়ে পাঁচ হাজার লিরা নোট বের করে গুঁজে দিল তার হাতে। বিনয়ে মনে হলো বুঝি শুয়ে পড়তে যাচ্ছে লোকটা। তাকাল না ও আর, বেলবয়ের পিছন পিছন লিফটের দিকে চলল।

স্যুইটটা তিনরুমের—প্রকাণ্ড। খুব বেশিরকম জাঁকাল। গোড়ালি পর্যন্ত মোলায়েম কার্পেটে ডুবিয়ে বেডরুমে চলে এল রানা। এক হাজার লিরার দুটো নোট টিপস্ দিয়ে বিদায় করল বয়কে। রুম সার্ভিসকে নাস্তা পাঠাতে বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। পনেরো মিনিট পর শাওয়ার-শেভ সেরে তরতাজা হয়ে বিশাল এক তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে এল ও।

নতুন এক সেট পোশাক পরে নাস্তা করল। পেটের জ্বালা কমতে পূর্ণবেগে কাজ শুরু করে দিল মাথা। ধূমায়িত কড়া কালো কফিতে মৃদু চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। করণীয় সম্পর্কে ভাবতে লাগল। প্রথম কাজ বিসিআইয়ের বিশেষ নম্বরে ফোন করে সাদেকুর রহমান সম্পর্কে খোঁজ নেয়া। কফি শেষ করে উঠল ও। বের হওয়ার জন্যে তৈরি হলো। তখনই বেজে উঠল টেলিফোন।

'সেনিয়র গ্যারি কার?' প্রশ্ন করল এক মেয়ে।

'হিয়ার।'

'সেনিয়র লরেনযো কন্টি কথা বলবেন আপনার সাথে। এক মিনিট ধরুন, সেনিয়র।'

'ওকে।'

কয়েক সেকেন্ড পর একটা গমগমে পুরুষ কণ্ঠ কথা বলে উঠল। কড়া ইটালিয়ান অ্যাকসেন্টের ইংরেজিতে বলল, 'লরেনযো কন্টি বলছি, সেনিয়র কার। আপনার নোট পেয়েছি। লিউ কেলভিন আপনাকে পাঠিয়েছে জেনে খুশি হয়েছি। কেমন আছে বুড়ো শকুন?'

'ভালই আছেন, সেনিয়র। তিনি এবং পাঁচ নম্বর মিসেস কেলভিন শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আপনাকে।'

'শুনে ভাল লাগল। কিন্তু সেনিয়র, আমি খুব দুঃখিত। ছবির প্রয়োজনীয় তহবিল এরমধ্যে প্রায় পুরোটাই জোগাড় হয়ে গেছে। তবু···আপনি যখন এতদূর এসেই পড়েছেন, উঁমম! এক কাজ করুন না, আজ সন্ধের পর এক ককটেল পার্টি দিচ্ছি আমরা এখানকার মনযা রুমে। আমরা সবাই থাকব। আপনিও আসুন না। খুব খুশি হব তাহলে। সে, সাড়ে সাতটায়?'

গলায় খানিকটা হতাশার সুর ফোটাল রানা। 'বেশ।'

'না না, হতাশ হবেন না, সেনিয়র। আমি দেখছি আপনার ব্যাপারে কি করা যায়। হাজার হোক, লিউ আমার অনেক পুরনো বন্ধু। ওর অনুরোধ এক কথায় নাকচ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। তো, আসছেন তো?'

'নিশ্চই!'

'গুড। আমি এরমধ্যে আমার পার্টনারদের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনা সেরে ফেলব। ওকে?'

'ওকে। গ্র্যাযি।'

'সাড়ে সাতটায়, বেলা রোমার মনযা রুমে।'

'রাইট।'

ফোন রেখে বেরিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। তার আগে ডোর নবে কয়েক ভাষায় লেখা 'ডু নট ডিসটার্ব' বোর্ড ঝুলিয়ে দিতে ভুলল না। ফুটপাথের ভিড়ে খানিক এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াল ও সম্ভাব্য ফেউ খসাবার জন্যে। তারপর সড়াৎ করে ঢুকে পড়ল এক রোড সাইড পাবে। কাঁচের দরজা বন্ধ করে শেষবারের মত চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল। কেউ পিছু নিয়েছে বলে মনে হলো না। ফোনের রিসিভার তুলে বিশেষ এক নম্বর টিপল রানা। প্রায় সঙ্গে

সঙ্গে সাড়া দিল একটা পুরুষ কণ্ঠ। 'ইয়েস!'

'দুইয়ে দুইয়ে চার হয় জানি,' থেমে থেমে খাস বাংলায় বলল ও। 'কিন্তু দুই আর তিন মিলে কত হয়, জানি না। কত হয়?'

ওপ্রান্তের লোকটির নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ার শব্দ শোনা গেল স্পষ্ট। 'পাঁচ হয়।'

'এম আর নাইন।'

'হায় খোদা!' কাঁপা কাঁপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লোকটা।

'কি হয়েছে?'

'উনি তো নেই।'

'কোথায় গেছে?' বুকের মধ্যে কেমন যেন করে উঠল রানার।

'যেখান থেকে ফেরা যায় না কোনদিন।'

মাথা ঘুরে উঠল রানার। মুহূর্তের জন্যে চোখের সামনের সবকিছু আউট অভ ফোকাস হয়ে গেল। দ্রুত এক হাত তুলে বুদের দেয়াল ধরে নিজেকে সামলাল। 'কি বললে? কখন?'

'কাল। আপনাকে ফ্যাক্স করার সময়।'

এই জন্যেই, সামলে নিয়ে ভাবল রানা, এই জন্যেই অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল সাদেকুর রহমানের ফ্যাক্স মেসেজ। দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকল ও আহাম্মকের মত। মাথায় খেলছে না কিছু। 'কোত্থেকে ফ্যাক্স করেছিল?'

'জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে। ওখানেই খুন করা হয়েছে ওনাকে।' একটু বিরতি দিল কণ্ঠটা। 'আপনি আসছেন?'

জবাব দিল না রানা। ভাবছে কি যেন।

'আপনি আছেন লাইনে?'

'হ্যাঁ। মৃতদেহ কোথায়?'

'মর্গে।'

'দুই নম্বর সেফ হাউসে এসো। আমি যাচ্ছি ওখানে।'

'জ্বি।'

ফোন রেখে কপালে জমে ওঠা স্বেদবিন্দু মুছল ও। ধীরপায়ে বেরিয়ে এল বুদ থেকে। দূরে হোটেলটার একাংশ দেখা যাচ্ছে, সেদিকে তাকিয়ে থাকল আনমনে। চেহারা বিষণ্ণ। খালি খালি লাগছে বুকের ভেতরটা।

অনেকক্ষণ পর সচকিত হলো। পায়ে পায়ে ফিরে চলল। মনে মনে বারবার একই কথা বলছে, আমি এর প্রতিশোধ নেব, সাদেক। প্রতিজ্ঞা করছি আমি এর প্রতিশোধ নেব। ওরা কেউ বাঁচতে পারবে না। কেউ না। ওরা আমার বুকের পাঁজর ভেঙেছে, আমিও ওদেরগুলো ভাঙব, সাদেক। প্রতিজ্ঞা করছি।

ট্যাক্সি ডাকল রানা, পিয়াযযা নাভোনা যেতে নির্দেশ দিল ড্রাইভারকে। জায়গাটা রোমের অন্যতম টুরিস্ট আকর্ষণ। প্রচুর টুরিস্ট ঘুর-ঘুর করছে স্কয়ারে। তাদের ভিড়ে মিশে এগোল ও। ট্রি স্ক্যালিনি অতিক্রম করে ঘুরে

আগের জায়গায় ফিরে এল। সম্ভাব্য অনুসরণকারীকে বিভ্রান্ত করার জন্যে এটা পুরানো, তবে কার্যকর এক ট্রিক। দু'বার একই কাজ করল মাসুদ রানা, তারপর সোজা হাঁটা ধরল স্কয়্যারের উত্তর-পশ্চিম কোণের দিকে।

মানুষের ভিড়ে ভারাক্রান্ত করসো ভিত্তোরিও এমানুয়েলে এসে পড়ল। একই মুহূর্তে বাঁক ঘুরে ট্রাসটিভেয়ারমুখী একটা বাস এদিকেই আসছে দেখে ছুটে গিয়ে উঠে পড়ল রানা। গিজগিজে ভিড় ভেতরে। ঠেলে-গুঁতিয়ে যতটা সম্ভব নিজেকে ভেতরে সেঁধিয়ে দিল। সন্তুষ্ট। জানে, খসিয়ে দেয়া গেছে পিছনের সম্ভাব্য অনুসরণকারীকে। পনেরো মিনিট পর ট্রাসটিভেয়ার পৌঁছল বাস।

সেফ হাউসটা এক সরু কানাগলির মুখে। দোতলায়। নিচে কয়েকটা দোকান। *তাবাচ্চি* সিগারেট, লবণ আর লটারির টিকেটের বিজ্ঞাপন ঝুলছে সামনে। বিল্ডিঙের এক সাইডে সিঁড়ি। প্রথম দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কেনার ফাঁকে পিছনদিকে ভাল করে নজর বুলিয়ে নিল রানা। নেই তেমন কেউ।

দোতলায় উঠে এল ও। সাঙ্কেতিক নক করল নির্দিষ্ট দরজায়। তেইশ-চব্বিশ বছর বয়সী এক যুবক দরজা খুলল। হিরণ নাম। সাদেকুর রহমানের সুযোগ্য সহকারী। রানা ভেতরে ঢুকতে দরজা বন্ধ করে দিল যুবক।

তার শুকনো মুখের দিকে চেয়ে থাকল ও কয়েক সেকেন্ড। ভেবে পাচ্ছে না কি বলে আলাপ শুরু করবে। নিজের আবেগ কঠোর হাতে দমন করল রানা। 'ভেঙে পড়েছ মনে হচ্ছে?'

পলকের জন্যে চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল হিরণ। দু'চোখ মুহূর্তে লাল হয়ে উঠল তার। 'জ্বি, সাদেক ভাই...' থেমে পড়ল যুবক। দু'গাল কুঁচকে উঠল। মনে হলো এখনই কেঁদে উঠবে।

'এখন আবেগ প্রকাশের সময় নয়, হিরণ,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল রানা। 'সামনে অনেক কাজ পড়ে রয়েছে, সামাল দাও নিজেকে।'

আস্তিনে চোখের কোণ মুছল যুবক। দাঁড়িয়ে থাকল মাথা নিচু করে। 'জ্বি।' নাক টানল।

'খুলে বলো কি ঘটেছে।'

'কি সন্দেহ হওয়ায় গত কিছুদিন থেকে ডি-ডে নামে এক ছবির নির্মাতাদের কয়েকজনের অতীত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের কাজে লেগেছিলেন সাদেক ভাই। গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য জানতেও পেরেছিলেন।'

'তারপর?'

'পরশুদিন খুব চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন মনে হয়েছে তাঁকে। একবার বলেছিলেন, "আমি বোধহয় ধরা পড়ে গেলাম"।'

কপাল কুঁচকে উঠল রানার। বড়সড়, রুমের মাঝখানে রাখা দুটো চেয়ারের একটায় বসে পড়ল, হাত ইশারায় অন্যটায় বসতে বলল হিরণকে। 'কার কাছে?'

বসল হিরণ। 'তা বলেননি। শুধু বললেন, যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক

বিপদ ঘটে যেতে পারে তাঁর। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে।'

'আচ্ছা।'

'আমি বলেছিলাম কয়েকদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে। শুনলেন না।'

মুখ নিচু করে কিছুক্ষণ জুতোর ডগা দেখল রানা। 'কি সন্দেহ জেগেছিল ওর মনে? কেন?'

'ঠিক জানি না, মাসুদ ভাই,' অপরাধীর মুখ করে বলল যুবক। 'তবে ওই দলে পিয়েরো সিমকা নামে একজন আছে, তার ব্যাপারে সাদেক ভাইয়ের বান্ধবী কি যেন বলেছিল তাঁকে।'

'সাদেকের বান্ধবী?'

'জ্বি, রোজানা মোরান্ডি। আলিটালিয়ার হোস্টেস।'

'আই সী। কোথায় এখন সে?'

'রোমেই আছে।'

'ঠিকানা?'

পকেট থেকে একটা খুদে নোটবুক বের করল হিরণ। 'এর মধ্যে লেখা আছে। সাদেক ভাইয়ের ব্যক্তিগত নোটবই এটা, ভেতরে হিজিবিজি অনেক কিছু লেখা আছে। চেষ্টা করেও কিছু বুঝতে পারিনি।'

ওটার ভেতরে খানিক চোখ বোলাল রানা। সত্যিই বলেছে হিরণ, অনেক আঁকিবুকি রয়েছে ভেতরে, দেখে বোঝার কোন উপায় নেই ওসবের মধ্যে কোন বার্তা লুকিয়ে আছে। সত্যি আছে? না আসলেই আঁকিবুকি? হিজিবিজি, অর্থহীন? ওটা পকেটে রাখল রানা। 'রোজানার সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। কথা বলব আমি।'

'করা যাবে। কখন যেতে চান, এখনই?'

'না। রাতে কোন এক সময়, যদি অন্য ঝামেলায় জড়িয়ে না পড়ি,' ঘড়ি দেখল ও। তাড়াতাড়ি হোটেলে ফেরা উচিত। তিন ঘণ্টা হয়ে গেছে বেরিয়েছে। কেউ যদি স্যুইটে ওর অনুপস্থিতির বিষয়টা জেনে যায়, অন্য রকম হয়ে যেতে পারে।

'আমি এখানে অপেক্ষা করব?'

'না, কাজে যাও। সাদেকের মৃতদেহ ছাড়াবার ব্যবস্থা করো। এ মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রাখা প্রয়োজন। আমাদের পেশায় আবেগ বড় বিপজ্জনক, হিরণ। কথাটা মনে রেখো। প্রস্তুত থেকো। যে কোন সময়ে তোমাকে প্রয়োজন পড়তে পারে।'

'জ্বি। থাকব।'

'আমার আধঘণ্টা পর বের হবে তুমি।'

'আচ্ছা।'

বেরিয়ে পড়ল রানা। ধীর পায়ে হেঁটে পিয়াযযা সান্টা মারিয়ায় চলে এল। মাথার মধ্যে চিন্তার ঝড়। ট্যাক্সি নিয়ে হোটেলে ফিরে চলল ও। বিশ মিনিট পর হোটেলের সার্ভিস এন্ট্রান্সের খানিক দূরে ছেড়ে দিল ট্যাক্সি। চারদিকে নজর বুলিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে। স্যুইটে ঢুকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। ভাবল,

কেউ কি টের পেয়েছে ব্যাপারটা? না বোধহয়।

কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে পড়ল ও সাদেকের নোটবুক নিয়ে। কফির জন্যে ফোন করে ডুবে গেল ওটায়। একেবারে শেষদিকের কয়েকটা পাতায় ডি-ডে'র পাঁচ রথী সম্পর্কে আলাদা আলাদা নোটস রয়েছে দেখে আগ্রহী হয়ে উঠল রানা। কিন্তু দেখা গেল ওগুলো নতুন কিছু নয়। সাদেক এসব তথ্য ফ্যাক্সে জানিয়েছে ওকে।

যে সব আঁকিবুকির মধ্যে কিছু বার্তা আছে বলে মনে হলো, সেগুলো বড় দুর্বোধ্য ঠেকছে। তবু লেগে থাকল রানা। খানিকপর দরজায় মৃদু নকের আওয়াজ উঠতে নোটবুকটা সাঁৎ করে বালিশের তলায় গুঁজে ফেলল। 'কাম ইন!'

কফি নিয়ে এসেছে রুম সার্ভিস। রানাকে বিছানায় দেখে ট্রে বেডসাইড টেবিলের ওপর রেখে নীরবে চলে গেল সে। লোকটা বেরিয়ে যেতে সামনের দরজা ভেতর থেকে লক্ করে দিল ও। ফিরে এসে আবার লেগে পড়ল কাজে। এক পাতায় একটা ত্রিভুজ আঁকা দেখল ও। ত্রিভুজের তিন বাহুর বাইরের দিকে লেখা রয়েছে তিনটে নাম— লরেনযো কন্টি, হিউ মারসল্যান্ড এবং স্টাডস ম্যালোরি। ত্রিভুজের কেন্দ্রে বড় হাতের অক্ষরে লেখা 'L'। তার পাশে একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

নিচে একটা অস্পষ্ট নোটেশন। দেখে মনে হয় CH হবে হয়তো। কি হতে পারে? ভাবল রানা, সুইটজারল্যান্ডের গাড়ির লাইসেন্স প্লেটে অক্ষর দুটো কমন। কিন্তু শব্দ দুটো সেই অর্থে লেখা হয়নি নিশ্চই এখানে। তাহলে কি? সুইস ওবেরল্যান্ডের আলপাইন পর্বতের চূড়া জুংফ্রাউ? সংক্ষেপে ওটাকে CH বলে উল্লেখ করা হয়।

ওটার পিছনে অনেকক্ষণ মাথা ঘামিয়েও কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল না দেখে পাশের পাতায় নজর দিল রানা। ওটায় আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা আছে বড় হাতের 'R'। তারপরই লেখা 'স্পাই?' আরেকখানে দুটো 'AA' লেখা। পাশে বড় এক বিস্ময়চিহ্ন। তার অন্য পাশে লেখা রয়েছে 'DL'।

বোঝা গেল না কিছুই। ওটা রেখে সিলিঙের দিকে অপলক তাকিয়ে শুয়ে থাকল মাসুদ রানা। এক সময় আপনাআপনি বুজে এল দু'চোখ। ঘুমিয়ে পড়ল ও।

দুই

সাতটায় দ্বিতীয় দফা শাওয়ার-শেভ করে কন্টির পার্টিতে যাওয়ার জন্যে তৈরি হয়ে নিল রানা। নিজের টেক্সান পরিচয় ফুটিয়ে তোলার জন্যে পরল ব্লু জিনস্ ও জাঁকাল শার্ট। পায়ে দিল এলিগেটরের চামড়ার তৈরি হাফ বুট। রওনা

হওয়ার আগে কিনেছে এসব লন্ডন থেকে।

ঠিক সময়ে নিচতলার বিশাল মনযা রুমে এসে ঢুকল ও। চেহারায় কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা ড্যাম কেয়ার ভাব। প্রথমটা গ্যারি কার এ পরিবেশে সম্পূর্ণ নতুন বলে, দ্বিতীয়টা ও একজন তেল ব্যবসায়ী, প্রচুর টাকার মালিক বলে। যখন-তখন ডলারে আট অঙ্কের চেক যে ইস্যু করার ক্ষমতা রাখে, তার মধ্যে খানিকটা ড্যাম কেয়ার ভাব না থাকলে মানায় নাকি?

ভেতরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জটলা করছে কন্টির এক্জিকিউটিভরা, তাদের সহকারীরা। আর আছে প্রজাপতির মত রঙচঙে সাজে সেজে আসা একদল ডানা কাটা পরী। তাদের কলগুঞ্জনে গম গম করছে মনযা রুম। এক মেইটার ডি এগিয়ে এল রানার দিকে, সসম্ভ্রমে নড করে ব্যাঙ্কোয়েট টেবিলে বসার অনুরোধ জানাল। পাত্তা দিল না ও। প্রবেশপথের অনেকটা আগলে দাঁড়িয়ে থাকল। চেহারায় বিরক্তির আভাস।

দীর্ঘদেহী লালমুখো এক লোক এসে দাঁড়াল সামনে। লম্বায় যেমন, পাশেও তেমনি মানুষটা। ওজন চার মনের এক ছটাকও কম হবে না। মাথায় বড়সড় চকচকে টাক, নাকের নিচে দুই প্রান্ত খানিকটা করে ঝোলানো লাল গোঁফ। দেখতে ঠিক একজোড়া বাঁকানো হ্যান্ডেলবারের মত।

'গ্যারি কার?' রানাকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল লোকটা। যোগ করল, 'আমি হিউ মারসল্যান্ড। আপনি আসায় সত্যি খুব খুশি হয়েছি। আমরা হলের ওই প্রান্তে বসেছি,' ভীমের গদার মত মোটা, মাংসল একটা হাত নাড়ল লোকটা অনির্দিষ্ট লক্ষ্যের উদ্দেশে। 'আসুন, বসি গিয়ে।'

হিউর হাত ছেড়ে দিল রানা। হাত নয়, যেন বাতাস ভরা চ্যাপ্টা বেলুন ধরে ছিল ও এতক্ষণ। ঘিন্ ঘিন্ করে উঠল গায়ের মধ্যে। তবু মুখে জোর করে হাসির ভঙ্গি ফোটাল। 'শিওর। লেটস গো।'

হলের শেষ মাথায় বড় এক টেবিল ঘিরে বসে আছে লরেনযো কন্টি ও তার পার্টি। রানার সাথে তাদের একে একে পরিচয় করিয়ে দিল মারসল্যান্ড। পিয়েরো সিমকা বাদে ডি-ডে'র চার রথীই আছে এখানে। আর আছে ছবির মূল নায়ক, ব্রিটিশ অভিনেতা জন ট্রাভোল্টা ও ইটালিয়ান নায়িকা, তরুণ জেনারেশনের হার্ট থ্রব, লাস্যময়ী ক্যামিলা ক্যাভোর। মেয়েটিকে পূর্ণ প্রস্ফুটিত গোলাপ মনে হলো রানার।

সবার সাথে হাত মিলিয়ে কন্টির পাশের আসনে বসল ও। স্কচের অর্ডার দিয়ে সদ্য পরিচিতদের ওপর নজর বোলাতে লাগল। হেদায়েতুল ইসলাম বসেছে মুখোমুখি। তাকেই প্রথম মাপল ও। লোকটা খাটো। মাথা-মুখ প্রায় গোল। ঘাড় আছে বলে মনে হলো না। কাঁধের ওপর চেপে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যেন মাঝারি আকারের ফুটবলের মত গোল মাথাটা। খুব সম্ভব '৭২ সালে দৈনিক বাংলায় শেষবার এর ছবি দেখেছে রানা। ক্যাপশন ছিল: একে ধরিয়ে দিন। বয়সের সাথে মাথার চুল কমেছে হেদায়েতুল ইসলামের, দুই গালে চর্বিও জমেছে বেশ। এছাড়া বিশেষ কোন পরিবর্তন হয়নি।

স্কচে মৃদু সিপ করল ও, আরেকবার নজর বোলাল স্যার হিউ মারসল্যান্ডের ওপর। এর মুখও প্রায় গোল। হাসিখুশি, নিরীহ গোছের চেহারা সব মিলিয়ে। তবে চোখ দুটো অন্যরকম। একেবারে ঠাণ্ডা, অভিব্যক্তিহীন। স্টেইনলেস স্টীল-গ্রে রঙের একজোড়া মার্বেল। মুখের-গালের পেশীর সাথে যেন কোন সংশ্রব নেই ও দুটোর, যত প্রশস্তই হোক, ওই পর্যন্ত পৌঁছায় না হাসি। দেহের কাঠামো দানবীয়।

লরেনযো কন্টি ঠিক তার উল্টো। খাটো, বজড়োর পাঁচ ফুট চার হবে। হালকা-পাতলা গড়ন। চেহারা অভিজাত টাইপের। মাথায় ঘন, কুচকুচে কালো চুল। ক্লীন শেভড্। তামাটে মুখের ওপর খাড়া নাক। অভিজাত ইটালিয়ান ধাঁচে ছাঁটা গ্রে ল্যাভেন্ডার মোহায়ের স্যুট পরে আছে কন্টি। গায়ে ফ্যাকাসে সবুজ সিল্ক নিট টার্টেলনেক। বাঁ কব্জিতে সোনার রোলেক্স অয়েস্টার।

আমেরিকান প্রযোজক-পরিচালক স্টাডস ম্যালোরি হিউ মারসল্যান্ডের মত প্রকাণ্ডদেহী মানুষ। পরে আছে দামী পশমী টুইডের কমপ্লিট। কিন্তু তাতে বরং বাজে লাগছে তাকে দেখতে। ময়ূরের পেখমধারী দাঁড়কাকের মত দেখাচ্ছে। চেহারা ভীষণরকম আনইম্প্রেসিভ। মুখটা লম্বাটে, বাঁ গালে লম্বা একটা কাটা দাগ। হাসলে বাংলা পাঁচের মত হয়ে যায় চেহারা। চাউনি নিষ্প্রভ, হালকা নীল। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলারের মালিক হয়েও ব্যাটা গালের বিচ্ছিরি দাগটা কেন প্লাস্টিক সার্জারি করে শুধরে নেয়নি, ভেবে পেল না মাসুদ রানা।

পিয়েরো সিমকা কোথায় জিজ্ঞেস করবে কি না ভাবল একবার, পরক্ষণে বাতিল করে দিল চিন্তাটা। জন ট্রাভোল্টার দিকে তাকাল। সত্তর দশকের শেষদিকে যেমন এক লাফে খ্যাতির শিখরে উঠে বসেছিল, দুই হাজার সালের দোরগোড়ায় পৌঁছেও প্রায় সেখানেই বসে আছে মানুষটা। চওড়া কাঠামোর গাট্টাগোট্টা গড়ন। চৌকো মুখ। কথায়-আচরণে নিতান্ত ভদ্রলোক।

সবশেষে ক্যামিলা ক্যাভোরের ওপর চোখ বোলাল রানা। আকারে ছোটখাট। অপরূপা। তীক্ষ্ণ নাক, নীল আর সবুজের মাঝামাঝি চোখের রঙ। ঘন বাদামী চুল ঘাড়ের কাছে হলুদ ভেলভেট রিবন দিয়ে পনি টেইল করে বেঁধেছে। পরনের হালকা নীল জার্সি ড্রেসে অদ্ভুতরকম কমনীয় লাগছে দেখতে। চোখাচোখি হলো ওর ক্যামিলার সাথে। মৃদু হাসি দিল হার্ট থ্রব, জবাবে রানাও হাসল ঠোঁট টিপে।

ও ভেবেছিল অল্প সময়ের মধ্যে হল ভরে যাবে, কিন্তু তা হলো না। অতিথিদের সংখ্যা একই থাকল। হঠাৎ সন্দেহ জাগল রানার মনে, পার্টির আয়োজন কি কন্টি সত্যিই আগে করেছিল, না হঠাৎ? পরিকল্পনা আগের হলে আর অতিথি কই? উপস্থিত মাথার সংখ্যা অনুমান করার চেষ্টা করল রানা। চল্লিশ কি বড়জোর পঁয়তাল্লিশ, এর বেশি কিছুতেই হবে না। মানাচ্ছে না।

পালা করে ডি-ডে'র চার রথীকে দেখল ক্যামিলা। চাউনিতে ধৈর্যচ্যুতির আভাস। 'ব্যাপার কি, কন্টি? সিমকা কখন আসবে?'

'এই তো, এসে পড়বে এখনই,' জবাব দিল লোকটা।

'সে না হয় নেই, তোমরাও কি নেই নাকি?'

'মানে?'

'নতুন এক ভদ্রলোককে পাশে বসিয়ে সবাই মুখে তালা মেরে আছ, এ কেমন কথা?' ঝাঁঝ ফুটল মেয়েটির বলার ঢঙে।

'না, মানে...'

'মানে আবার কি? সেনিয়র কারের টাকা না হয় না-ই নিলে, তার সাথে দুটো কথা অন্তত বলো!'

কন্টি আর হিউ মনে হলো সত্যি সত্যি লজ্জা পেয়েছে। 'সত্যি,' বলে উঠল হিউ মারসল্যান্ড। 'বড় অন্যায় হয়ে গেছে, মিস্টার কার। মানে...'

'আমি কিছু মনে করিনি,' বলল রানা। 'আসলে এখানকার পরিবেশের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে এতই ব্যস্ত ছিলাম যে ব্যাপারটা খেয়ালই করিনি।'

প্রথমে রানা, পরে মারসল্যান্ডের দিকে তাকাল স্টাডস ম্যালোরি। কয়েকবার পিটপিট্ করে উঠল তার চোখ। 'টাকার বিষয়টা কি?'

টাক মাথা দোলাল স্যার হিউ। 'মিস্টার গ্যারি আমাদের ছবিতে পুঁজি খাটাতে চাইছেন। আমাদের দু'জনের,' মাথা দুলিয়ে কন্টিকে দেখাল সে। 'খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু পাঠিয়েছেন একে আমাদের কাছে।'

'আই সী!' আনমনে গালের কাটা দাগটা চুলকাল প্রযোজক-পরিচালক। 'কিন্তু আমাদের ফান্ড তো বোধহয় অ্যারেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল লরেনযো কন্টি। 'বাজেটের চেয়ে এক মিলিয়ন বেশিই হয়ে গেছে বরং। দেরি আর মানি ইনফ্লেশনের কথা ভেবে এই বাড়তি টাকাটা জোগাড় করা হয়েছে।'

'আমার দুর্ভাগ্য,' বলল রানা। 'এত নামকরা এক ছবিতে সুযোগ পেলে আমার শেষ ডলারটিও বিনিয়োগ করতাম আমি খুশি মনে। কিন্তু কি আর করা! ভাগ্যে নেই।'

নড়েচড়ে বসল ক্যামিলা। 'ব্যাপারটা খুব খারাপ হয়ে গেল, কন্টি,' মাথা দোলাল দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে। 'সেনিয়র কার আমাদের সাথে থাকার সুযোগ পেলে খুশি হতাম আমি। এইমাত্র ভদ্রলোকের সাথে পরিচয় হলো আমার, তোমরাই করিয়ে দিলে, আবার এখন তোমরাই বেচারীকে ভাগিয়ে দিতে চাইছ, মনটা খারাপ হয়ে গেল। তোমরা জানো নিশ্চই আমার মন খারাপ থাকলে অভিনয়ের মূড ভাল আসে না। তা যদি আবার বেশি খারাপ হয়,' থেমে কাঁধ শ্রাগ করল সে, ঠোঁটের কোণে দুষ্টুমির হাসি। 'তাহলে তো বোঝোই। ডিলে, রিটেক, ডাক্তার, ইঞ্জেকশন, আরও কত কি!'

'ধন্যবাদ, মিস ক্যাভোর,' বলল রানা।

'শুধু ক্যামিলা, প্লীজ,' হাসি মুখে গ্রীবা দোলাল সে।

'কিন্তু, ক্যামিলা, মাই ডার্লিং,' প্রতিবাদের সুরে বলে উঠল স্টাডস ম্যালোরি। 'তুমি তো জানো বাড়তি...'

'বুঝেছি,' ফোঁস করে কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি। 'মন সত্যি খারাপ হয়ে যাবে এবার আমার। হয়তো দীর্ঘ সময়ের জন্যে, কে জানে!'

সশব্দে হেসে উঠল জন ট্রাভোল্টা। মাথা ঝাঁকাল রানার উদ্দেশে। 'আপনার সৌভাগ্যকে রীতিমত হিংসে হচ্ছে আমার, মিস্টার কার।'

ঠোঁট টিপে হাসল ও। 'এত সৌভাগ্য আমার, আমারই বিশ্বাস হয় না।'

'ক্যামিলা ডার্লিং,' বলল কন্টি। 'অপরিণতদের মত এখনই অসুস্থ হয়ে পোড়ো না যেন দয়া করে। আমি এখনও ফাইন্যাল মত জানাইনি এ ব্যাপারে। সেনিয়র কারকে অ্যাকোমোডেট করা কঠিন, কিন্তু একেবারে অসম্ভব এমন কথা তো বলিনি আমি। তাছাড়া টাকা সব জোগাড় হয়নি এখনও। যা হয়েছে, মুখে মুখে হয়েছে। সিমকা আসুক, আলাপ করি ওর সাথে, তারপর দেখা যাবে। তুমি জানো এ ছবির অর্ধেক ফান্ড ও জোগাচ্ছে। ওর সুইস ব্যাঙ্ক কবে নাগাদ...'

লোকটার বাকি কথা শোনা হলো না রানার। সুইস ব্যাঙ্ক কথাটা কানে যাওয়ামাত্র অন্য চিন্তা মাথায় ঢুকে অন্যমনস্ক করে তুলেছে ওকে। CH বলতে কি সুইস ব্যাঙ্কের কথা...তাহলে 'L' কি? কন্টির হাঁক শুনে সচকিত হলো ও।

'কে জানে কখন আসবে!' বলল সে কারও প্রশ্নের জবাবে। 'সিমকার কোন কাজের হাতামাথা পাই না আমি। দেখো গিয়ে হয়তো সিনেটে তাস পেটাচ্ছে মন্ত্রীদের সাথে। নয়ত নিজের সুবিধের জন্যে নতুন আইন তৈরির খসড়া প্রস্তাব গেলাচ্ছে তাদের।'

'অথবা আইন ভাঙার আইন তৈরির খসড়া,' মন্তব্য করল ক্যামিলা। 'দেশের মন্ত্রীরা তো সিমকার কথাতেই ওঠে-বসে। যে আইনের খসড়াই...'

'নাউ, নাউ,' পিতৃসুলভ ভঙ্গিতে তার পিঠ চাপড়ে দিল স্যার হিউ। 'এসব শুনলে আমাদের সম্পর্কে মিস্টার গ্যারির ভুল ধারণা জন্মাতে পারে, ডার্লিং।'

ক্রমে আরও এক ঘণ্টা কাটল, পাত্তা নেই পিয়েরো সিমকার। অবশেষে ধৈর্য হারাল কন্টি। ডিনারের জন্যে এয়ারপোর্টের কাছে এক কান্ট্রিসাইড রেস্টুরেন্ট বুক করেছে সে, তথ্যটা জানাল রানাকে। 'আর খিদে সহ্য করতে পারছি না। সিমকার দেখা নেই। আমরা যাই চলুন। রেস্টুরেন্টের কাছেই আমাদের ওয়্যারহাউস। খাওয়া শেষে ওখানে ঢুঁ মেরে আসা যাবে। ছবির জন্যে কি ধরনের যন্ত্রপাতি জোগাড় করেছি আমরা দেখে আসবেন।'

এক কথায় রাজি হয়ে গেল ও। পার্টির সমাপ্তি ঘোষণা করল লরেনযো কন্টি, অতিথিদের হোটেলের পোর্চে অপেক্ষমাণ গাড়িতে ওঠার অনুরোধ জানাল। ওখানে এক সারিতে ছয়টা দীর্ঘ লিমুজিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। হোটেলের সামনের স্পেস প্রায় পুরোটাই দখল করে রেখেছে ওগুলো। প্রথমটার পিছনের সীটে উঠল রানা, ক্যামিলা ও জন ট্রাভোল্টা। কন্টি ও স্যার হিউ ওদের মুখোমুখি জাম্প সীটে বসল। স্টাডস ম্যালোরি শোফারের পাশে।

ওদের পিছন পিছন অন্য পাঁচ লিমুজিনও বেরিয়ে এল অতিথিদের নিয়ে। ফিউমিসিনোর দিকে ছুটে চলল শোভাযাত্রা। ঝাড়া পঁচিশ মিনিট পর পৌঁছল

ওরা জায়গামত। রাজকীয় খানাপিনার শেষ পর্যায়ে রেস্টুরেন্টের দোরগোড়ায় দাঁড়ানো ম্যানেজারকে তটস্থ হয়ে উঠতে দেখল রানা। কাকে যেন ঘন ঘন বাউ করছে লোকটা। পিছিয়ে আসছে এক পা এক পা করে।

'সিমকা,' ওকে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল লরেনযো কন্টি। 'আমাদের লিটল মাস্টার।'

প্রায় সাথে সাথে ভেতরে এসে দাঁড়াল পিয়েরো সিমকা। তাকে দেখে এতই তাজ্জব হয়ে গেল রানা যে কয়েক মুহূর্তের জন্যে মুখ নাড়া বন্ধই হয়ে গেল। লোকটা বামুন, তা ও জানত। কিন্তু তাই বলে এই সাইজ? পায়ে চার আঙুল উঁচু হিলের জুতো পরা অবস্থায়ও খুব বেশি হলে চার ফুট হবে সে। হাতে হাতির দাঁতের হাতলওয়ালা দামী ছড়ি, ষোলো ইঞ্চির এক চুল বড় হবে না সেটা। এত খাটো পূর্ণ বয়স্ক মানুষ সম্ভবত জীবনে এই প্রথম দেখল মাসুদ রানা।

পুতুলের মত হাত-পা তার। মাথায় ছোট করে ছাঁটা লালচে চুল। কমপ্লিট স্যুট পরে আছে। সসম্মানে ওদের টেবিলে নিয়ে এল তাকে ম্যানেজার। ততক্ষণে এক চেয়ারে দুটো পুরু কুশনের সাহায্যে আসন তৈরি করা হয়েছে তার জন্যে। অন্যদের দেখাদেখি রানাও খাওয়া ছেড়ে উঠল লোকটার সাথে হাত মেলাবার জন্যে।

'আপনার সাথে পরিচিত হতে পেরে খুশি হলাম, সেনিয়র গ্যারি,' পিচ্চি হাতে ওর হাত ঝাঁকিয়ে বলল সিমকা। 'বসুন, প্লীজ। সবাই বসুন, খাওয়া উপভোগ করুন।'

চমৎকার ইংরেজি বলে লোকটা, একদম সাবলীল। তবে শিক্ষিত ইটালিয়ানদের শতকরা নিরানব্বইজনের ইংরেজি ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টেড হলেও এ লোকের অ্যাকসেন্ট আমেরিকান। আকার-গঠন যাই হোক, মানুষটার চারপাশের বলয়ে যে অত্যন্ত অশুভ কিছু একটা আছে, টের পেতে দেরি হলো না ওর।

তার খুদে দেহের ভেতরেও আছে অশুভ কিছু। অবাক হয়ে লক্ষ করল রানা, প্রায় ওদের সমানই খেল সে। হাসল ও মনে মনে। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি আর কাকে বলে? ওইটুকুন পেটের ভেতরে কোথায় যায় এত খাবার?

এক সময় খানাপিনা শেষ হলো। সাধারণ এটা-ওটা নিয়ে রানার সাথে আলাপ শুরু করল সিমকা। খানিক পর মোড় ঘুরিয়ে দিল, ওর টাকা-পয়সা কি পরিমাণ আছে, তা নিয়ে অনুসন্ধানী জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। অন্যরা নীরবে শুনছে।

'কিন্তু আপনাদের ব্যাঙ্কিং সিস্টেম আমার পছন্দ নয়, সেনিয়র কার,' রানার কথার পিঠে বলে উঠল কন্টি। 'বড়সড় অঙ্ক ট্র্যান্সফার করা ভীষণ কষ্টকর।'

'ঠিক,' মাথা দুলিয়ে সায় দিল ও। 'এই জন্যেই সবসময় এক্সট্রা বিশ-পঁচিশ মিলিয়ন ডলার অন্য দেশে মজুত রাখি আমি।'

'তাই?' ঝুঁকে এল পিয়েরো সিমকা। 'কোন দেশে?'

'নাসাউ।'

'হুঁম!' বলল স্যার হিউ মারসল্যান্ড। 'ওদের সিস্টেম সত্যি ভাল। অঙ্ক যত বড়ই হোক, কুইক উইথড্রলে কোন সমস্যা হয় না। ভেরি সেনসিবল অ্যারেঞ্জমেন্ট।'

'আমি কিন্তু স্লো উইথড্রল পছন্দ করি, গ্যারি,' ওর কানের কাছে মুখ এনে চাপা গলায় বলল ক্যামিলা ক্যাভোর। মুখে ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি।

'আমিও ওখানে টাকা রাখি,' বলে উঠল স্টাডস ম্যালোরি। 'নিজের দেশে জমা রেখে অনেক ভুগেছি।'

'আমার দেশেও একই অবস্থা,' মন্তব্য করল হিউ।

আনমনে মাথা ঝাঁকাল সিমকা। 'আপনি তাহলে ইনভেস্ট করতে চান উ-ডে'তে?'

'হ্যাঁ,' ওর হয়ে জবাব দিল ক্যামিলা। 'দেখো, এঁকে টীমে না নিলে আমি কিন্তু মনে খুব কষ্ট পাব, পিয়েরো।'

হাসি ফুটল লোকটার মুখে। 'তোমাকে কষ্ট দেব আমি? পাগল নাকি? তোমার মত সুন্দরীর মন দখলে রাখতে যে কেউ পাহাড় সরাতেও পিছ পা হবে না। কিন্তু আমার যে সাইজ, ও কাজ তো সম্ভব হবে না আমাকে দিয়ে। তাই ভাবছি, উঁম! রাখো, আরেকটু ভাবতে দাও।'

সত্যি সত্যি চোখ বুজে ভাবতে বসল পিয়েরো সিমকা। নারকেল সাইজের মাথাটা ডানে-বাঁয়ে, ওপরে-নিচে করছে। দু'মিনিট পর চোখ মেলল সে। 'গোল্লায় যাক্ আর্জেন্টাইন শালা!'

'তার মানে?' জানতে চাইল মেয়েটি।

'শব্দ করে ভাবছিলাম। বুয়েনস আইরেসের এক পয়সাওয়ালা গর্দভকে পাঁচ মিলিয়ন বিনিয়োগের সুযোগ দেয়ার কথা ছিল না, কন্টি?'

'হ্যাঁ,' সায় দিল সে।

'চুক্তিপত্রে সই হওয়া বাকি আছে, কেমন?'

'হ্যাঁ। দু'দিন পর সই হওয়ার কথা।'

'ও ব্যাটা বাদ। ওর জায়গায় সেনিয়র গ্যারিকে নেব আমরা।'

'নাউ, নাউ,' আহাম্মকের দৃষ্টিতে কন্টির দিকে তাকিয়ে থাকল স্যার হিউ। 'কথাটা একবারও আমাদের কারও মাথায় এল না কেন, কন্টি?' আর্তনাদ করে উঠল সে। 'ঠক্' করে গাঁট্টা মেরে বসল নিজের মাথায়। 'ইস্!'

চেহারায় সন্তুষ্টি ফোটাল রানা। 'আপনি বলছেন, কাজটা সম্ভব হবে? মানে...'

'হবে মানে?' ভুরু নাচাল বামুন। 'হয়ে গেছে অলরেডি।' ডানহাত বাড়াল সে। 'কামন, শেক অন ইট।'

হাত মেলাল ও। 'ধন্যবাদ।'

'খুশি?' ক্যামিলার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল সিমকা। 'ডিয়ার কন্টি, চুক্তি-টুক্তি কাল বা পরশু হবে, কি বলো? আজ আর ওসব নয়। আজকের

রাতটা আমরা শুধুই উপভোগ করব, রাইট?'

'রাইট।'

'রাইট হো!' বিস্ফোরিত হলো স্যার হিউ।

মুখ রানার কানের কাছে এগিয়ে আনল ক্যামিলা ক্যাভোর। 'তোমাকে দলে পেয়ে আমি খুব খুশি, বেবি ডল।'

হেদায়েতুল ইসলামকে দেখল রানা। চুপ করে বসে আছে টেবিলের এক মাথায়। কি যেন ভাবছে। অন্যদেরকেও দেখল এক এক করে। এদের মধ্যে কার নির্দেশে হত্যা করা হয়েছে সাদেককে, ভাবছে।

একটু পর উঠে পড়ল সবাই, রওনা হলো কন্টির ওয়্যারহাউসের উদ্দেশে। অন্ধকার গাড়িতে রানার গায়ের সাথে সেঁটে বসে থাকল ক্যামিলা। নাকে তার গায়ের মিষ্টি সুবাস পেল ও। 'এত করলাম তোমার জন্যে,' বলল ক্যামিলা চাপা গলায়। 'অথচ একটা ধন্যবাদও জানালে না তুমি, গ্যারি।'

তার হাতে মৃদু চাপ দিল ও। 'আমি শুকনো ধন্যবাদে বিশ্বাসী নই, ক্যামিলা, তাই জানাইনি। অপেক্ষা করো। সময়মত জানাব।'

'আচ্ছা,' আরও নিবিড় হয়ে এল মেয়েটি। এক হাত রাখল ওর উরুর ওপর।

মনটা অন্যদিকে ব্যস্ত রাখার চেষ্টা করল রানা। রাত হয়ে গেছে বেশ। আজ আর দেখা করা সম্ভব নয় সাদেকের বান্ধবীর সাথে। ডিনার এড়ানো গেলে করা যেত, কিন্তু ইচ্ছে করেই ও তা করেনি। এদের সবার সাথে পরিচিত হওয়া জরুরী ছিল।

সাদেকের মৃতদেহ মর্গ থেকে ছাড় করা হয়েছে কি না ভাবল ও। দেশে পাঠাতে হবে ওটা। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল রানা। কান্ট্রিসাইড হাইওয়ে ধরে হাঁ-হাঁ করে ছুটে চলেছে লিমুজিন। বাইরে অন্ধকার। দূরে গাছপালার আউটলাইন দেখা যায় আবছাভাবে।

সেদিকে তাকিয়ে আছে ও আনমনে। সাদেকের কথা ভাবছে। তার নোটবুকটার কথা ভাবছে।

এয়ারপোর্ট ছাড়িয়ে আরও খানিকটা গিয়ে ডানে ঘুরল গাড়ির বহর। এক প্রাইভেট রোডে পড়ল। তিন মিনিট পর গতি কমে এল চলার। সামনে তাকিয়ে উঁচু তারকাঁটার ফেন্স ঘেরা বিশাল এক কমপ্লেক্স দেখতে পেল রানা।

প্রায় তিন মানুষ সমান উঁচু হবে ফেন্স। ভেতরদিকে বিশ-পঁচিশ গজ পরপর বৈদ্যুতিক পোল, আলো জ্বলছে প্রতিটিতে। আরও ভেতরে অনেকখানি জায়গা নিয়ে দৈত্যাকার তিনটে ওয়্যারহাউস। ওগুলোর প্রবেশ পথেও আলো জ্বলছে। প্রশস্ত এক গেটের সামনে থেমে পড়ল ওদের লিমো। গেটের দুই দিকে দুই গার্ড পোস্ট। ডানদিকেরটার পিছনে, গজ পঁচিশেক তফাতে বড়সড় প্রিন্সিপল গার্ড স্টেশন। ঝলমল করছে আলোয়।

ভেতরে এক আর্মি অফিসারকে দেখা গেল ফোনে কথা বলছে। গেটের দুই পাথরমুখো গার্ড এগিয়ে এল, হাতে কারবাইন প্রস্তুত। ঝুঁকে ভেতরে নজর

বোলাল তারা। পিয়েরো সিমকার ওপর নজর পড়তে মুখের পাথর সরে গেল লোক দুটোর, শ্রদ্ধা আর বিনয় ফুটল সেখানে।

ততক্ষণে অফিসারও বেরিয়ে এসেছে স্টেশন থেকে। জোর পায়ে ওদের গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল সে। ভেতরে দেখল। পরক্ষণে মহাব্যস্ত হয়ে উঠল, গেট খুলতে দেরি করে ফেলায় ধমকধামক মারতে শুরু করে দিল গার্ডদের। দৌড়ে গিয়ে একজন খুলে দিল গেট। অফিসারের উদ্দেশে ছোট্ট করে নড করল পিয়েরো সিমকা। কম্পাউন্ডে ঢুকে পড়ল গাড়ির বহর। মাঝখানের ওয়্যারহাউসের সামনে মৃদু দোল খেয়ে থামল।

'আসুন,' বলে উঠল সিমকা। 'নামা যাক। লরেনযো কন্টির বিমান ভাণ্ডার দেখে আসি।'

কাছেই কোথাও কুকুরের পিলে চমকানো হাঁক শুনে ঘুরে তাকাল রানা। ফেন্সের কাছে হাঁটাহাঁটি করছে এক সশস্ত্র গার্ড, তার বাঁ হাতে ধরা শেকলে বাঁধা রয়েছে প্রকাণ্ড এক কুকুর। এতক্ষণ মুক্ত ছিল, অতিথিদের দেখে আটকে দিয়েছে গার্ড, পছন্দ হয়নি। আরও কয়েকটা হাঁক ছাড়ল ওটা। চাপা ধমক লাগাল গার্ড।

প্রায় নিঃশব্দে দু'দিকে সরে যেতে শুরু করল ওয়্যারহাউসের দুই পাল্লার গেট। দুই আর্মি গার্ড ঠেলে সরাচ্ছে। ভেতরে অনেক উঁচুতে তারের মাথায় ঝুলছে বেশ কিছু শক্তিশালী বাল্ব। সে আলোয় যা দেখল রানা, বিশ্বাস করতে চাইল না মন।

ভেতরের অর্ধেকেরও বেশি ফ্লোর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে অজস্র ঝকঝকে ফাইটার, বম্বার। ডি-ন্ডে'র এয়ার ফোর্সের একাংশ। ডামি নয়, একদম আসল জিনিস। চারটে বি-ফিফটি টু-র ওপর চোখ পড়ল রানার, এক কোণে গ্রীবা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে একেবারে লেটেস্ট মডেলের ছয়টা হুক বিমান, ওগুলোর পিছনে দুটো টর্নেডো ও ছয়টা লিনক্স কপ্টার। সবগুলো ব্রিটিশ এবং একেবারে লেটেস্ট। কয়েকটা ফ্যান্টম জেট ফাইটার ও স্যাবর জেটও দেখা গেল পিছন দিকে।

মাথা ঝুঁকিয়ে নাটুকে ভঙ্গিতে সবাইকে ভেতরে যাওয়ার আহ্বান জানাল নাটকু সিমকা। 'আমাদের ফ্যান্টাসির রাজ্যে স্বাগতম।'

সামনের দৃশ্য দেখে বিস্ময়ে বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেল অতিথিদের। চেহারা দেখে মনে হয় বুঝি নিঃশ্বাস ফেলতেও ভুলে গেছে মানুষগুলো। হাঁ করে তাকিয়ে আছে সামনে। 'কেমন দেখছেন, সেনিয়র?' রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল লরেনযো কন্টি।

জবাব দিল না ও, হাসির ভঙ্গি করে মাথা ঝাঁকাল। আরেকদিকে সার দিয়ে রাখা বেশ কিছু আমেরিকান ফাইটার-বম্বারের দিকে তাকাল। রাশিয়ানও আছে কিছু। আজব ব্যাপার যে প্রায় সবগুলোই লেটেস্ট মডেলের। মার্কিন বিমানগুলোর মধ্যে দুটোকে এর আগে কখনও দেখেনি রানা। এমনকি ছবি পর্যন্ত না। কেউ না বললেও বুঝতে অসুবিধে হয় না যে ওগুলোর কোন কোনটা ক্লাসিফায়েড তালিকায় রয়েছে এখনও। অস্বস্তি লেগে উঠল ওর।

একে একে সিমকা, কন্টি, হিউ, ম্যালোরি ও হেদায়েতুল ইসলামকে দেখল রানা। প্রথম তিনজনের চেহারা ঝলমল করছে খুশিতে। অতিথিদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে তারা বিমান-কপ্টার। ভেতরে টগবগ করে ফুটছে যেন। সবচেয়ে বেশি খুশি মনে হচ্ছে পিয়েরো সিমকাকে। হাঁটছে না লোকটা, ছাগলের বাচ্চার মত লাফাচ্ছে। ম্যালোরি ও হেদায়েত একটু তফাতে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে কিছু।

'কি সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড!' রানার পাশ থেকে বলে উঠল ক্যামিলা ক্যাভোর। 'এত কিছু!'

রানা কিছু বলার আগেই ঘুরে দাঁড়াল সিমকা। মন্তব্যটা কানে গেছে তার। ছড়ি দোলাতে দোলাতে প্রায় ছুটে এল লোকটা। 'ইয়েস, ডার্লিং! সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডই বলতে পারো। কেমন দেখছেন, সেনিয়র?' রানাকে প্রশ্ন করল।

'এক কথায় অবিশ্বাস্য!' বলল ও। 'আই অ্যাম ইমপ্রেস্‌ড্‌।'

সন্তুষ্টি ফুটল লোকটার মুখে। 'এসব জোগাড় করতে কাঠখড় কম পোড়াতে হয়নি আমাদের। প্রচুর খাটতে হয়েছে।'

'খুব স্বাভাবিক।'

'কল্পনা করুন, এর কোন একটা আচমকা উদয় হলো ওয়াশিংটন ডি.সি'র আকাশে, গায়ে রুশ মার্কিংসহ,' মাথা দোলাল মানুষটা। 'একই সময় আরেকটা মার্কিন সাইনওয়ালা প্লেন হাজির হলো গিয়ে মস্কো অথবা সেইন্ট পিটার্সবার্গের ওপর। কেমন হবে?'

'অথবা ব্রিটিশ মার্কিংসহ একটা বেইজিঙের আকাশে?' পাশ থেকে বলে উঠল স্যার হিউ মারসল্যান্ড। 'চিন্তা করুন, কি ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া ঘটাবে এই তিন ঘটনা। এরপর কত দ্রুত ধ্বংস হয়ে যাবে সভ্যতা, ভাবুন একবার।'

'এটাই আমাদর ডি-ডে'র কাহিনী,' বলল সিমকা। 'আমরা দেখাব যুদ্ধের ছবি কাকে বলে। ডি-ডে'র কাছে আর সমস্ত যুদ্ধের ছবিকে মনে হবে বুঝি শার্লি টেম্পলের কমেডি।'

'মেসেজ পিকচার,' মন্তব্য করল ক্যামিলা। রানার দিকে তাকাল। 'কাহিনীটা হোটেলে ফিরে শোনাব তোমাকে।'

আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল স্যার হিউ। দুই কোমরে হাত রেখে মুখ ওপরমুখো হাসছে দানব, পিঠ বাঁকা হয়ে আছে। ভুঁড়ি দুলছে প্রবলবেগে। তার ভরাট, প্রাণখোলা হাসি বিশাল ওয়্যারহাউসে বিকট প্রতিধ্বনি তুলছে। এক সময় থামল সে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের কোণে জমে ওঠা পানি মুছল। 'হ্যাঁ, মেসেজ পিকচার। সভ্যতার চিহ্নহীন মৃত বিশ্বের প্রতি।'

'ও আসলে বলতে চাইছে,' দ্রুত বলে উঠল সিমকা। 'মেসেজ মুভিই, তবে বিশেষ এক মেসেজ। নানান সমস্যায় জর্জরিত বর্তমান বিশ্ব যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধাক্কা সামাল দিতে পারবে না, সেটাই ডি-ডে'র মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করব আমরা। আসল কথা ডিসআর্মামেন্টের কথা নতুন করে ভাবতে বাধ্য করব আমরা সব দেশকে। ইউ নো, ছোট ছোট দেশগুলোও আজ এমন

সব মারাত্মক অস্ত্র মজুত করেছে, যা দিয়ে যে কোন মুহূর্তে যা-তা ঘটিয়ে দেয়া সম্ভব।'

'ফিল্‌ম্ কোম্পানির হাতেও তো প্রচুর মজুত আছে দেখছি,' হেসে মন্তব্য করল রানা।

'তা বটে। কিন্তু মজুত না করে উপায় কি? ছবির কিছু কিছু দৃশ্যে যাতে বাস্তবতার ছোঁয়া থাকে, সে জন্যে এসব হার্ডওয়্যার জোগাড় করতে হয়েছে আমাদের, বুঝলেন? কিছু ক্লোজ শটের কাজে প্রয়োজন হবে এসব, যেমন টেক অফ, ল্যান্ডিঙ ইত্যাদি। বাকি দৃশ্য নেয়া হবে মিনিয়েচার, খেলনার সাহায্যে। খেলনা শহর, মানুষ, সমরাস্ত্র, এইসব আর কি! তবে ডি-ডে'র সবকিছুই যে একেবারে জীবন্ত হবে, সে ব্যাপারে আপনাকে নিশ্চয়তা দিতে পারি আমি, সেনিয়র কার। কম্পিউটরের সাহায্যে সম্ভব করে তোলা হবে সে সব।'

হাত তুলে হেদায়েতুল ইসলামকে দেখাল সিমকা। 'সে কাজে আমাদের সাহায্য করবে এই মানুষটি। আমাদের বিশিষ্ট বন্ধু, ইজল্যাম (ইসলাম)। একে আপনি কম্পিউটরের জাদুকরও বলতে পারেন।'

'আই সী!'

'ধরুন নিউ ইয়র্ক, মস্কো বা লন্ডন, আকাশ থেকে বোমা বর্ষণ করে এর যে কোন একটিকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া, অথবা কোন দেশের পারমাণবিক অস্ত্র ভাণ্ডার উড়িয়ে দেয়া, সবই করতে সক্ষম আমাদের এই বন্ধুটি। শুধু প্রোগ্রাম ফীড-ইন কন্ট্রোলে ইনসার্ট করতে হবে, ব্যস্।'

দু'পা এগিয়ে এল ম্যালোরি। 'অর্থাৎ পরিচালক না হলেও কাজ চলবে তোমাদের, তাই বলতে চাইছ, সিমকা?' কৃত্রিম হতাশা ফোটাল চেহারায়। 'তাহলে বোধহয় দেশে ফিরে যাওয়াই ভাল আমার।'

'না হে,' মাথা দোলাল স্যার হিউ। 'এ কাজে তোমাকেই সবচে' আগে প্রয়োজন আমাদের। ভুলে যেয়ো না, কম্পিউটরের ডাটা ফার্নিশ করার কাজটা তোমার। ওটা আগে, এবং সে জন্যে তোমার মত মাস্টারমাইন্ড প্রোগ্রামার প্রয়োজন।'

'যাক্,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ম্যালোরি। 'এখনই তাহলে প্লেন-ভাড়া জোগাড়ের কথা ভাবতে হবে না আমাকে। খুশি হলাম শুনে।'

খুক্ করে কেশে উঠল ক্যামিলা। 'এবার ফেরা উচিত আমাদের।' পরনের পাতলা ড্রেসটা দেখাল। 'শীত করছে আমার। রাতও হয়েছে অনেক।'

'ঠিক বলেছ, মাই ডিয়ার,' বলল সিমকা। 'আমার বুড়ো হাড়েও ঠাণ্ডা লাগছে। তুমি বরং সেনিয়র গ্যারির কাছাকাছি থাকো। আফটার অল ইয়াংম্যান, খানিকটা উষ্ণতা দিতে পারবেন তোমাকে।'

ফিরতি পথ ধরল ওরা। সিমকার পরামর্শ অনুযায়ীই হবে হয়তো, সারাপথ রানার গায়ের সাথে লেপ্‌টে থাকল ক্যামিলা। হোটেলে ফিরে পিছু নিয়েছিল ওর স্যুইটে যাওয়ার জন্যে, কিন্তু মাথা ব্যথার কথা বলে কাটিয়ে দিল রানা।

বেডরূমে চলে এল। সাড়ে বারোটা বাজে।

সাদেকের বান্ধবীর সাথে দেখা করতে যেতে হবে। রাত আরও গভীর হোক। ইউনিটের সবাই ঘুমাক, তারপর বের হবে। বালিশের তলায় রেখে যাওয়া ব্রীফকেসটা বের করল রানা। এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপারটা ধরা পড়ল চোখে। ডালার বাঁ দিকে নেই জিনিসটা। একটা চুল গুঁজে রেখে গিয়েছিল ও, এখন নেই। তার মানে কেউ এসেছিল এ ঘরে!

দ্রুত স্যুইট চেক করল রানা। বাথরূম চেক করল। তারপর আবার বসল কেসটা নিয়ে। ভেতরের সব ঠিকই আছে দেখা গেল, খোয়া যায়নি কিছু। লোকটা যে-ই হয়ে থাকুক, এসব কাজে তেমন এক্সপার্ট নয়। কারণ নিচের ফলস্ বটম চোখ এড়িয়ে গেছে তার। ভেতরের কাগজপত্র ইত্যাদি চেক করে নিশ্চিত হলো ও, ঠিকই আছে। কারও হাত পড়েনি এখানে।

কিন্তু··· কে এসেছিল? কেন? ওর পরিচয় কি ফাঁস হয়ে গেছে? কি ভেবে সুটকেসটা খুলল রানা। হ্যাঁ, এটাও খোলা হয়েছে। হঠাৎ অন্য একটা কথা মনে হতে ফের উঠল ও, কাজে লেগে পড়ল। এবারও সত্যি হলো অনুমান। লিভিংরূমের সেন্টার টেবিলের তলায় এবং বেডরূমে খাটের গদিমোড়া হেডবোর্ডে গুঁজে রাখা দুটো খুবই শক্তিশালী স্পাইক-ট্রান্সমিটার পাওয়া গেল।

স্পর্শ করল না ও জিনিস দুটো। থাকুক যেখানে আছে। দেখা যাক, পানি কতদূর গড়ায়।

তিন

ঠিক দুটোয় করিডরে উঁকি দিল মাসুদ রানা। ফাঁকা। বেরিয়ে এল সন্তর্পণে, জোর পায়ে পিছনের ফায়ার এস্কেপের দিকে চলল। পাঁচ মিনিট পর হোটেলের পিছনের এক সেকেন্ডারি রোডে দেখা গেল ওকে, দ্রুত পা চালাচ্ছে। বড় রাস্তায় উঠে ট্যাক্সির আশায় ঝাড়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করতে হলো। ড্রাইভারকে নির্দিষ্ট ঠিকানার চার ব্লক দূরের ঠিকানায় যেতে বলে উঠল ও।

জায়গায় পৌঁছে ভাড়ার সাথে মোটা টিপস্ দিল। ঢুকে পড়ল একটা গলিতে। ভেতরে গুনে গুনে একশো কদম এগোল রানা, অ্যাবাউট টার্ন করল, ফিরে এল জায়গায়। বেশ দূরে চলে গেছে তখন ট্যাক্সি। সামনে-পিছনে তাকাল, তারপর নিশ্চিন্তে এগোল চার ব্লক পিছনের আসল গন্তব্যের উদ্দেশে। পথে দু'বার দাঁড়াল, সিগারেট ধরাবার ছলে মাথা কাৎ করে দেখে নিল পিছনদিক। নেই কেউ তেমন সন্দেহজনক।

পায়ে হাঁটা মানুষ প্রায় নেই-ই। নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে চওড়া ফুটপাথের সাথের সিঁড়ি বেয়ে আট ধাপ উঠল মাসুদ রানা। বন্ধ দরজায় প্রথমে দ্রুত তিনবার, তারপর থেমে থেমে তিনবার নক করল। খুলে গেল দরজা।

পাঁচ মিনিট পর। বড়সড় এক অফিসরুমে বসে আছে রানা। হিরণ বসেছে ওর মুখোমুখি। বিসিআইয়ের রোম শাখা অফিস এটা। রানার হাতে দীর্ঘ এক ফ্যাক্স মেসেজ তুলে দিল যুবক। 'আজই এসেছে এটা ঢাকা থেকে।'

'কখন?' বলল ও।

'সন্ধের পর।'

ভাঁজ খুলে মসৃণ কাগজটা চোখের সামনে ধরল রানা। এক পলক নজর বুলিয়েই বুঝল, সাদেক মৃত্যুর আগে যেরকম বার্তা পাঠিয়েছিল ওকে লন্ডনে, এটাও অনেকটা সেরকমই। তবে আরও বিস্তারিত। ভাঁজ করে ওটা পকেটে ভরল রানা। 'ছোট একটা "বাগ" ডিটেক্টর চাই আমার, হিরণ।'

'আনছি,' বলে বেরিয়ে গেল সে। তিন মিনিট পর ফিরল ডানহিল সিগারেটের প্যাকেট সাইজের একটা জিনিস নিয়ে। দেখতে নিরীহ গোছের এক ব্যান্ড পকেট ট্রানজিস্টারের মত। তবে সময়মত একটা বাড়তি সুইচ টিপলে, টিউনিং ডায়াল খানিকটা বেশি ঘোরালেই হয়ে উঠবে ৯৯.৯ ভাগ কার্যকর ডিটেক্টর। কনসিল্ড্ ছারপোকা সনাক্ত করতে এর জুড়ি খুব কমই আছে।

ওটা কোটের সাইড পকেটে রাখল রানা। 'কাজে আটকে যাওয়ায় সময়মত আসতে পারিনি। সাদেকের বান্ধবীর সাথে দেখা করা জরুরী ছিল।'

'আপনি বললে এখনই সে ব্যবস্থা করতে পারি আমি,' বলল হিরণ।

'থাকে কোথায় সে?'

'কাছেই। গাড়িতে পাঁচ মিনিটের পথও না।'

'করো ব্যবস্থা।'

ফোনের রিসিভার তুলে নিল যুবক, সাতটা সংখ্যা পাঞ্চ করল। রিঙের পর রিঙ বেজে চলেছে, সাড়া নেই। বিশ কি আরও কিছু বেশি রিঙের পর ফোন ওঠানো হলো ও প্রান্তে। 'রোজানা?' মৃদু কণ্ঠে বলল সে। 'হিরণ। সরি, এতরাতে ডিসটার্ব করতে হলো।' কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে আবার মুখ খুলল। 'লন্ডন থেকে সাদেক সহেবের খুব ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু এসেছেন। তোমার সাথে দেখা করতে চান। অ্যাঁ? হ্যাঁ হ্যাঁ, এর সাথে যোগাযোগ করতেই জি. পি. ও গিয়েছিল সেদিন...'

নীরবতা। বিষাদ ফুটল হিরণের চেহারায়। 'শোনো, শান্ত হও, রোজানা। যা হওয়ার...বুঝি। কিন্তু কি করার আছে বলো?...যাক্, আমরা আসছি। হ্যাঁ, এখনই। ঠিক আছে?'

হিরণের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। কাছের পিয়াযযা সান্টা মারিয়ায় থাকে রোজানা মোরান্ডি, একটা ফ্ল্যাট বিল্ডিঙের তিনতলায়। রোজানা দীর্ঘাঙ্গী। সুন্দরী। শিশুসুলভ চেহারা এ মুহূর্তে ফোলা ফোলা। ফর্সা নাকের ডগা লাল হয়ে আছে। মাথার লালচে-বাদামী চকচকে চুল এলোমেলো। বিশ-একুশ হবে বয়স। রানাকে দেখল মেয়েটি বেশ সময় নিয়ে। 'আপনার কথা অনেক শুনেছি সাদেকের মুখে,' সর্দি সর্দি গলায় বলল। 'প্রায়ই বলত।'

বিলাসবহুল লিভিংরুমে বসল ওরা। দু'চার কথায় সান্ত্বনা জানাল রানা

মেয়েটিকে, কাজের কথা পাড়ল। 'পিয়েরো সিমকা সম্পর্কে সাদেককে তুমি কিছু বলেছিলে শুনেছি আমি।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল রোজানা।

'সিমকা তোমার পরিচিত?'

'হ্যাঁ। আমরা একই এলাকার। ভেনিটোয় গ্রামের বাড়ি। ভেনিসের কাছে। দূর সম্পর্কের আত্মীয় সে আমার।'

'আচ্ছা। বলে যাও, প্লীজ!'

'আমাদের কলেজের ছাত্রনেতা ছিল সিমকা। প্রথমদিকে ছিল মাওপন্থী। পরে নীতি থেকে সরে মনার্কিস্ট লিবারেশন গ্রুপ নামে নিজেই এক চরম বামপন্থী দল গড়ে। আমরা বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী তার গ্রুপের সদস্য ছিলাম। "লিটল জায়ান্ট" নামে ডাকতাম আমরা ওকে। ভীষণ উচ্চাভিলাষী মানুষ। জাতীয় নির্বাচনে সিমকার দল তেমন ভাল ফল করতে পারেনি, তবে সে নিজে সিনেটর নির্বাচিত হয় আমাদের এলাকা থেকে। একবার নয়, তিনবার। বর্তমানে থার্ড টার্ম চলছে তার। আমার এই চাকরি সিমকার দেয়া।' মুখ নিচু করে ফেলল রোজানা। 'সে জন্যে অবশ্য কম মূল্য দিতে হয়নি আমাকে।'

খানিক চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। 'এখনও সাক্ষাৎ হয় তোমাদের?'

'হ্যাঁ। ডন লুপো আলিটালিয়ার নিয়মিত ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার। প্রায়ই জার্নি করে।'

'ডন লুপো!'

চোখ তুলল রোজানা। 'সিমকার আরেক পরিচয়।'

'মাফিয়া?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর?' নোটবইয়ের DL এর ব্যাখ্যা? ভাবল ও।

'সে আমাকে ডি-ডে'র একটা চরিত্র অফার করেছিল। কিন্তু ছবিটার ব্যাপারে প্রতিবার সাক্ষাতের সময় এমন সব অদ্ভুত কথা বলত লোকটা, শুনে ভয়ে এগোইনি আমি। সাহস পাইনি।'

'কিরকম অদ্ভুত কথা?'

'একবার আমার ফ্লাইটে লন্ডন যাচ্ছিল সিমকা, পথে কথায় কথায় বলল, টর্পেডো কিনতে চলেছে। ছবিতে নাকি এক জায়ান্ট অয়েল ট্যাঙ্কার উড়িয়ে দেয়ার দৃশ্য আছে, ওটা করতে দরকার হবে। আরেকবার গেল মস্কো, বলল, নিউক্লিয়ার মিসাইল কিনতে যাচ্ছে। কথাগুলো সপ্তাদুয়েক আগে সাদেককে জানিয়েছিলাম। তারপর...' সশব্দে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল মেয়েটি।

হাঁটুতে কনুইয়ের ভর রেখে ঝুঁকে বসল রানা। 'আর কিছু?'

'সাইজের কারণে আড়ালে-আবডালে সবাই হাসাহাসি করে সিমকাকে নিয়ে। কেউ কেউ সামনাসামনিও করেছে, বিশেষ করে কলেজ জীবনে। খুব রেগে যেত সে, শাসাত। বলত, একদিন সবাইকে দেখিয়ে দেবে সে সিমকা কি চীজ। এই ছবির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সেই কথাটা দু'বার বলেছে ও আমাকে। বলেছে, এবার সময় হয়েছে, খুব শীঘ্রি পৃথিবীকে দেখিয়ে দেবে সে

পিয়েরো সিমকা কি জিনিস।'

'আর কিছু?'

কিছু সময় ভাবল রোজানা। 'কই···তেমন, না। এ মুহূর্তে মনে পড়ছে না ঠিক।'

'যদি নতুন কোন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট মনে পড়ে, আমাকে জানাবে সঙ্গে সঙ্গে। আমি হোটেল লে সুপারবে আছি। ওখানে যোগাযোগ করার প্রয়োজন নেই। হিরণকে জানিয়ে দিলেই চলবে।'

'আচ্ছা! ডি-ডে ছবির ফুল ইউনিটও তো ওই হোটেলেই আছে।' বিস্ময় ফুটল তার চেহারায়।

'হ্যাঁ। আছে।'

সাড়ে চারটেয় হোটেলে ফিরল রানা। বাইরের পোশাক খুলে স্লীপিং গাউন ও ট্রাউজার পরে মেসেজে চোখ বোলাতে বসল।

স্যার হিউ, লরেনযো কন্টি, স্টাডস মূলার ও পিয়েরো সিমকা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য আছে এতে। হেদায়েত সম্পর্কে অবশ্য কিছু নেই। তথ্যগুলো যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি ভীতিকর। নিজের উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে এরা কে কতখানি নির্দয়, খানিকটা পড়লেই তা বেশ বোঝা যায়। স্যার হিউ ও ম্যালোরি, এরা দু'জন প্রবল আবেগপ্রবণ মানুষ। আবেগের কারণে মানসিক ভারসাম্য প্রায়ই টলোমলো হয়ে ওঠে এদের। স্টাডস ম্যালোরি সারাক্ষণ ডুবে থাকে মদে। প্রচুর পান করলেও নিজেকে খাড়া রাখতে পারে সে। তবে সমস্যা হয়। ছয় মাস, এক বছর বা দেড় বছর পর পর দেখা দেয় সমস্যা। প্রথম ধাক্কাতেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় পরিস্থিতি। তখন এক ম্যাক্সিমাম সিকিউরিটি রেস্ট ফার্মে ভর্তি করা হয় তাকে। জায়গাটা ইংল্যান্ডের সাসেক্সে। দু'মাস ছিল সে ওখানে।

আগে এ সমস্যা ছিল না তার। দু'বার অস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েও পুরস্কার না পাওয়ায় মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে সে। তখনই এ রোগের শুরু।

আশির দশকের শেষ দিকে শুরু হয় এ সমস্যা, বর্তমানে কমেছে অনেকটা।

কন্টি কোকেনে আসক্ত। আগে প্রায়ই মেন্টাল ব্রেকডাউন ঘটত লোকটার। তবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে ড্রাগ সেবনের কারণে ঘটে না ব্যাপারটা। অতিরিক্ত খাটুনির জন্যে ঘটে। ছবির জগতে দীর্ঘদিন একনাগাড়ে জড়িত থাকলে এ সমস্যা দেখা দেয় কন্টির।

তখন কাজ ছেড়ে সরে পড়ে সে। ক্যাপরি দ্বীপে অথবা ফ্রান্সে অবসর কাটায়। যেখানেই যাক, প্রায় প্রতিবারই একজন করে পরিচারিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে সেখানে। সেক্সুয়ালি পারভার্টেড। এর মা খুব উঁচু বংশের, পয়সাওয়ালা লোকের মেয়ে ছিল। রোমের বাইরে কয়েক হাজার একরের বিশাল ফার্মল্যান্ডের মালিক ছিল কন্টি পরিবার। সারাদেশে আরও অনেক ফার্মল্যান্ড আছে। বিরাট ধনী।

শহরের বাইরে যে ওয়্যারহাউস দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল সে ওদের গত রাতে, জানা গেল সেটা তার নিজের। ছবির জন্যে কেনা বা ভাড়ায় নেয়া সাজ-সরঞ্জাম রাখে সে ওগুলোতে। গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, তাই কন্টির অনুরোধে পিয়েরো সিমকা রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে ওখানে ছোটখাট এক আর্মি বেস বসিয়েছে সম্প্রতি।

মুসোলিনির ফ্যাসিস্ট ও যুদ্ধপরবর্তী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাট সরকার কন্টি পরিবারের প্রচুর জমিজমা হুকুম দখল করেছে। এই কারণে সুস্থ সমাজের প্রতি, আইনের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ নেই লরেনযো কন্টির।

এর মেন্টাল ব্রেকডাউনের ঘটনা প্রথম ঘটে আশির দশকের শেষদিকে। সে সময় তাকে ভর্তি করা হয় সাসেক্সের একই রেস্ট ফার্মে। খুব ব্যয়বহুল, অভিজাত রিট্রিট। প্রায় দু'মাস ছিল সে ওখানে।

স্যার হিউ মারসল্যান্ডের কাহিনী অন্যরকম। ছোটবেলায় অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিল। ডাকা হত 'ব্রাইট বার্মিংহাম স্কলারশিপ বয়' নামে। অক্সফোর্ডের বাঘা ছাত্র। ব্রিটেনের শো বিজনেসে জড়িত ছিল (এখনও আছে)। তার মারসল্যান্ড এন্টারপ্রাইজ ও-দেশের এক নম্বর প্রতিষ্ঠান এ লাইনে। প্রচুর স্ক্যান্ডালের জন্ম হয়েছে তাকে ঘিরে। এক টার্মের জন্যে মন্ত্রীও মনোনীত হয়েছিল সে।

দেশ-বিদেশের অসংখ্য ব্যাঙ্কে টাকার পাহাড় জমিয়েছে স্যার হিউ। জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের জন্যে '৭৩ সালে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয় তাকে (অর্ডার অভ দ্য ব্রিটিশ এম্পায়ার, নাইট কমান্ডার, ১৯৭১)। ইউনিসেফ সহ অন্য কয়েকটি আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থায় সেমি-অনারারি কূটনৈতিক হিসেবেও কাজ করেছে সে কয়েক দফা।

অবিবাহিত। মেয়েদের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রচুর। তার এক রক্ষিতার 'দুর্ঘটনাজনিত' মৃত্যুর পর স্ক্যান্ডাল ও প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল লন্ডনে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা সেটা। এ সময়ে দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল স্যার হিউ—কোথায় ছিল জানা যায়নি (চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে)।

এরপর পিয়েরো সিমকা। এর কাহিনী সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং মনে হলো রানার।

অত্যন্ত প্রতিভাবান সিনেটর পিয়েরো সিমকা ওরফে 'লিটল জায়ান্ট' ওরফে ডন লুপো (স্যার উলফ) ওরফে প্রফেসর ওরফে স্মলেস্ট বাস্টার্ড অবিশ্বাস্য পরিমাণ ধন-সম্পদের মালিক। সাধারণ নির্বাচনে প্রথম দফা নির্বাচিত হওয়ার পরপরই নানান অবৈধ ব্যবসায় নাক ডোবায় লোকটা, পেট্রোকেমিক্যাল থেকে হেরোইন, সর্বত্র। তৈরি করে নিজস্ব সশস্ত্র গুণ্ডা বাহিনী (বর্তমানে বিলুপ্ত)। ক্রমে পড়ুয়ার মাফিয়া ডন নির্বাচিত হয় সিমকা।

ছাত্রজীবনে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদস্য হিসেবে রাজনীতিতে প্রবেশ করে, পরে মাওবাদী বামপন্থী রাজনীতিতে জড়িয়ে যায়। কিছুকাল পর নিজেই এক দল গঠন করে মনার্কিস্ট লিবারেশন গ্রুপ নামে। নির্বাচনে ওই

দলটির একমাত্র সে-ই নির্বাচিত হয়। এর কিছুদিন পর নিজের পার্টি বিলুপ্ত করে সে, গঠন করে নতুন এক ডানপন্থী দল।

প্রতিভাবান এক ট্রাবলশূটার সিমকা। জাতিসংঘের হয়ে বেশকিছু আন্তর্জাতিক সমস্যার মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে সে। প্রতিটিতে সফল হয়। এরমধ্যে দক্ষিণ আমেরিকার টুপামারো সমস্যা, মধ্য আফ্রিকার উপজাতি বিদ্রোহ ইত্যাদি খুবই মুন্সিয়ানার সাথে সমাধা করে লোকটা। সে সময় মিলানের এক জার্নাল তাকে আখ্যা দেয় 'দ্য ভেস্ট পকেট অভ হেনরি কিসিঞ্জার' নামে।

আশির দশকের শেষদিকে সিনেটে অধিবেশন চলার সময় তার আকার-আকৃতি নিয়ে পত্রিকায় ছাপা হওয়া এক কার্টুন নিয়ে হাসাহাসি হওয়ায় প্রচণ্ড অপমান বোধ করে সিমকা। এর অল্পদিনের মধ্যে মানসিক ভারসাম্য হারায় সে।

দীর্ঘদিনের জন্যে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যায়। আড়াই মাস পর আবার দেখা যায় তাকে প্রকাশ্যে। মাঝের সময়টা সে কোথায় ছিল জানা যায়নি (চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে)।

কাগজটা ভাঁজ করল মাসুদ রানা। চিৎ হয়ে শুয়ে সিলিঙের দিকে তাকিয়ে থাকল। ডুবে গেল গভীর চিন্তায়। ছবি তৈরি করতে এতসব কেন? টর্পেডো, নিউক্লিয়ার মিসাইল···এর মানে কি? খুব শীঘ্রি পৃথিবীকে কি দেখাতে যাচ্ছে সিমকা? লেটেস্ট মডেলের এত প্লেন কেন জড়ো করেছে এরা ফিউমিসিনোয়? ক্লাসিফায়েড প্লেনগুলো কোন্ রহস্যজনক উপায়ে হাত করল এরা—একদল মানসিক ভারসাম্যহীন? অন্য দুই ওয়্যারহাউসে কি ছিল? ও দুটোর ভেতরে যাওয়ার আমন্ত্রণ কেন জানাল না সিমকা?

আতঙ্কের হিম-শীতল একটা ধারা শিরশিরে অনুভূতি জাগিয়ে মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল নিচের দিকে।

চট্ করে উঠে বসল রানা। কপালে জমে ওঠা চিকন ঘাম মুছল হাতের তালু দিয়ে। কে এসেছিল রাতে ওর স্যুইটে? ভাবল ও, কেন লিসনিঙ ডিভাইস প্ল্যান্ট করে গেছে? এমন কি তথ্য জানতে পেরেছিল সাদেক এদের ব্যাপারে যে তাকে খুন হতে হলো? একটা ছবি নির্মাণের ব্যাপারে এমন কি গোপনীয় বিষয় আছে যা চেপে রাখার জন্যে খুন পর্যন্ত করতে বাধল না এদের?

মাসুদ রানার আসল পরিচয় কি ফাঁস হয়ে গেছে? নাহলে ওর স্যুইটে ছারপোকা কেন?

কেন!!!

উঠল ও। পায়ে পায়ে জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকাল। নতুন দিনের ফ্যাকাসে আলোর আভাস ফুটেছে সামান্য। রাস্তার আলোর তেজে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। কেমন যেন ভৌতিক, অশুভ লাগছে চোখে মানুষ আর প্রকৃতির তৈরি এই দ্বৈত আলোর প্রতিযোগিতা।

মনে হচ্ছে কি যেন এক সর্বনাশের বার্তা বয়ে নিয়ে আসছে নতুন দিন।

হোটেলের সামনের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। পুলিসের একটা করে

পেট্রল কার দাঁড়িয়ে আছে ইন ও আউট গেটের সামনের বড় রাস্তায়। অন্য একটা ধীরগতিতে টহল দিচ্ছে হোটেলের চারদিকে। ফুটপাথেও তিন ইউনিফর্মড পুলিস দেখতে পেল ও। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গল্প করছে, সিগারেট টানছে। কাঁধে ঝুলছে অটোমেটিক কারবাইন।

হোটেল লে সুপারবে এখন যে-সমস্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বরা রয়েছে, এ আয়োজন তাদের নিরাপত্তা সুরক্ষার জন্যে।

গলা বাড়িয়ে উঁকি দিল রানা। ষোড়শ শতাব্দীর রোমান প্যালায্যোর গঠন প্রকৃতির অনুকরণে ১৮৯৭ সালে এক আর্কিটেক্ট তৈরি করে এই হোটেল বিল্ডিঙ। প্রতিটা সুইটের পিছনে সরু ব্যালকনি আছে প্যালায্যো ঐতিহ্য অনুযায়ী। তার দু'দিকে জেগে আছে দুটো করে পিলারের অর্ধেকটা। ওগুলোর আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত আট ইঞ্চি পর পর খাঁজ কাটা। প্রতিটি খাঁজ দু'ইঞ্চি গভীর। ইচ্ছে আর সাহস থাকলে যে কেউ ওই খাঁজে পা রেখে উঠে আসতে পারে যে কোন ফ্লোরে। এই পথেই এসেছিল অনুপ্রবেশকারী?

ফিরে এল রানা। মেজর জেনারেল (অবঃ) রাহাত খানকে রিপোর্ট লিখতে বসে পড়ল।

চার

টেলিফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙল রানার। হাই তুলে ঘড়ি দেখল, প্রায় এগারোটা বাজে। 'ইয়েস!'

'মারসল্যান্ড হিয়ার, মিস্টার গ্যারি।'

সঙ্গে সঙ্গে পুরো সজাগ হয়ে উঠল ও। 'বলুন।'

'কাল রাতে আপনাকে আজকের খুব জরুরী একটা প্রোগ্রামের কথা জানাতে ভুলেই গিয়েছিলাম। সরি।'

'কি তা?'

'মানে আমাদের ছবির কাহিনীকার পল লেনের সাথে তো পরিচয় হয়নি আপনার। সে অবশ্য ছিলও না এখানে, স্টেটসে ছিল। আজই সকালে এসেছে।'

'আচ্ছা!'

'প্রোগ্রামটা ছিল আজ দুপুরে আমরা সবাই একসঙ্গে লাঞ্চ করব কালকের সেই রেস্টুরেন্টে। লাঞ্চের পর ওখানেই বসবে ডি-ডে'র স্টোরি কনফারেন্স। আনঅফিশিয়ালি অবশ্য। আপনিও যাচ্ছেন তো আমাদের সাথে?'

'নিশ্চয়ই! নিশ্চয়ই যাব।'

'আমি জানতাম,' হাসল স্যার হিউ। কেমন অদ্ভুত শোনাল যেন। 'একটায় রওনা হব আমরা এখান থেকে।'

'আমি তৈরি থাকব।'

ফোন রেখে বাথরুমে ঢুকল রানা। শাওয়ার-শেভ সেরে যখন বের হলো, তখন সাড়ে এগারোটা বাজে। বাইরের পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিল ও। টেলিফোনে হাল্‌কা কিছু নাস্তা ও কফির অর্ডার দিল। তারপর আবার ডি-ডে নিয়ে ভাবতে বসল। কিন্তু বেশিদূর এগোবার আগেই বাধা দিল ক্যামিলার ফোন। 'গ্যারি! ক্যারো মিও!'

'ক্যামিলা?'

'হ্যাঁ। কি করছ?'

'এখনও বিছানায়।'

বিস্ময় ফুটল মেয়েটির কণ্ঠে। 'মানে?'

'মাথা ব্যথার জন্যে রাতে ভাল ঘুম হয়নি।'

'ও। এখন কমেছে ব্যথা?'

'হ্যাঁ।'

'লাঞ্চে যাচ্ছ তো আমাদের সাথে?'

'যাচ্ছি।'

'ওকে, দেখা হবে তখন। রাখলাম।'

নাস্তা খেল মাসুদ রানা। দু'কাপ কড়া কালো কফি খেল পরপর। তারপর সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল চিন্তিত মনে।

একটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি থাকতে বের হলো ও। নিচের হলে স্যার হিউ অভ্যর্থনা জানাল স্বভাবসুলভ স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে। জানাল, জরুরী কিছু কাজ সেরে যেতে হবে বলে সিমকা, কন্টি ও ম্যালোরি আগেই রওনা হয়ে গেছে। অন্যরাও এইমাত্র যাত্রা করল। সে থেকে গেছে গ্যারি ও ক্যামিলাকে নিয়ে যাবে বলে। শোফার চালিত রোলস রয়েসে চড়ে তখনই বেরিয়ে পড়ল ওরা তিনজন। সামনে-পিছনে চারটে মোটর সাইকেলে করে গার্ড দিয়ে নিয়ে চলেছে চার পুলিস-সার্জেন্ট।

রেস্টুরেন্টে গত রাতের সবাই আছে। প্রথমেই স্ক্রীন-রাইটার পল লেনের সঙ্গে রানাকে পরিচয় করিয়ে দেয়া হলো। মাঝারি উচ্চতার মানুষ লেন। চেহারা দেখে মনে হলো কোনও ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। নীল ফ্লানেল ব্লেজার গায়ে তার, পরনে ডাক। পায়ে গুচ্চি লোফার। আমেরিকান।

কন্টি ও ক্যামিলার মাঝখানে বসল মাসুদ রানা। ছবির নায়ক, সিমকা, লেন, স্যার হিউ ও ম্যালোরি ওদের মুখোমুখি। হেদায়েতকে পাশের এক টেবিলে কয়েকজন এক্‌জিকিউটিভের সাথে বসা দেখা গেল।

ক্যামিলাকে কালকের থেকে অনেক প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে আজ। কারণে-অকারণে হাসছে। সেজেছেও তেমনি। রানার মনে হলো সকালের পুরোটাই হয়তো বিউটি পার্লারে কেটেছে তার। শানদার খাওয়া-দাওয়ার ফাঁকে কন্টি রানাকে জানাল পল লেনের যাবতীয় তথ্য। এক সময় নভেল লিখত সে। কয়েক বছর আগে হাত দিয়েছে এ কাজে। একজন সফল স্ক্রীন-রাইটার। তিনটে কাহিনী লিখেছে এর আগে, তিনটেই চলেছে দারুণ। ডি-ডে চার নম্বর। ইউনিটের সবাইকে কাহিনী শোনাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিল,

তাই ছুটে এসেছে।

লাঞ্চ শেষ হলো। টেবিল পরিষ্কার হলো। এরপর শুরু হলো আসল কাজ।

'যদি এমনটা ঘটে,' নাটুকে ভঙ্গিতে শুরু করল লেন। 'তাহলে কি অবস্থা হবে পৃথিবীর? মানব সভ্যতার?' একটু বিরতি দিয়ে উপস্থিত অতিথিদের ওপর নজর বুলিয়ে নিল সে। তার দু'চোখ চক্ চক্ করছে, দেখল মাসুদ রানা। খুব সম্ভব অ্যাডিক্ট। এর ব্যাকগ্রাউন্ডও জানতে হবে, ভাবল ও। এ ব্যাটাও সাসেক্স থেকে ডিগ্রী নিয়ে এসেছে কি না জানা প্রয়োজন।

সরাসরি রানার দিকে তাকাল সে। 'মনে করুন আমেরিকা, রাশিয়া বা চীন অথবা অন্য কোন সুপার পাওয়ার নয়, স্রেফ নীতিহীন কিছু মানুষের একটা গ্রুপ, যাদের টাকা আছে অঢেল, ক্ষমতাও আছে তেমনি, মজা দেখার জন্যে খোঁচা মেরে বাধিয়ে দিল এক সুপার পাওয়ারের সাথে আরেক সুপার পাওয়ারের যুদ্ধ, তাহলে কি অবস্থা হবে? এদের যে কোন একটার হাতে যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র আছে, তাতেই সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। মহাপ্রলয় ঘটে যাবে। এই হচ্ছে আমার কাহিনী।'

'ব্যাপারটা অতিকাল্পনিক হয়ে যাচ্ছে না?' বলে উঠল ক্যামিলা।

'আমি তা মনে করি না,' খুব জোরের সাথে বলল লেন। 'কারণটাও শুনুন। এবারও অবশ্য একটু কল্পনা করতে হবে আপনাদের। ধরুন, বিশ্বকাপ ক্রিকেট অথবা ফুটবল খেলা চলছে। মিউনিখ অলিম্পিকের সময় যেমন ইসরায়েলী অ্যাথলিটদের পাইকারী ভাবে হত্যা করেছিল শিরহান শিরহান নামের এক প্যালেস্টাইনী সন্ত্রাসী গ্রুপ, সেখানেও তেমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, কি হবে তার ফল? অথবা লন্ডনে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠির শীর্ষ সম্মেলন বসেছে, কমিশনের সব ক'টি দেশের মাথা বৈঠকে উপস্থিত, ওখানেও ঘটে গেল এক ম্যাস কিলিং, অথবা প্রেসিডেন্টকে নিয়ে আকাশে উড়ল আমেরিকার এয়ারফোর্স ওয়ান, মাঝআকাশে বিস্ফোরিত হলো সেটা, কেমন হবে এ সব দেশের প্রতিক্রিয়া? মনে করুন খুব দ্রুত, দুই কি তিনদিনের মধ্যে ঘটে গেল এত সব। তার সাথে মস্কো আর বেইজিঙে কিছু বোমাবর্ষণও হলো, তখন?'

হাসল লেন। 'এরকম তো ঘটতেই পারে। পারে না?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল মেয়েটি। 'তাহলে সম্ভব।'

'দ্যাট'স দ্য পয়েন্ট '

'তবু, এতকিছু এত অল্প সময়ের মধ্যে ঘটার ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য মনে হয় না কি?' বলল রানা।

'প্রথমে আমারও তাই মনে হয়েছে,' উল্টোদিকে ডবল কুশনের ওপর বসা সিমকা বলে উঠল। 'কিন্তু পরে ভেবে দেখেছি একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হয় না। ভেবে দেখুন, নানান সন্ত্রাসী ঘটনা প্রায়ই ঘটে বিশ্বে, কিন্তু খুব বেশিরকম প্রতিক্রিয়া ঘটাতে পারে না তা। কেন? কারণ সেসব দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ঘটে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটানোর জন্যেও ঘটে না সেগুলো। কিন্তু

এক্ষেত্রে তাই ঘটবে।'

'হ্যাঁ,' নড়েচড়ে বসল লরেনযো কস্টি। 'সেনিয়র লেন দুটো ভিন্নমুখী ঘটনার ওপর চমৎকার এক স্ক্রীনপ্লে রচনা করেছেন। আমাদের বন্ধু, স্টাডস ম্যালোরি ভেবে ঠিক করে ফেলেছেন কিভাবে চিত্রায়িত করা হবে ঘটনা দুটো। এ দুটো হবে সুপার পাওয়ারগুলোর জন্যে এক সতর্কবাণী। বাণী যাই হোক, দুটো সীন হবে এক কথায় ফ্যান্টাসটিক। সেগুলো কি, কোথায় ঘটবে, সেসব আগেভাগে ফাঁস করে দর্শকদের মজা নষ্ট করতে চাই না।'

সিমকার ওপর চোখ পড়তে থমকে গেল রানা। একদৃষ্টে ওকেই দেখছিল সে। অদ্ভুত চাউনি। শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে বাঘ এমন স্থির দৃষ্টিতেই তাকিয়ে থাকে। আকারের কারণে ব্যাটাকে পাত্তা দিতে মন চায় না, তবু ওই চাউনি অস্বস্তিতে ফেলে দিল ওকে।

হাসির ভঙ্গি করল সিমকা। 'একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কি?' প্রশ্ন করল রানা।

'আমাদের হোটেলে এক্সট্রা গার্ড বসাব। আর সব স্টার তারকারা আগামীকাল থেকে পৌঁছতে শুরু করবে।' মুচকে হাসল লোকটা। 'ইইসি সামিট ভেনুর চাইতেও গুরুত্বপূর্ণ স্পট্ হয়ে উঠবে তখন লে সুপারব।'

'ঠিক।'

ওদিকে সংক্ষেপে কাহিনী বলে চলেছে কাহিনীকার। একদল অ্যানার্কিস্ট ম্যানিয়াক, দলের নাম ম্লুচ (MLUTCH= ম্যাডমেন লায়্যাবল আনএক্সপেক্টেডলি টু কংকোয়্যার হিউম্যানিটি), পরিকল্পনা করেছে পৃথিবী ধ্বংস করে দেয়ার। এ জন্যে বাছাই করা বড় বড় শহরে অন্তত দুটো করে বড় ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটাবে তারা। নামকরা কিছু ব্যক্তিত্বকে হত্যা করবে, তাদের টার্গেট হবে মূলত রাশিয়া, আমেরিকা ও চিনের বাঘা বাঘা ব্যক্তিত্ব। ঘটনাগুলো এমনভাবে সাজানো হবে যাতে এক দেশ অন্য দেশকে সন্দেহ করতে বাধ্য হয়, ভেতরের কারসাজি টের পাওয়ার আগেই যার যার নিউক্লিয়ার রিট্যালিয়েশন মেশিনারীর সুইচ টিপে বসে। কাজটা যে ভুল হয়ে গেছে, বুঝে ওঠার আগেই ঘটে যাবে যা ঘটার। ম্লুচের ঘাঁটি হবে রোমে।

ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট, জন ট্রাভোল্টা ষড়যন্ত্র টের পেয়ে ছুটে আসবে রোমে, হানা দেবে অ্যানার্কিস্ট ম্যানিয়াকদের ঘাঁটিতে। একদল 'ব্যাড গাই' পরিবেষ্টিত ম্লুচের প্রধান, ক্যামিলা ক্যাভোর প্রেমে পড়বে দুঃসাহসী ট্রাভোল্টা, ক্যামিলা নিজের ভুল বুঝতে পেরে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার চেষ্টা করবে। কিন্তু ততক্ষণে পানি বহুদূর গড়িয়ে গেছে। এর মাঝেও প্রেম আসবে ওদের জীবনে। প্রেমিকের বাহুবন্ধনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার আগে ক্যামিলার মনে হবে, এভাবে পৃথিবী নামের গ্রহটাকে ধ্বংস করা বোকামি হয়ে গেছে। জীবনটাকে ভালমত উপভোগ করার একটা সুযোগ পাওয়া গেলে বড় ভাল হত।

লেনের বক্তব্য শেষ হতে হাততালির শব্দে মুখর হয়ে উঠল রেস্টুরেন্ট। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ছবির নায়ক নায়িকা, ঘনঘন মাথা দুলিয়ে শ্রোতাদের

অভিনন্দনের জবাব দিতে লাগল।

এরপর এল কন্টির পালা। আর যে সমস্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অভিনেতাকে কাস্ট করা হয়েছে, একে একে তাদের নাম ঘোষণা করল সে তুমুল উল্লাসের মধ্যে দিয়ে। ব্রিটেন, ইটালি ছাড়াও রাশিয়া, মিশর, ভারত, আমেরিকা, ফ্রান্সের অভিনেতা-অভিনেত্রীরা থাকছে ডি-ডে'তে। তার ঘোষণা শেষ হতে স্যার হিউ মারসল্যান্ড আসন ছাড়ল। হাতে বড় একটা রোল করা চার্ট।

ছবির বাজেট, কোন খাতে কিছু কিছু বাড়তিসহ মোট কত খরচ বরাদ্দ করা হয়েছে ইত্যাদি আছে ওতে। এইবার সত্যিকার অর্থে উৎকর্ণ হয়ে উঠল পুরো অডিয়েন্স, কারণ এদের মধ্যে অনেকেই পুঁজি বিনিয়োগ করেছে ডি-ডে'তে। হাজারো খুঁটিনাটি হিসেব। বাদ পড়েনি তার কোনটা। প্রত্যেকটা ঘোষিত খাত থেকে যদি অল্প অল্প কিছু করে গাপ্ করে দেয় এরা চার বা পাঁচ মহারথী, আপনমনে ভাবল মাসুদ রানা, কত মিলিয়নে দাঁড়াবে তাহলে অঙ্কটা?

স্যার হিউকে দেখল। কথাবার্তায় ধীর, আচরণে অভিজাত, বিনয়ী। অতিমাত্রায় অমায়িক। ফিগারের সাথে চমৎকার মানিয়ে গেছে ব্যক্তিত্ব। খাতওয়ারী ঘোষণার ফাঁকে ফাঁকে এক-আধটা রসালো মন্তব্যও করছে মানুষটা।

'আমাদের ছবির মূল নায়ক,' মুচকে হেসে তাকে দেখল সে। 'ব্রোকেন অ্যারো খ্যাত হিজ একসেলেন্সি জন ট্রাভোল্টা একাই একশো, ইউ নো। ডি-ডে'তে তাঁর পারিশ্রমিক আট মিলিয়ন ইউএস ডলার।' মৃদু গুঞ্জন উঠল অতিথিদের মধ্যে। 'সেনিয়রিটা ক্যামিলার পাঁচ। অন্য আর্টিস্টরা কোয়ার্টার থেকে দেড় মিলিয়ন পর্যন্ত পাবেন। তাঁদের পর্দায় উপস্থিতি পাঁচ থেকে দশ মিনিটের বেশি হবে না, দু'চার দিনের কাজ। ছবির বিজ্ঞাপনী বিলবোর্ডে এতসব তারকার নাম আমাদের খরচ তুলে আনতে সাহায্য করবে।'

'এই সামান্য সময়ের জন্যে এত টাকা পারিশ্রমিক বেশি হয়ে যায় না?' বলে উঠল এক খুচরো প্রযোজক।

'তা হয়,' মাথা দোলাল স্যার হিউ। 'কিন্তু বিনিময়ে আমরা বহুগুণ ফেরত পাব, আপনার লাভটাও সেই সাথে বাড়বে।'

'কিন্তু ইনশিওরেন্স চার্জ খুব বেশি মনে হচ্ছে, স্যার হিউ,' বলল এক জার্মান ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট। 'আমার সবগুলো ইন্ডাস্ট্রির বাৎসরিক চার্জও এত হয় না।'

'হের সিমিট, আপনি বোধহয় এতসব অত্যাধুনিক বিমান-কপ্টার ইত্যাদির কথা ভুলে গেছেন। ওগুলোর জন্যেই চার্জটা বেশি পড়ে যাচ্ছে। আমাদের রেপুটেশন ও পিয়েরো সিমকার রাজনৈতিক প্রভাবের ফলে এইসব মিলিটারি ইকুইপমেন্ট প্রায় বিনা খরচে জোগাড় করেছি আমরা। নইলে ছবির বাজেট আর ইনশিওরেন্স চার্জ যে কোথায় গিয়ে পৌঁছত কে জানে!'

নিজের দায়িত্ব সেরে বসে পড়ল হিউ। বাকি ছিল পরিচালক ম্যালোরি। সে উঠল এবার। খেয়াল করেছে রানা, এতক্ষণ বসে বসে দেদার মদ গিলেছে

মানুষটা। ডি-ডে হবে বিশ্বের প্রথম চলচ্চিত্র, আশি ভাগ কাজই যার চিত্রায়িত হবে কম্পিউটর কন্ট্রোলের সাহায্যে, ব্যাখ্যা করল সে। জানাল, মিনিয়েচার শহর, যুদ্ধক্ষেত্র, ফ্লীট, এয়ারফোর্স ব্যবহার করা হবে এসব ক্ষেত্রে।

'এসব নতুন নয়,' বলল ম্যালোরি। 'নতুন হচ্ছে আমাদের টেকনিক। প্রথমে ইন্সট্রাকশন তৈরি করা হবে, মাস্টার কম্পিউটরের কন্ট্রোল সার্কিটে ফীড করা হবে তা, এরপর সময়মত বাটন পাঞ্চ করা হবে। এবং ছবির মূল আকর্ষণ, আশিভাগ কাজ একটা মাত্র শটে টেক হয়ে যাবে।

'তবে এর ফলে খরচ কম হবে মনে করার কোন কারণ নেই। চিত্রায়ন বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে প্রচুর খরচ হবে। বাকি বিশ ভাগ কাজ করার জন্যে লরেনযো কন্টি তৈরি। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ অপারেটিঙ স্টুডিওর মালিক সে, আপনারা অনেকেই জানেন। সেখানে এরমধ্যে ট্রাফেলগার স্কোয়্যারের রেপ্লিকা তৈরি করা হয়েছে। টাইমস স্কোয়্যার, প্লেস ডি লা কংকর্ড, স্ট্যাচু অভ লিবার্টি, হোয়াইট হাউস ইত্যাদির রেপ্লিকাও। আর কয়েকটার কাজ চলছে। আমাদের ক্যামেরা ইউনিট আগামী সপ্তার শেষদিকে এসে পৌছবে। ওরা পৌছলেই শূটিং শুরু হবে।

'এখানে একটা কথা আপনাদের জানা প্রয়োজন,' হেঁচকি তুলল ম্যালোরি। 'ডি-ডে'তে কম্পিউটরের যে জাদুকরী কলা-কৌশল দেখানো হবে, তার সম্পূর্ণ কৃতিত্বের অধিকারী হবেন আমাদের এই বন্ধুটি,' আঙুল তুলে হেদায়েতুল ইসলামকে দেখাল সে। 'সেনিয়র ইজল্যাম। এঁকে কম্পিউটর উইজার্ড বলা চলে বিনা দ্বিধায়। আমি শুধু মৌখিক ইন্সট্রাকশন দেব, বাকি সব করবেন ইনি। ভদ্রলোক আমাদের নতুন টীম-মেট। এঁকে আমাদের অভিনন্দন জানানো উচিত।'

আবার হাততালিতে মুখর হয়ে উঠল রেস্টুরেন্ট। উঠে দাঁড়াল হেদায়েত, লাজুক হাসির সাথে কয়েকবার মাথা দোলাল।

'আগামীকাল বিকেলে কন্টির স্টুডিও চত্বরে মিলিত হব আমরা আবার,' হাততালির তেজ কমতে ঘোষণা করল স্যার হিউ। 'আপনাদের ভেতর যাঁরা ডি-ডেতে পুঁজি বিনিয়োগের জন্যে তালিকাভুক্ত হয়েছেন, তাঁরা দয়া করে আমাদের আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করবেন আগামীকাল। আপনাদের সুবিধার্থে লে সুপারবেই অবস্থান করছেন তিনি। এর পিছনে দু'চারদিন খরচ হবে, কাজেই ঝামেলা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা ভাল।'

'একটা দৃশ্য শূট করার কথা তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছি,' নিচু গলায় ম্যালোরিকে বলল কাহিনীকার। মীটিঙের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে তখন।

'কোনটা?'

'একটা অয়েল ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণের দৃশ্য। ওটা গুরুত্বপূর্ণ।'

ম্যালোরির দীর্ঘ মুখ বেঁকে গেল। 'কি করে বিস্ফোরণ ঘটাতে চাও?'

'সোজা,' বলে উঠল সিমকা। 'টর্পেডোর সাহায্যে। কি বলো, লেন?'

'হ্যাঁ, আমিও তাই ভেবেছি।'

'ঠিক আছে,' ম্যালোরি বলল। 'তুমি আমাকে কিছু কালার ছবি জোগাড়

করে দাও ট্যাঙ্কারের, ওটা দেখে আমি মডেল তৈরি করে দেব।'

'কেন, মডেল কেন?' চাপা গলায় বলল সিমকা। 'আসল জিনিস হলে অসুবিধে কি?'

'আসল জিনিস?' তার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল লেন। ঢোক গিলল। 'হ্যাঁ, তা মন্দ হয় না।'

'সীনটা কোথায় টেক করা হলে ভাল হয়?' ম্যালোরির চেহারায় সন্তুষ্টি ফুটতে দেখা গেল।

'সবচেয়ে ভাল হয় ডোভার উপকূলে হলে। কোন সরু চ্যানেলে।'

'ঠিক আছে, আগামী সোমবার...' রানাকে কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হপ্ করে মুখ বুজে ফেলল সিমকা।

খেয়াল করল না ও। 'আমি হোটেলে ফিরে যাচ্ছি।'

'আমিও যাচ্ছি ওর সাথে,' পাশ থেকে ক্যামিলা।

'হ্যাঁ, নিশ্চই নিশ্চই!' ব্যস্ত হয়ে উঠল বামন। 'বিশ্রাম করুন গিয়ে। কন্টি, এঁদের হোটেলে ফেরার ব্যবস্থা করো, প্লীজ! আপনারা যান, আমরা আসছি একটু পর।'

মাথায় নতুন এক চিন্তার বোঝা নিয়ে হোটেলে ফিরল রানা।

ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে বেশ চাঙা বোধ করল ও। আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরতে ক্যামিলার ওপর চোখ পড়ল। ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে চুল আঁচড়াচ্ছে। বিছানায় নড়াচড়া টের পেয়ে ঘুরে তাকাল। হাসি ফুটল মুখে। পাশ ফিরে তার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা নীরবে।

'কি দেখছ?' হাত থেমে গেল মেয়েটির।

'দেখছি না, ভাবছি,' বলল ও।

'কি?'

'শূটিঙের কাজ শুরু হতে তো শুনলাম আরও বেশ কয়েকদিন বাকি। সময়টা এখানে পড়ে পড়ে নষ্ট না করে ভাবছি তোমাকে নিয়ে বেড়িয়ে এলে কেমন হয়।'

দ্বিধায় পড়ে গেল ক্যামিলা। 'তা মন্দ হয় না, গ্যারি। কিন্তু এমন মুহূর্তে সিমকা যাওয়ার অনুমতি দেবে কি না...'

'সিমকা?' চট্ করে উঠে বসল ও। কাজ খানিকটা এগিয়েছে ভেবে খুশি ভেতরে ভেতরে। 'একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারেও ওই লোকটার অনুমতি নিতে হয় তোমাকে!' বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল। 'তোমার মত একজন নামীদামী তারকাকে...বলো কি?'

'মানুষটা যে আমার কাছে কি, তুমি বুঝবে না, গ্যারি। তিন বছর আগে আমার প্রতিবেশীও সম্ভবত চিনত না আমাকে। আর এখন? দেশ-বিদেশে কে না চেনে? সবই হয়েছে সিমকার জন্যে, গ্যারি। ও প্রায় রাস্তা থেকে তুলে এনেছে আমাকে এই পর্যায়ে।'

'তাই বলে...হেল্!'

'ব্যাপার কি, গ্যারি? জেলাস হয়ে পড়েছ মনে হচ্ছে?'

'যদি হই, সেটা কি অপরাধ হবে?' বলল রানা। 'তোমাকে যদি একান্ত আপন করে পেতে চাই, অন্যায় হবে?'

দীর্ঘক্ষণ ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যামিলা। কি যেন খুঁজল ওর চোখের তারায়। দৃষ্টি নামিয়ে আনমনে একগোছা চুল পেঁচাতে লাগল আঙুলের মাথায়। অন্যমনস্ক।

'হয়তো না, গ্যারি। কিন্তু সিমকার কাছে আমি নিজেকে এতটাই বাঁধা মনে করি যে ওর অনুমতি না নিয়ে আর কারও ছবিতে অভিনয়ের কথাও ভাবতে পারি না। এ পর্যন্ত যত ছবি আমি করেছি, সবই সিমকা-কন্টির।'

'ও তোমার উপকার করেছে মানি। বিনিময়ে তুমিও তো কম করছ না। তোমার অভিনয় করা ছবি থেকে যে বিরাট লাভ আসছে, সে তো তাদের পকেটেই যাচ্ছে। না কি?'

'ব্যাপারটা তোমাকে হয়তো ঠিকমত বুঝিয়ে বলতে পারব না। তোমাকে কষ্ট দিতে মন চায় না আমার। আবার সিমকাকে কষ্ট দেয়ার কথাও ভাবতে পারি না। ও খুব জটিল চরিত্রের মানুষ, জানো? অল্পতেই এমন বেসামাল হয়ে পড়ে। একবার তো আত্মহত্যাই করতে চেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয় অবশ্য।'

'আত্মহত্যা!' চমকে উঠল যেন ও। 'ও মাই গড! বলো কি?'

'হ্যাঁ! কেন যে কাজটা করেছিল সিমকা!'

'তারপর কি হলো?'

'এক রেস্ট ফার্মে ভর্তি করা হলো ওকে। পুরো দু'মাস বিশ্রামে রাখা হলো।'

'রেস্ট ফার্ম?' অনুমানটা মিলে যেতে সন্তুষ্ট বোধ করল রানা। রসুনের গোড়ার মত এরা প্রত্যেকেই দেখা যাচ্ছে···

'তুমি কিছু মনে কোরো না, গ্যারি। আমি সিমকার সাথে কথা বলে দেখি ও কি বলে, কেমন?'

একটু ভাবল ও। 'তাহলে বরং থাক না হয়। আগে ছবির শূটিং শেষ হোক। তারপর একেবারে স্টেটসে নিয়ে যাব তোমাকে লম্বা সময়ের জন্যে, কি বলো? গিয়েছ কখনও টেক্সাসে?'

'নাহ! শূটিঙের কাজে দু'বার যাওয়ার সুযোগ হয়েছে তোমাদের দেশে। তাও নিউ ইয়র্ক পর্যন্ত।'

'গুড! দারুণ জমবে তাহলে!' একটু বিরতি দিল। 'এখন তাহলে থাক, যাব না কোথাও। এমনিতেও কাজের চাপের মধ্যে রয়েছে সিমকা, এসব প্রসঙ্গ এখন তার কানে তোলার দরকার নেই।'

'আমারও তাই মনে হয়।'

ঘড়ি দেখল রানা। 'সন্ধে তো প্রায় হয়ে এল। চলো নিচে যাই। আড্ডা মেরে আসি খানিক।'

'তাই চলো।'

দশ মিনিট পর তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা। করিডরে পা রেখে বিস্মিত হলো করিডরের দুই মাথায় মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকা বি· দেহী দুই কারাবিনিয়েরিকে দেখে। রোম কনস্টেবুলারির জুডোকা। এখানে ওরা কেন ভেবে পেল না রানা। এলিভেটরের সামনে অপেক্ষমাণ কারাবিনিয়েরিকে পাশ কাটাবার সময় ক্যামিলার উদ্দেশে বিনয়ী হাসির সাথে নড করল লোকটা। রানাকেও, তবে হাসিটা ছিল না তখন।

'ব্যাপার কি?' এলিভেটরের দরজা বন্ধ হতে আনমনে বলল ও। 'এরা কি করছে এখানে?'

ঠোঁট ওল্টালো ক্যামিলা। 'কি জানি!'

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। সিমকা অবশ্য বলেছিল সবার নিরাপত্তার জন্যে অতিরিক্ত গার্ড বসাবে সে হোটেলে। কিন্তু সে তো কাল থেকে বসাবার কথা ছিল। আজই এদের খাড়া করার কি এমন জরুরী প্রয়োজন দেখল ব্যাটা? রাতে যে ওকে বেরুতে হবে গোপনে, তার কি হবে এখন? এদের সামনে দিয়ে বের হওয়ার উপায় নেই, ভাবল ও, নিঃসন্দেহে খবর হয়ে যাবে।

মনযা রুমে স্যার হিউ ও স্টাডস ম্যালোরিকে পাওয়া গেল। এক কোণে আলাপে ব্যস্ত। কোনদিকে বিশেষ খেয়াল নেই। 'ওদের বিরক্ত করা ঠিক হবে না,' চাপা কণ্ঠে বলল রানা। 'চলো ওপাশে বসি।'

ওদের দুই টেবিল দূরে বসল দু'জন। রানা কান খাড়া রেখেছে। অয়েল ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণ ব্রিটিশ চ্যানেল না গালফ অভ ফিনল্যান্ডে ঘটানো হবে, তাই নিয়ে দুজনকে আলোচনা করতে শুনল ও। খেলনা ট্যাঙ্কার নিয়েই কথা চলছে, কিন্তু তাদের বলার অতিউৎসাহী ভাবটা সন্দেহজনক মনে হলো। 'কিন্তু ওল্ড বয়,' স্টাডসের উদ্দেশে বলল হিউ, 'ব্রিটিশ চ্যানেলে ঘটালে সমস্যা আছে, বুঝতে পারছ না তুমি। ডোভার আর ক্যালাইস, দুই উপকূলেই ছড়িয়ে পড়বে তেল।'

'সেইন্ট পিটার্সবার্গে হলেও তো সমস্যা,' বলল ম্যালোরি। 'খুব দ্রুত রিঅ্যাক্ট করবে মস্কো। আর্টিলারি, মিজাইল, কোনটা ছুঁড়তে বাকি রাখবে না। সব ব্যবহার করবে আমাদের ওপর।'

'কাহিনীতে ওদের রিঅ্যাক্ট করার মত বহু মাল মশলার আয়োজন রেখেছে লেন,' ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসল চর্বির ডিপো। 'কাজেই ও নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।'

'বেশ,' হাল ছেড়ে দিল স্টাডস ম্যালোরি। বলেই তার দিকে ফিরে বসা ক্যামিলার ওপর চোখ পড়ল তার। 'আরে! তোমরা কখন এলে?'

'এইমাত্র।'

'তা ওখানে কেন?'

'আপনাদের আলোচনায় বাধা দিতে চাইনি, তাই সরে বসাই ভাল মনে হয়েছিল,' বলল রানা। 'তাছাড়া কি সব এক্সপ্লোশন নিয়ে কথা বলছেন শুনে ভয়ও লাগছিল।'

হা-হা করে হেসে উঠল হিউ মারসল্যান্ড। 'কাম হিয়ার, চার্মিং বয়! ভয়

পাওয়ার কিছু নেই। আমরা কম্পিউটরের কেরামতির ক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করছি। প্লীজ জয়েন আস।'

উঠে গিয়ে ওদের সাথে যোগ দিল ওরা। 'শূটিং শেষ হতে কতদিন সময় লাগবে?' প্রশ্ন করল রানা।

'এমনিতে বিশেষ সময় লাগার কথা নয়। ফীড-ইনের কাজ হয়ে গেলে মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার। ম্যালোরি আর ইজল্যাম আছে বলেই এত জটিল আর বড় কাজ মাত্র কয়েকদিনে শেষ করতে পারছি। অন্য কেউ হলে কয়েক সপ্তা লেগে যেত।'

'কয়েক মাস,' একঘেয়ে কণ্ঠে বলে উঠল ম্যালোরি।

ঘন ঘন মাথা দোলাল স্যার হিউ। 'তাই হবে। ভুল বলে ফেলেছি, সরি। সে যাক্, আপনারা কি খাবেন বলুন।'

'ধন্যবাদ। শুধু কফি,' বলল রানা। ক্যামিলা জানাল কিছুই খাবে না।

'যে হারে খাওয়া চলছে রোজ, তাতে শূটিং শুরু হওয়ার আগেই ভূঁড়ি গজিয়ে যেতে পারে আমার। কাজেই এখন থেকে অসময়ে খাওয়া-দাওয়া একদম বন্ধ।' ক্ষমা চেয়ে লেডিজরুমের দিকে চলে গেল সে।

'কবে শুরু হবে শূটিং?' কফিতে চুমুক দিল রানা।

'ক্যামেরা ইউনিট এসে পৌঁছলেই,' বলল পরিচালক। 'আগামী সপ্তার মাঝামাঝি নাগাদ।'

ব্যাপার কি! ভাবল ও, ব্যাটা লাঞ্চের সময় বলল আগামী সপ্তাব শেষদিকে এসে পৌঁছবে ক্যামেরা ইউনিট, এখন বলছে মাঝামাঝি নাগাদ। অথচ ওদিকে সিমকা অয়েল ট্যাঙ্কার বিস্ফোরণের ব্যাপারে সোমবারের কথা কি যেন বলছিল দুপুরে। কি আয়োজন চলছে আসলে ভেতরে ভেতরে?

'আমি ভাবছি এখানে সময় নষ্ট না করে এই ফাঁকে সুইটজারল্যান্ডে ছোট একটা ট্যুর দিয়ে আসব কি না,' আনমনা ভঙ্গিতে বলল ও। 'সুইস জুঙফ্রাউ দেখার শখ অনেকদিনের। সুযোগই হয়ে ওঠে না।'

'এখন না যাওয়াই ভাল,' বলল ম্যালোরি। 'জুঙফ্রাউ দেখার সুযোগ পরে অনেক পাবেন। বর্তমানে ক্যামিলাকে দেখার যে সুযোগটা পাচ্ছেন, তাকে কাজে লাগান। আমার মতে সেটাই লাভজনক।'

চেহারায় যাই থাক, এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোক দুটোকে লক্ষ করছিল রানা। ভেবেছিল জুঙফ্রাউ হয়তো কোন অর্থ বহন করে এদের কাছে। কিন্তু হতাশ হতে হলো। কোন প্রতিক্রিয়া ঘটল না কারও মধ্যে। ফলাফল বিরাট এক শূন্য। তাহলে সাদেকের নোটবুকের C H অক্ষর দুটোর কি অর্থ? কেন লিখেছে সে ও-দুটো?

সুইস গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বোঝাতে চেয়েছে? কিন্তু...কিছু একটা মিলছে না, ভাবল রানা। কোথায় যেন বড় এক ফাঁক রয়ে গেছে।

'কি ভাবছেন?' জানতে চাইল স্যার হিউ।

'ভাবছি থেকেই যাই বরং।'

'সেই ভাল।'

'তাছাড়া কাল আপনাকে ল'ইয়ারের সাথে বসতে হবে,' মনে করিয়ে দিল স্টাডস ম্যালোরি। 'আজ বৃহস্পতিবার। এইসব টুকটাক ঝামেলা সারতে দু'চারদিন এমনিতেই লাগবে। তারপর আর সময় কোথায়?'

'ঠিকই বলেছেন।'

ওর কফি শেষ হওয়ার আগে ক্যামিলা ফিরে এল। এ-গল্পে ও-গল্পে মেতে উঠল সে, হিউ আর ম্যালোরি। রানা যোগ দিল না। চিন্তায় ডুবে আছে। একটা ফাঁক খুঁজছে, যেখানে নাক ঢোকান যায়, নিশ্চিত বোঝা যায় এরা আসলে কি করছে।

আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে স্যার হিউর রহস্যময় অন্তর্ধানের ব্যাপারটা নিশ্চিত জানা গেলে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারত রানা। সময়টা কোথায় কাটিয়েছে সে? অন্য চারজনের সাথে তার অন্তর্ধানের সময় মেলে না, প্রায় তিন-চার বছরের ব্যবধান রয়েছে মাঝে।

তবু জানতে হবে কোথায় ছিল সে তখন। নিশ্চিত হতে হবে। তথ্যটা জানা জরুরী।

পাঁচ

ঠিক দুটোয় বিছানা ছাড়ল মাসুদ রানা। দ্রুত বাইরের পোশাক পরে তৈরি হলো। বিশেষ উদ্দেশে পায়ে দিল নরম সোলের মোকাসিন। ব্রীফকেসের ফল্‌স্ বটম থেকে প্রিয় অস্ত্র ওয়ালথার পি.পি.কে বের করে শোল্ডার হোলস্টারে রেখে তার ওপর কোট পরল। তারপর পায়ে পায়ে এগোল দরজার দিকে।

নিঃশব্দে পাল্লা সামান্য ফাঁক করে উঁকি দিল করিডরে। আছে ব্যাটারা। এখন বরং একজন কারাবিনিয়েরি বেশি আছে। করিডরে টহল দিচ্ছে গদাইলস্করী চালে। কাঁধে ইসরাইলের তৈরি মিনি চপগান। অটোম্যাটিক। অস্ত্রটা ছোট, চমৎকার দেখতে। সাবধানে দরজা বন্ধ করল রানা, লক্ করে বেডরুমে চলে এল। আলো নিভিয়ে পিছনের ব্যালকনিতে এল।

সামনের রাস্তায় দুটো প্রাউল কার দেখতে পেল ও, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রন্ট সীটে আবছামত দুটো করে মানুষের কাঠামো যতটা না দেখা যায়, তারচেয়ে বেশি অনুমান করা যায়। টেনে ব্যালকনির দরজা লাগিয়ে দিল রানা। কোমর সমান উঁচু প্যারাপেটে ভর দিয়ে যতদূর সম্ভব সামনে ঝুঁকে উঁকি দিল, ডাইনে-বাঁয়ে দেখে নিল। সবগুলো ব্যালকনি ফাঁকা, আলোও জ্বলছে না কোন স্যুইটে। আরেকবার প্রাউল কার দুটোর ওপর নজর বোলাল।

একটা এগোতে শুরু করেছে। টহল গার্ডদের একজনকেও চোখে পড়ল না। নিচের দূরত্ব ভাল করে মেপে নিল রানা। তিনতলায় ওর স্যুইট, অথচ মাটি থেকে ওর ব্যালকনির দূরত্ব প্রায় ছয়তলার সমান। পুরানো ভবন বলে

প্রতিটা ফ্লোর প্রায় দ্বিগুণ উঁচু এটার।

আল্লার নাম নিয়ে ঝুলে পড়ল ও। নরম সোলের জুতো পরা পা রাখল পিলারের খাঁজে, সাবধানে নামতে শুরু করল। দুই মিনিট পর নিরাপদেই ল্যান্ড করল মাটিতে। আরেকবার দ্রুত ডানে-বাঁয়ে নজর বুলিয়ে নিশ্চিন্তে পা বাড়াল ছায়ায় ছায়ায়। বিনা বাধায় পিছনের সেকেন্ডারী রোডে এসে পড়ল। ফাঁকা রাস্তা। ট্যাক্সির জন্যে ঝাড়া ছয় মিনিট হাঁটতে হলো ওকে। ড্রাইভারকে পারিওলির একটা ঠিকানায় যেতে বলে উঠে পড়ল রানা। জায়গাটা বিসিআইয়ের ব্রাঞ্চ অফিস থেকে যথেষ্ট দূরে।

জায়গামত ট্যাক্সি বিদেয় করে আজও আগের রাতের কৌশল অনুসরণ করল রানা। তার যদিও প্রয়োজন ছিল না। আসার পথে কয়েকবারই পিছনে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে আর কোন গাড়ি অনুসরণ করছে কি না। করেনি। সাঙ্কেতিক নকের শব্দে দরজা খুলে দিল সেদিনের সেই যুবক। বিনা বাক্য ব্যয়ে সাদেকুর রহমানের অফিসে এসে বসল ওরা। রানা কাজের কথা পাড়ল।

'ঢাকার কোন মেসেজ?'

'জ্বি না,' মাথা দোলাল হিরণ।

'সাদেকের ডেড বডি?'

'আজই রওনা হয়ে গেল ঢাকা। তাঁর ব্যাপারে মেসেজ পাঠিয়ে দিয়েছি হেড অফিসে।'

কিছু সময় চুপ করে থাকল রানা। আনমনে সামনের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসছিল, সেটাকে দমন করল সময়মত।

'কফি, মাসুদ ভাই?'

'দাও।' পকেট থেকে রাহাত খানকে লেখা সাঙ্কেতিক বার্তাটা বের করে এগিয়ে দিল যুবকের দিকে। 'এটা এখনই ঢাকা পাঠাবার ব্যবস্থা করো। ওখানে এখন অফিস আওয়ার শুরু হয়ে গেছে। যত তাড়াতাড়ি পৌঁছানো সম্ভব, তত ভাল।'

উঠে পড়ল যুবক। 'জ্বি।' খামটা নিয়ে দ্রুত পা বাড়াল কমিউনিকেশনস্ রুমের দিকে। সিগারেট ধরাল রানা, আনমনে টানতে লাগল। সামনের দেয়ালে সাদেকুর রহমানের বড় এক আবক্ষ ছবি ঝুলছে। টগবগে প্রাণবন্ত এক যুবকের ছবি। হাসি হাসি মুখে ওকেই দেখছে। মনে হলো নীরবে ওকে ব্যঙ্গ করছে সাদেক। যেন বলছে, পারলেন না আমাকে রক্ষা করতে, মাসুদ ভাই। পারলেন না। ওরা জিতে গেল। আপনার ওপর অনেক ভরসা ছিল আমার।

চোখ বুজে ফেলল ও। ছবির চোখে চোখ রাখতেও কষ্ট হচ্ছে। জানে এখন সমস্ত সান্ত্বনাই বৃথা, কোনদিন পৌঁছবে না সাদেকের কানে, তবু বিড়বিড় করে বলল, 'তোমাকে যারা এইভাবে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছে, তারাও কেউ বাঁচবে না, সাদেক। আমি ওদের ছাড়ব না। প্রতিজ্ঞা করছি আমি।'

পনেরো মিনিট পর ফিরল হিরণ। সাথে দু'কাপ কফি হাতে আরেকজন।

তাকে দরজা থেকে বিদেয় করে দিল যুবক, নিজে বয়ে নিয়ে এল ট্রে। 'ট্র্যান্সমিশন কমপ্লিট,' বলল সে।

কফিতে চুমুক দিল রানা। স্ক্র্যাম্বলার ফোনটা টেনে নিল কাছে। সুযোগ যখন আছেই একটা ফোন করা যাক ঢাকায়। 'আমি থাকব, না বাইরে অপেক্ষা করব?' বলল হিরণ।

'থাকো। এ মিশনে তোমাকে প্রয়োজন হতে পারে আমার।' টপাটপ্ নম্বর পাঞ্চ করতে লাগল রানা। পাওয়া গেল সংযোগ। কয়েক হাজার মাইল দূর থেকে ভেসে এল রাহাত খানের জলদগম্ভীর 'হ্যালো!'

'এম আর নাইন।'

'মেসেজ পেয়েছি তোমার এইমাত্র। নতুন কিছু?'

মেসেজের পরবর্তী ঘটনা দ্রুত, সংক্ষেপে বলে গেল রানা, বিশেষ করে গতকালকের স্টোরি সেশনের কথা। হোটেলের এক্সট্রা গার্ড ও অয়েল ট্যাঙ্কার সম্পর্কে নিজের সন্দেহের কথা বলতেও ভুলল না। 'আমার সন্দেহ সত্যি হোক চাই মিথ্যে হোক,' বলল রানা, 'সোমবার চ্যানেলে যেন কোন সুপার ট্যাঙ্কার প্রবেশ করতে না পারে, সে ব্যবস্থা করতে হবে, স্যার। সম্ভব?'

একটু ভেবে উত্তর দিলেন বৃদ্ধ, 'সম্ভব। চলতিগুলো থামিয়ে দেয়া হয়তো সম্ভব হবে না। তবে গতি দ্রুত অথবা ধীর করে চালানোর ব্যবস্থা করা যাবে যদি কোনটার চ্যানেল অতিক্রম করার কথা থাকে ওইদিন।'

'যেভাবে হোক চ্যানেলটা ট্যাঙ্কার-ফ্রী রাখতে হবে সোমবার।'

'রাখা যাবে। আর?'

'খুব সম্ভব সুইস লুগানোর কোন ব্যাঙ্কের সাথে লিট্‌ল প্রফেসরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, স্যার। চেক্ করা জরুরী।' সাদেকের নোটবুকের এক জায়গায় 'L' লেখা দেখে সন্দেহটা জেগেছে।

'ব্যবস্থা করছি।' একটু বিরতি। 'আর হ্যাঁ, "স্যার" বাদে টীমের বাকি চারজন একই জায়গায় বিশ্রাম নিয়েছে দীর্ঘদিন। এ নিয়ে আরও খোঁড়াখুঁড়ি চলছে, নিশ্চিত হয়ে জানাব পরে।'

'"স্যারের" অবস্থানের খোঁজ পাওয়া যায়নি?'

'এখনও না। জোর চেষ্টা চলছে, জেনে যাব আশা করি।'

নড়েচড়ে বসল রানা। 'কাহিনীকার পল লেন সম্পর্কে জানা গেলে সুবিধে হয়।'

'তোমার কথা রেকর্ড করা হয়েছে। বাদ পড়েনি কোন পয়েন্ট। সব দেখা হবে।'

'এদিকে আরেক সমস্যা দেখা দিয়েছে, স্যার।'

'কি?' গলা সামান্য চড়ে গেল বৃদ্ধের।

'আজ ওদের ল'ইয়ারের সাথে বসতে হবে। কাল-পরশু হয়তো চেক ইস্যু করতে হবে আমাকে।'

'সমস্যা কোথায়? চেক বই তো আছেই, সই করে দেবে।'

'কিন্তু টাকা?'

'সে নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে, আমি দেখব।'

'বেশ। এখন তাহলে রাখছি।'

'সতর্ক থেকো। খুব সতর্ক থেকো। গুড লাক।'

কেটে গেল লাইন। ফোন রেখে খানিক ভাবল কিছু রানা। পকেট থেকে একটা নামের তালিকা বের করল। কাল লাঞ্চের সময় রেস্টুরেন্টে উপস্থিত অতিথিদের অনেকের নাম লিখে এনেছে ও, সেই তালিকা। 'এতে যাদের নাম রয়েছে, প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ড জানতে হবে তোমাকে,' বলল রানা। 'যতজনকে প্রয়োজন কাজে লাগিয়ে দাও। প্রয়োজনে আমাদের যে কোন ব্রাঞ্চের সাহায্য চাইতে পারো।'

'জ্বি,' মাথা দোলাল হিরণ। দ্রুত এক নজর দেখে নিল তালিকাটা। 'এখন কি হোটেলে ফিরবেন? বলেন তো গাড়ি নিয়ে এগিয়ে দিয়ে আসি কিছুদূর।'

কি যেন ভাবল রানা। মৃদু হাসি ফুটল ঠোঁটের কোণে। 'পরে। আলো ফুটলে।'

'জ্বি?' বিস্ময় ফুটল যুবকের চেহারায়। 'কিন্তু ওরা যদি দেখে ফেলে?'

'আমি চাই দেখুক ওরা।'

বোকার মত তাকিয়ে থাকল হিরণ। 'বুঝলাম না। দেখে ফেললে...'

'ট্র্যাক স্যুট আছে না তোমার?' যুবককে দেখল রানা। লম্বায় চওড়ায় প্রায় ওরই সমান সে।

'জ্বি, আছে।'

'কেডস্?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'নিয়ে এসো ওগুলো। আর, আরেক কাপ কফি দিতে বলো। আমি একটু জিরিয়ে নিই।'

চেহারায় বিস্ময় নিয়ে আসন ছাড়ল হিরণ। দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দেখল রানাকে। ও তখন সাদেকের গদিমোড়া চেয়ারে আয়েশ করে বসেছে গা ছেড়ে দিয়ে। চোখ বোজা।

বেশ আলো হয়ে গেছে। আধ মাইলটাক ধীর গতিতে দৌড়ে জায়গামত পৌঁছল রানা, ভাবখানা যেন জগিং করতে বেরিয়েছিল। ততক্ষণে ঘামে ভিজে উঠেছে পরনের ট্র্যাক টপ। দু'চারটে গাড়ি সবে বের হতে শুরু করেছে পথে। ওর মত স্বাস্থ্য সচেতন জগারও আছে কিছু।

পিয়াযযা ডেলা রিপাবলিকাকে অর্ধেকটা চক্কর দিয়ে হোটেল লে সুপারবের দিকে তাকাল। সামনের বড় রাস্তায় বেশ কিছু অলিভগ্রীন পুলিস কার ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কয়েকটা রায়ট স্কোয়াড পার্সোনেল ক্যারিয়ার ও একটা অ্যাম্বুলেন্সও আছে। শেষেরটার মাথায় ধীরগতিতে, নিঃশব্দে ঘুরছে ব্লিংকার লাইট।

গেট দিয়ে ঢোকার মুখে বাধা দেয়া হলো রানাকে। দুই পুলিস সার্জেন্ট দ্রুত কাছে এসে দুই বাহু চেপে ধরল ওর। 'কোথায় যাচ্ছেন, সেনিয়র?'

ভারি বিস্মিত হয়েছে যেন, এমন চেহারা করে লোক দুটোকে দেখল ও। 'কেন, আমার স্যুইটে!'

'আপনার স্যুইট!' বলে উঠল এক অফিসার। বিস্ময় প্রকাশে সে-ও কম যায় না দেখা গেল। রানার আপাদমস্তক চোখ বোলাল লোকটা।

'কোন হোটেল!' বলল আরেকজন। 'কত নম্বর স্যুইট?'

'ডকুমেন্টি!' দাবি জানাল প্রথম অফিসার। 'ক্রেডেনশিয়ালস্! পাসপোর্ট! আইডেন্টিটি!'

'কি মুশকিল! জগিং করতে কেউ ওসব নিয়ে বের হয় নাকি? ওসব তো রুমে রেখে বেরিয়েছি।'

ভিড় একটু একটু করে বাড়ছে ওদেরকে ঘিরে। 'কখন বের হয়েছেন আপনি, সেনিয়র?'

'এই তো, ঘণ্টাখানেক।'

'কই, আমাদের কারও চোখে পড়ল না তো ব্যাপারটা!'

চোখমুখ কোঁচকাল ও। 'সে দোষ কি আমার?'

'কত নম্বর স্যুইট আপনার?'

এইবার খেপে উঠল মাসুদ রানা। 'মুসিবতের কথা! আপনারা এমনভাবে জেরা করছেন যেন আমি কোন মহা অন্যায় করে ফেলেছি বের হয়ে। রীতিমত ভিড় জমিয়ে ফেলেছেন রাস্তায়। একজন নিরীহ বিদেশীর সাথে এ কেমন আচরণ আপনাদের?'

'সরি, সেনিয়র!' ফ্রিজের পানি হয়ে গেল প্রথম অফিসার। 'রিয়েলি সরি। এই হোটেলে এ মুহূর্তে অনেক দেশী-বিদেশী ভিভিআইপি অবস্থান করছেন বলে বিশেষ গার্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশ চাপের মুখে আছি আমরা। মাফ করবেন, সেনিয়র, আপনার স্যুইট নাম্বারটা যদি বলেন...'

এদের কারও জানা নেই, এরমধ্যে সামনের জটলার কারণ ঘুম থেকে তুলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে পিয়েরো সিমকাকে। কন্টিকে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছে সে। সদ্য ঘুম ভাঙা চেহারায় দু'জনেরই বিভ্রান্তির ছাপ।

'সার্জেন্ট ব্লানডি!' ছোটখাট বিস্ফোরণের আওয়াজ বের হলো সিমকার গলা দিয়ে। 'সার্জেন্ট ইভারনো! ছেড়ে দিন ওঁকে। ভদ্রলোক আমাদের টীম মেম্বার।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত ঝাঁকি খেয়ে সোজা হয়ে গেল দুই অফিসার। খুব দ্রুত এক পা করে সরে দাঁড়াল রানার কাছ থেকে। 'সি, সি, সেনিয়র! সি!' বলল প্রথম অফিসার, ব্লানডি। সসম্মানে নড করল ওকে। 'সরি, সেনিয়র! এক্সট্রিমলি সরি।'

ছোট ছোট ব্যস্ত পায়ে রানার সামনে এসে দাঁড়াল সিমকা। 'কখন বের হলেন আপনি?'

'ঘণ্টাখানেক আগে। তখন কি আর জানতাম বের হলে এই পরিস্থিতিতে পড়তে হবে?'

'পরিস্থিতির জন্যে এদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, ঠিকই করেছে এরা,'

চিন্তিত কণ্ঠে বলল লোকটা। খবরটা সময়মত তাকে জানানো হয়নি কেন ভাবছে বোধহয়। 'আমাদের ইউনিটের প্রত্যেকের নিরাপত্তার জন্যেই এদের নিয়োগ করা হয়েছে এখানে। আপনি জানেন না কি করেছেন আপনি। ভাগ্য ভাল কোন ক্ষতি হয়নি আপনার।'

এতক্ষণ নীরবে রানাকে দেখছিল কন্টি অদ্ভুত চোখে। 'আপনি বের হলেন কি করে? কেউ বাধা দেয়নি?'

'নাহ্!' নির্বিকার চেহারা রানার। 'কেউ তো কিছু বলেনি।'

'সে পরে দেখব,' শীতল কণ্ঠে বলল সিমকা। 'এখন ভেতরে চলুন, সেনিয়র। আপনি জানেন না রোম কত ভয়ঙ্কর শহর। গার্ড ছাড়া একা এক আমেরিকান মিলিয়নেয়ারের পথে বের হওয়া, তাও অন্ধকারে··· ওহ্ গড!'

'এতসব ভেবে দেখিনি বের হওয়ার সময়। ভোরে এক্সারসাইজ করা বহুদিনের অভ্যেস। গত দু'দিন করতে পারিনি বলে গা ম্যাজ-ম্যাজ করছিল, তাই আজ বের হয়েছিলাম।' পালা করে ওদের দু'জনকে দেখল রানা। দু'জনেই ভীষণ গম্ভীর। 'কিন্তু আপনাদের উদ্বিগ্ন দেখে মনে হচ্ছে বোধহয় ভুলই করে ফেলেছি। সরি।'

'মারাত্মক ভুল করেছেন,' আগের চেয়েও শীতল গলায় বলল পিয়েরো সিমকা। 'আমি একজন সিনেটর। আমার এক বিদেশী অতিথির যদি আমারই দেশে মৃত্যু হত, কতবড় ফলস্ পজিশনে পড়ত ইটালি সরকার ভাবুন তো একবার!'

উত্তর দিল না রানা। 'যা হওয়ার হয়েছে,' বলল কন্টি। 'আর কখনও এমন কাজ করবেন না যেন, সেনিয়র।'

'পাগল নাকি?' সমঝদারের মত মাথা দোলাল ও। 'আবারও?'

একেবারে স্যুইট পর্যন্ত রানাকে পৌঁছে দিয়ে গেল সিমকা-কন্টি। তাদের সাথে এলিভেটর থেকে রানাকেও বের হতে দেখে যে বিস্ময় ফুটতে দেখা গেল কারাবিবিনিয়েরিদের চেহারায়, তা বর্ণনাতীত। শব্দ করে হেসে উঠতে ইচ্ছে হলো ওর।

'যান,' বলল কন্টি। 'রেস্ট করুন গিয়ে। আজকের প্রোগ্রাম মনে আছে তো সব?'

'শিওর।'

'গুড।'

দরজা খুলে যখন ভেতরে ঢুকছে রানা, পিঠের ওপর কয়েক জোড়া দৃষ্টি সেঁটে আছে বুঝতে পেরে কেমন এক শিরশিরে অনুভূতি জাগল বুকের ভেতরে। প্রথমেই ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজার কাছে এসে দাঁড়াল ও। আস্তে খুলল দরজা। ছোট্ট এক খণ্ড কাগজ শূন্যে পাক খেতে খেতে মেঝেতে পড়ল। দরজার ফাঁকে গোঁজা ছিল ওটা। নিশ্চিন্ত মনে দরজা লাগিয়ে বাথরুমের দিকে এগোল রানা। আজ তাহলে কেউ সফরে আসেনি।

অনেক সময় নিয়ে শাওয়ার সারল ও, শেভ করল। একদম ঝরঝরে, তরতাজা হয়ে বেরিয়ে এসে টেলিফোনে তিনজনের সমান নাস্তার অর্ডার দিল।

তারপর আপনমনে গুন্ গুন্ করে গান গাইতে বসল। গার্ড বসাবার আর যত কারণই থাক, ভাবছে রানা, একটা যে ওকে নজরবন্দী রাখা, তাতে আর কোন সন্দেহই রইল না। ও সবার অজান্তে বেরিয়েছিল জানতে পেরে চোখমুখের যে খেল্ দেখিয়েছে সিমকা ও কন্টি, তাতে পরিষ্কার লেখা ছিল সে কথা।

যেতে দেখলে বাধা ওরা দিত না নিশ্চয়ই। সময়মত খবরটা পৌঁছে দিত কেবল জায়গামত, এবং অনুসরণ করা হত রানাকে। ও কোথায় কোথায় যায়, কার সাথে দেখা করে, হয়তো জানতে আগ্রহী সিমকা। রুমে বসে কারও সাথে কথা বললে তা শোনার ব্যবস্থা তো করেই রেখেছে। কাজেই ঘর নিয়ে তার কোন চিন্তা ছিল না। ছিল 'বার' নিয়ে।

কিন্তু কেন? রানার বিরুদ্ধে ওদের এই গোয়েন্দাগিরি কেন? কিছু টের পেয়েছে ওরা? মনে হয় না। তাহলে? টীমে ও একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল বলে? মেলে না। নকের শব্দে চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেল ওর। রুম সার্ভিস। প্রকাণ্ড এব ট্রলি ট্রে উপ্‌চে পড়া ব্রেকফাস্ট নিয়ে হাজির হলো এক বয়।

সে বেরিয়ে যেতে খাবারের ওপর হামলে পড়ল ও। খাওয়া শেষ হতে ঢেকুর ছাড়ল তৃপ্তির। পট থেকে কফি ঢালছে, এই সময় আরেক বয় এসে একটা চিঠি দিয়ে গেল। ক্যামিলা ক্যাভোর পাঠিয়েছে। পড়ল ওটা রানা। সম্বোধন নেই, নিচে সইও নেই।

তুমি একটা আস্ত বর্বর, অসভ্য। কাল বেশ ক্ষতি করেছ তুমি আমার মসৃণ ত্বকের (দেখা যায় না অবশ্য)। কিন্তু তাই বলে তোমাকে ছেড়ে দেব ভেব না যেন। এর প্রতিশোধ আমি নেব। আমার মেকআপে যে বাড়তি কয়েকশো হাজার লিরা খরচ হবে, তার দায় তোমাকেই নিতে হবে। হো!
পুনঃ রাতে এতবার ফোন করলাম, সাড়া দিলে না কেন? জরুরী কাজে বাইরে যাচ্ছি। দুপুরে স্টুডিওতে দেখা হবে। চিয়াও, ক্যারো।

শুয়ে খানিক আকাশ-পাতাল ভাবল রানা। হোটেলের সার্ভ করা গোটা তিনেক ইংরেজি দৈনিকে চোখ বোলাল। সবগুলোই স্থানীয় দৈনিক। প্রতিটিতে ডি-ডে'র ইউনিটের তৎপরতার বেশ কয়েকটা করে ছোট-বড় খবর ছাপা হয়েছে।

দশটায় উঠল ও। কাপড় বদলে তৈরি হয়ে নিল বের হওয়ার জন্যে। সোয়া দশটায় কন্টির ল'ইয়ারের সাথে প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওর। কাগজপত্রসহ অপেক্ষা করছিল লোকটা। প্রাথমিক সৌজন্য বিনিময়ের পর কাজে লেগে গেল দু'জনে। অসংখ্য ধারা-উপধারায় ঠাসা ঢাউস দুই সেট ডকুমেন্ট পড়তে দেয়া হলো ওকে। এসব পড়া না পড়া সমান। পড়ে লাভ নেই, না পড়লেও লোকসান নেই। তবু ল'ইয়ারকে সন্তুষ্ট করার জন্যে পড়ল রানা। মাঝেমধ্যে এক-আধটা পয়েন্ট নির্দেশ করে তার ব্যাখ্যাও জানতে চাইল।

অবশেষে সন্তুষ্ট চেহারায় সই করল দলিলে। পাঁচ মিলিয়ন ডলারের চেক লিখে তুলে দিল ল'ইয়ারের হাতে। ওটা নেয়ার সময় লোকটাকে হাসতে দেখে রানাও হাসল, অবশ্য মনে মনে।

কাজ সেরে স্যুইটে ফিরল সাড়ে বারোটায়। আপাতত হাতে কাজ নেই। অতএব দেহ ও মনকে বিশ্রাম দেয়া যায় কিছুক্ষণ। প্রথমটা হলেও পরেরটা হলো না। আসা যাওয়ার পথে নতুন একদল গার্ড দেখেছে ও বাইরে। সেটা অবশ্য পালাবদলের কারণে হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু সিমকা, কন্টি বা ওদের আর কাউকে দেখতে পায়নি রানা, কেন? কোথায় ওরা সবাই?

দুপুরের শিডিউল রক্ষার জন্যে একটায় আবার বের হলো মাসুদ রানা। এবারও তাদের কাউকে দেখা গেল না। মনযা রুমে ও একা লাঞ্চ খেল। তারপর বাইরে ওর জন্যে অপেক্ষমাণ লিমোতে উঠল। গাড়ি ছেড়ে দিল শোফার লরেনযো কন্টি এম্পায়ারের উদ্দেশে। সেদিনের সেই তার কাঁটার ফেন্স ঘেরা এলাকার মধ্যেই তার স্টুডিও। প্রথমবার রাতে এসেছিল বলে ধারণাই করতে পারেনি রানা কতবড় এলাকা ওটা।

তিন ওয়্যারহাউসের পিছনে তিনদিকেই দিগন্ত বিস্তৃত ধু-ধু তেপান্তরের মাঠ। তার প্রায় সর্বত্র মাকড়সার জালের মত বিছিয়ে আছে সরু সরু পাকা রাস্তা। ভেতরে গাছপালা আছে প্রচুর। আর বড় বড় অনেকগুলো স্থাপনা। এতদূরে যে খালি চোখে দেখে বুঝতে পারল না রানা ওগুলো কি। চলতি গাড়ি থেকে বড় এক খাঁচার মধ্যে কম করেও গোটা বিশেক দানবাকৃতির কুকুর দেখতে পেল ও। দিন বলে আটকে রাখা হয়েছে।

ওগুলো জার্মান। নীল গায়ের রঙ। ওবেরশোয়াবেন উলফহাউন্ড।

রানার চেনা সমস্ত কুকুরের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, সবচেয়ে দ্রুত। একই বয়স ও ওজনের একটা অ্যালসেশিয়ানকে মাত্র দশ মিনিটে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলতে পারে উলফহাউন্ড। শিকারের দেহের একটাইমাত্র জায়গা পছন্দ ওদের, কণ্ঠনালী। স্বচক্ষে এদের নরহত্যা করতেও দেখেছে ও।

লিমো খাঁচা অতিক্রম করার সময় মনের আনন্দে হাঁক ছাড়ল ওদের কয়েকটা। জানালায় কাঁচ তোলা থাকায় ভেতরে তেমন এল না আওয়াজ, কিন্তু হাঁক ছাড়ার যে ভঙ্গি দেখল, তাতেই গায়ে কাঁটা দিল ওর।

মাঝারি গতিতে পাঁচ মিনিট একটানা চলার পর বড় কয়েকটা শহরের মডেলের কাছে পৌঁছে থামল লিমো। প্রথমেই লন্ডনের ট্রাফেলগার স্কোয়্যার চোখে পড়ল রানার। হুবহু এক। ওপাশে আমেরিকার স্ট্যাচু অভ লিবার্টি সগর্বে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। অনেক দূরে ক্রেমলিন প্রাসাদের একাংশ দেখল রানা। এখনও কাজ চলছে। তার সামনেই পাহাড় সমান উঁচু হয়ে আছে বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রী। সাদা হেলমেট মাথায় দেয়া নির্মাণ শ্রমিকরা মহাব্যস্ত। ডি-ডে'তে ধ্বংস দেখানো হবে এ সবের।

ওকে দেখে এক হুডহীন জীপ নিয়ে এগিয়ে এল কন্টি ও তার এইডস-ডি-ক্যাম্প। আকার ও গঠনে আস্ত এক ষাঁড় যেন লোকটা। আন্দালুসিয়ান ষাঁড়।

'আসুন, সেনিয়র,' হাসিমুখে রানাকে অভ্যর্থনা জানাল কন্টি। সকালের গাম্ভীর্যের কোন আভাসই নেই চেহারায়। যেন কিছুই ঘটেনি অস্বাভাবিক, সব ঠিকঠাক। 'আপনাকে আমাদের সংগ্রহ করা কিছু গ্রাউন্ড ইকুইপমেন্ট দেখিয়ে আনি।'

জীপে উঠে পড়ল ও। আবার চলা। মিনিট পাঁচেক পর খোলামেলা ফার্মল্যান্ডে পৌছল ওরা। এখানেও সেই একই ব্যাপার লক্ষ করল রানা। সর্বাধুনিক মার্কিন ট্যাঙ্ক, মোবাইল ফ্লেমথ্রোয়ারসহ অনেক কিছু আছে এখানে যার কিছু কিছু নিঃসন্দেহে ক্লাসিফায়েড লিস্টের। ইউএস নেভির কয়েকটা কপ্টার দেখল ও। গায়ে সপ্তম নৌবহরের সীল। এছাড়া ন্যাটোর কিউট ট্রিক, ইজরাইলের তৈরি কিছু হিট্ অ্যান্ড রান আর্মার্ড স্পীডবোটও রয়েছে ওর মধ্যে।

আর কি আছে এদের হাতে? টোমাহক মিসাইলের ফর্মূলা? থাকতেও পারে, ভাবল ও। এদের অন্তত দু'জনের যে রাজনৈতিক প্রভাব, তাতে ও জিনিস জোগাড় করাও হয়তো কঠিন কিছু না কন্টির জন্যে। আধ ঘন্টার মত ওখানে কাটাল ওরা, সবকিছু ঘুরিয়ে দেখানো হলো রানাকে। তারপর ফিরে চলল জীপ। মেইনগেটের কাছের দৈত্যাকার তিন ওয়্যারহাউস পেরিয়ে স্টুডিওর বিশাল প্রশাসনিক ভবনের সামনে এসে থামল।

ভবনের পিছনের খোলা মাঠে দানবীয় আকৃতির অনেকগুলো চোদ্দ চাকার ফ্ল্যাট ক্যারিয়ার দেখতে পেল রানা। ওর একটা একইসঙ্গে অন্তত চারটে ট্যাঙ্ক বহন করতে পারে। 'ও দুটোর মধ্যে কি আছে?' দু'পাশের অদেখা দুই ওয়্যারহাউস ইঙ্গিত করল রানা।

'ওহ্, ওগুলোয়?' হাসল কন্টি। 'আগে যেসব ছবি তৈরি করেছি, সেগুলোর যাবতীয় মালপত্র। ভাবছি ভবিষ্যতে ও দুটোকে জাদুঘর বানাব।'

সে না হয় বানিয়ো, মনে মনে বলল রানা, কিন্তু আমি ততদিন অপেক্ষা করতে পারব না। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই ঢুকব বিনা টিকেটে। বিল্ডিঙের বিশাল হলরুমে অনেকের মাঝে আর সব মহারথীকে হাজির দেখল ও। 'আসুন, আসুন!' সাদর অভ্যর্থনা জানাল স্যার হিউ মারসল্যান্ড। সিমকা মিটিমিটি হাসছে। তার একপাশে রয়েছে ক্যামিলা, অন্যপাশের আসন শূন্য। 'কেমন দেখলেন আমাদের শূটিং গ্রাউন্ড?' জানতে চাইল হিউ।

'চমৎকার এবং অবিশ্বাস্য,' বলল রানা। 'আমি ভীষণ প্রভাবিত হয়েছি। একদম ন্যাচারাল।'

'ন্যাচারালি,' দারুণ সন্তুষ্ট চেহারায় বড়সড় মাথাটা দোলাল হিউ। 'সেট পরিকল্পনার ব্যাপারে স্টাডস ম্যালোরি এক সুপার জিনিয়াস, আই টেল ইউ, স্যার।'

মাথা দোলাল ও। 'তাই তো দেখলাম। সত্যি চমৎকার হয়েছে।'

'থ্যাঙ্কিউ,' নড করল পরিচালক।

নিজের পাশের শূন্য আসন দেখাল ওকে সিমকা 'আসুন, সেনিয়র বসুন ও কিছু দেখাবে আমাদের কম্পিউটরে।'

এ-ও একদম স্বাভাবিক, বিস্ময় চেপে রেখে ভাবল রানা। মনে হলো সকালের কথা ভুলেই গেছে বুঝি। হঠাৎ একটা সন্দেহ জাগল মনে। এরা সবাই এখানে, অথচ শোফার ব্যাটা একা ওকে নিয়ে গেল গ্রাউন্ড দেখাতে, কেন? সবার এক সাথে যাওয়াই কি স্বাভাবিক ছিল না প্রথম রাতের মত? নাকি এর মধ্যে কোন বার্তা আছে? এরা আসলেই জেনে গেছে রানার পরিচয়? জেনেশুনে তামাশা করছে? বোঝাতে চাইছে তোমাকে আমরা কেয়ার করি না? আমরা আমাদের পরিকল্পনামত এগোব, তুমি পারলে ঠেকাও?

রানা বসতে হাঁক ছাড়ল ম্যালোরি, 'ইজল্যাম! কামন!'

ওপাশের এক চেয়ারে বসে ছিল গর্দানহীন মানুষটা, উঠে এল। সবার নজর তার ওপর নিবদ্ধ বুঝতে পেরে যেন লজ্জা পেল, লাল হয়ে উঠল নাকমুখ। একটা টেপ ম্যালোরির হাতে তাড়াতাড়ি ধরিয়ে দিয়েই পালিয়ে বাঁচল যেন সে। সবার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে টেপ ধরা হাত শূন্যে দোলাল পরিচালক।

'আমার নির্দেশ অনুযায়ী বন্ধু ইজল্যাম এটা তৈরি করেছে। একটা যুদ্ধের দৃশ্য আছে এতে। ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি আর দুই দল সৈন্যের লড়াই। দেখুন আপনারা।' টেপটা বড় পর্দার এক কম্পিউটরে ফীড করল সে। পিনপতন নিস্তব্ধতা নেমে এল রুমে। কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে নির্দিষ্ট সুইচ পাঞ্চ করল। পরমুহূর্তে গোটা নরক যেন ভেঙে পড়ল হলরুমের মধ্যে।

পাহাড় ঘেরা ছোট এক গ্রাম। পাহাড়ের ওপরের প্রায় সবদিক থেকে ভারী কামানের সাহায্যে তার ওপর তুমুল গোলাবর্ষণ চলছে। এদিকে গ্রামের ফসলের খেতে প্রায় মুখোমুখি লড়াই চলছে দুই দল সৈন্যের মধ্যে; তার মধ্যে দিয়ে হুড়মুড় করে ছুটছে ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি। ধুলা আর ধোঁয়ায় চারদিক আচ্ছন্ন। বিকট গুম গুম শব্দে ফুটছে কামানের গোলা। ট্যাঙ্কের আর হেভি মেশিনগানের মুহুর্মুহু হুঙ্কারে কানে তালা লেগে যাওয়ার দশা।

নকল সৈন্যরা মরছে কাতারে কাতারে, গ্রামবাসীরা আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে এদিক-ওদিক পালাচ্ছে। তারাও মরছে বেশুমার। একটু পর আকাশে উদয় হলো এক ঝাঁক বোমারু, শুরু হয়ে গেল ভারী বোমাবর্ষণ। মাত্র তিন মিনিটের দৃশ্য। শেষ মুহূর্তে স্টিল হলো দৃশ্য। সারাপর্দা জুড়ে ভাসছে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের চিহ্ন। লাশের ছড়াছড়ি।

'একবার ভেবে দেখুন,' বলল ম্যালোরি। 'এই একটি ছোট্ট দৃশ্য বড় পর্দায় কেমন দেখাবে? থাক, আপনাদের কল্পনা করতে হবে না। আমি দেখাচ্ছি কেমন দেখাবে।'

এক মিনিট পর টিভি টেপ মনিটরের সাহায্যে দেয়ালে ঝোলানো স্থায়ী পর্দায় দৃশ্যটা নতুন করে দেখল সবাই। মনে মনে হেদায়েতের জাদুকরী বিদ্যার প্রশংসা না করে পারল না মাসুদ রানা। এত বাস্তব, এত জান্তব হয়েছে পুরো সীনটা, চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। এরচেয়ে বাস্তব হতেই পারে না, ভাবছে ও। গুলি খেয়ে মানুষের পড়ে যাওয়া, তাদের যন্ত্রণাকাতর মুখে পেশীর

কুঞ্চন, সাহায্যের জন্যে অসহায় অক্ষতদের দিকে হাত বাড়ানোর দৃশ্যগুলো এক কথায় বাস্তবের চাইতেও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে।

'মূল ছবির জন্যে এসবের মাঝে ক্লোজ শটে নেয়া আরও প্রচুর দৃশ্য জুড়ে নেয়া হবে,' বলল ম্যালোরি। 'সে সব দৃশ্য আমাদের নিজেদের তৈরি সেটে শূট করা হবে। তখন,' নাটকীয় বিরতি দিল সে। 'এই ছবি দেখার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠবে সারা পৃথিবীর দর্শক।'

একটু পর কফি অথবা ড্রিঙ্কের সাথে হাল্কা খাবার পরিবেশন করা হলো অতিথিদের। সিমকা, ক্যামিলা, স্যার হিউ, ম্যালোরি ও মাসুদ রানা বসল এক টেবিলে। নায়িকা এ মুহূর্তে একটু গম্ভীর। বরং পিয়েরো সিমকাকে হাসিখুশি দেখাচ্ছে। সকালে রানার পুলিসের হাতে পাকড়াও হওয়ার বিষয় নিয়ে ওকে খোঁচাল সে খানিক। ক্যামিলার সাথে হাসাহাসিও করল।

কফি অর্ধেক শেষ হয়েছে, এই সময় এক ফুটম্যান একটা টেলিফোন সেট নিয়ে এল। 'আপনার ফোন, সেনিয়র,' রানাকে বলল সে।

'আমার?' ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে গেল ও।

'সি, সেনিয়র।'

রিসিভার নিল রানা। না তাকিয়েও বুঝল সবাই ওকেই লক্ষ করছে। 'হ্যালো! কে বলছেন?'

'সেনিয়র রানা? আমি রোজানা মোরান্ডি।'

দম আটকে এল ওর। সাদেকের বান্ধবী এখানে ওকে খুঁজে পেল কি করে ভেবে পেল না কিছুতেই। অজানা এক অমঙ্গল আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠল।

'ও আচ্ছা। হ্যালো, কেমন আছেন?' কণ্ঠে নিরাসক্ত ভাব ফোটাবার চেষ্টা করল রানা। যদিও খুব একটা কাজ হয়েছে বলে ভরসা হলো না।

'আপনাকে খুব জরুরী একটা কথা বলার ছিল। কথাটা বলার জন্যে সেনিয়র হিরণকে ধরার অনেক চেষ্টা করেছি, পেলাম না ওঁকে। এদিকে আজ রাতে আমার ফ্লাইট। খবরটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, নইলে যোগাযোগ করার ঝুঁকি নিতাম না। ফোন করে হয়তো আপনাকে অসুবিধেয় ফেলে দিলাম। কিন্তু আর কোন...'

'বুঝেছি,' বাধা দিল রানা। 'তা কখন সই করতে হবে ডীডে?'

থমকে গেল রোজানা। 'জ্বি, কি বললেন?'

'মুশকিলে ফেলে দিলেন, সাহেব। আমি একটা পার্টিতে অ্যাটেন্ড করছি, এখন তো আসা সম্ভব নয়।'

বেশ কিছু সময় চুপ করে থাকল মেয়েটি। 'বুঝেছি, আশেপাশে অন্যরা রয়েছে বলে কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছে আপনার।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। এঁরা আমার নতুন ব্যবসায়িক পার্টনার, এঁদের ছেড়ে এই মুহূর্তে চলে আসাটা রীতিমত অভদ্রতা হয়ে যাবে।'

'তাহলে...খবরটা জানাই কি করে?' আনমনে নিজেকে প্রশ্ন করল সে। 'আমি ফিরতে...'

'কি বললেন যেন অয়েল ফিল্ডের নাম? কোথায়? ও, সৌদি আরবে? তা

ইয়ে, এক কাজ করুন না, কাগজপত্র যা যা আছে, সব নিয়ে আমার হোটেলে চলে আসুন ঠিক সাড়ে ছটায়। আমি চেক করে দেব। ডেস্কে গ্যারি কারের কথা বললে ওরা আপনাকে আমার স্যুইটে পৌঁছে দেবে। ওকে?'

'সাড়ে ছটায়?'

'হ্যাঁ। ওই সময়ে হলে ভাল হয়।'

'ঠিক আছে। আমি থাকব।'

ফোন রাখতে পেরে বাঁচল যেন রানা। সিমকা ও ক্যামিলার দিকে তাকিয়ে হাসল। 'আর বলবেন না, এক তেল ব্যবসায়ী। কোথাও গিয়ে যদি একটু শান্তিতে থাকা যায় এদের জ্বালায়,' শেষটুকু আপনমনে গজ গজ করে বলল।

একজনও কিছু বলল না। দেখে মনে হলো শোনেইনি। পনেরো মিনিট অস্থির চিত্তে অপেক্ষা করল ও, তারপর মেন'স রুমে যাওয়ার কথা বলে ক্ষমা চেয়ে আসন ছাড়ল। যাওয়ার পথে এক পে ফোন থেকে হোটেলে যোগাযোগ করল, ডেস্কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ জানিয়ে অনেকটা স্বস্তি বোধ করল। প্রয়োজন ছিল না, তবু মেন'স রুম ঘুরে এসে দলের সাথে যোগ দিল। একটু পর শেষ হলো পার্টি। ক্যামিলা যাবে তার ভয়েস কোচের কাছে চার ঘণ্টার সেশনে যোগ দিতে। তাকে নিয়ে চলে গেল সিমকা।

রওনা হওয়ার আগে সন্ধের পর মনযা রুমে তার থ্রো করা ডিনার পার্টিতে রানাকে যোগ দেয়ার অনুরোধ জানাতে ভুলল না লোকটা। তখন সবে পাঁচটা, তাই ফেরার জন্যে খুব একটা ব্যস্ত হলো না রানা। তাছাড়া কন্টি ওকে তার গাড়িতে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে, অতএব ধীরেসুস্থে আরেক কাপ কফি খেল ও।

কাজ সম্পর্কে একে-তাকে হাজারো নির্দেশ-পরামর্শ দিয়ে প্রযোজক যখন ফ্রী হলো, তখন প্রায় সাড়ে পাঁচটা। শহরে ফিরে চলল ওরা। পথে এটা-ওটা নিয়ে আলাপ জমাবার চেষ্টা করল কন্টি, কিন্তু রানাকে অন্যমনস্ক দেখে ক্ষ্যান্ত দিল এক সময়। অফিস ছুটি পরবর্তী রাশ ঠেলে হোটেলে পৌঁছতে সোয়া ছয়টা বেজে গেল।

ডেস্কে খোঁজ নিল রানা ওর কোন গেস্ট এসেছে কি না। জানা গেল এসেছে। নির্দেশ অনুযায়ী তাকে ওর স্যুইটে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এলিভেটর থেকে বের হতে সিমকার মোতায়েন করা কারাবিনিয়েরি হাসি দিল ওকে দেখে। 'আপনার এক গেস্ট এসেছেন, সেনিয়র,' বলল সে। ইঙ্গিতে ওর বন্ধ দরজা দেখাল। 'ভেতরে আছেন।'

'ধন্যবাদ।'

ভেতরে ঢুকল রানা। সামনের দরজা লক করে দ্রুত পায়ে এগোল। মৃদু কণ্ঠে ডাকল মেয়েটির নাম ধরে। সাড়া এল না। আবার ডাকল ও, তবু সাড়া নেই। বেডরুমের দিকে এগোল। গেল কোথায়? বাথরুমে? দোরগোড়ায় পৌঁছতে গলা দিয়ে আপনাআপনি এক বিস্ময়ধ্বনি বেরিয়ে এল ওর। থেমে পড়ল চট্ করে।

বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে চিত হয়ে পড়ে আছে মেয়েটি। অনড়। হুঁশ ফিরতে দ্রুত এগোল রানা। 'রোজানা!'

আবার থমকে দাঁড়াতে হলো। সুন্দর গলাটা এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত হাঁ হয়ে আছে মেয়েটির। জবাই করা হয়েছে ওকে। রক্তে ভেসে গেছে বিছানা। হাত দিয়ে দেখল ও এখনও গরম আছে দেহটা।

ছয়

ভীষণ আফসোস হলো। নিজেকে ধিক্কার দিল রানা। মেয়েটির মৃত্যুর জন্যে আর কেউ নয়, ও নিজে দায়ী। রানাই হত্যা করেছে ওকে। রোজানা পিয়েরো সিমকার খুব চেনা, কথাটা ভুলে গিয়ে চরম বোকামি করে ফেলেছে, আর ওর ভুলের মাসুল জীবন দিয়ে শোধ করে গেল হতভাগ্য মেয়েটি। হতবিহ্বল চোখে নিজের হাতের দিকে তাকাল ও, বেখেয়ালে ভাবল, যে তীক্ষ্ণধার অস্ত্র দিয়ে রোজানাকে জবাই করা হয়েছে, সেটা বোধহয় ওরই হাতে রয়েছে এখনও।

কে করেছে কাজটা? কার হাতে খুন হলো রোজানা মোরান্ডি? কি জরুরী খবর দিতে এসেছিল সে ওকে? মস্তিষ্কের ধোঁয়াটে ভাবটা দ্রুত কেটে যেতে শুরু করল। ব্যস্ত চোখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল রানা। কোন্ পথে এসেছে খুনী? আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল সে রুমে, না রোজানা পৌঁছার পরে এসেছে?

প্রথম প্রশ্নের জবাব অল্পক্ষণেই পেয়ে গেল ও। ব্যালকনির দুটো জানালার একটা খোলা। অথচ স্পষ্ট মনে আছে, বের হওয়ার সময় দরজা-জানালা বন্ধ আছে কি না ভালমত চেক করেই বের হয়েছিল রানা। কোন সন্দেহ নেই।

চরম ভুল হয়ে গেছে, মৃত রোজানার সুন্দর, কমনীয় মুখটার দিকে তাকিয়ে আপনমনে মাথা দোলাতে লাগল ও, মহা ভুল হয়ে গেছে। এমন কিছু ঘটতে পারে আগেই বোঝা উচিত ছিল।

পিয়েরো সিমকা!

একটাই নাম মনে জাগল মাসুদ রানার। এ কাজ ওই বামুন হারামজাদার না হয়েই যায় না। স্টুডিওতে রানা যখন মেন'স রুমে গেল, তখন নিশ্চয়ই সে ফুটম্যানকে ডেকে জেনে নিয়েছে কে করেছে ফোন। ওর আগের সন্দেহ যদি ঠিক হয়, যদি আগেই সিমকা ওর পরিচয় জেনে গিয়ে থাকে, এক মেয়ে করেছে শুনেই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। কারণ রোজানা যে সাদেকের বান্ধবী ছিল, এ কথা সিমকার অজানা থাকার কথা নয়।

হয়তো এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যেই হঠাৎ ক্যামিলার ভয়েস কোচের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তাকে নিয়ে কায়দা করে সরে পড়ে সে। কন্টির সাথে লোকটার কি কথা হয়েছে কে জানে, তখন খেয়াল না করলেও এখন রানা পরিষ্কার বুঝতে পারছে ওকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যেই

স্টুডিওতে কাজের নামে অহেতুক সময় নষ্ট করেছে সে। আর এদিকে হোটেলে চলে এসেছে সিমকা, হয়তো আড়াল থেকে দেখে নিশ্চিত হতে চেয়েছে কে দেখা করতে আসছে রানার সাথে।

এবং রোজানাকে দেখামাত্র করণীয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছে। কাজও করেছে সেইমত।

মাথা দোলাল রানা। ঠিক তাই। কোন ভুল নেই। ওর ভাবনার লাইনে ধোঁয়া নেই একটুও, একদম দিনের আলোর মত পরিষ্কার। এ-ও পরিষ্কার, আগে থেকেই ওর সম্পর্কে জানত এরা। এ ক'দিন আসলে তামাশা দেখেছে, কি ভাবে ওকে ফাঁসানো যায় সেই ফন্দী এঁটেছে।

এখন ফেঁসে গেছে মাসুদ রানা। নরহত্যার দায়ে! অজান্তেই আপাদমস্তক শিউরে উঠল ওর। খুব দ্রুত অন্য লাইনে কাজ শুরু করে দিল মাথা। এ মুহূর্তে একটাই কাজ আছে, পালাতে হবে। সুটকেস নেয়ার উপায় নেই, তাই ওটার দিকে তাকাল না রানা। যে সব না নিলেই নয়, সেগুলো ব্রীফকেসে ভরে তৈরি হয়ে নিল। রুমের আলো নিভিয়ে দিল।

হঠাৎ একটা আইডিয়া এল মাথায়। রোজানার মৃতদেহ যদি আর কোন রুমে সরিয়ে ফেলে ও, কেমন হয়? যদি···চমকে উঠল রানা দরজায় জোর নকের আওয়াজ শুনে। পরমুহূর্তে মোটা একটা গলা শোনা গেল। 'ওপেন দ্য ডোর, সেনিয়র! পুলিস!'

বুকের ভেতর ধক্ করে উঠল। সর্বনাশ! পুলিস! কেন? ওরা···এই অবস্থায় যদি দেখে ওকে পুলিস, ঘরের মধ্যে এক লাশের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে···আর ভাবতে পারল না। স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল মুহূর্তের জন্যে। আবার নক্ হলো। নক্ নয়, বোমা পড়ল যেন। 'দরজা খুলুন, সেনিয়র! পুলিস!'

'দুঃখিত, রোজানা,' চাপা কণ্ঠে বলে ব্রীফকেস তুলে নিল ও। 'তোমার মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। কথা দিচ্ছি, সাদেক আর তোমার হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবই।'

চিতার মত নিঃশব্দ, ক্ষিপ্র পায়ে ব্যালকনির দিকে এগোল ও। সামনের বন্ধ দরজার ওপাশ থেকে চেঁচিয়ে উঠল একই গলা। 'দরজা খুলুন, সেনিয়র! নইলে ভেঙে ঢুকব আমরা!'

ব্যালকনিতে পৌঁছে নিচে উঁকি দিল রানা, সঙ্গে সঙ্গে ছাঁৎ করে উঠল বুকের মধ্যে। দুটো ছায়া দেখা যাচ্ছে নিচে। অন্ধকারে পরিষ্কার বোঝা যায় না, তবে মনে হলো পুলিসই হবে। মুখ তুলে খুব সম্ভব এই ব্যালকনির দিকেই তাকিয়ে আছে। ঝপ্ করে বসে পড়ল ও। এ ধরনের বিপদে বেশিরভাগ মানুষের যেখানে ভয়ে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাওয়ার কথা, সেখানে ওর বেলায় ঘটছে উল্টো।

ভয়ের প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে। এ মুহূর্তে একদম শান্ত। ভীষণ রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ব্রীফকেস খুলে দেশী এক পেপারব্যাক ওয়েস্টার্ন বের করল রানা। নিরীহ দর্শন চেহারা। কিন্তু ভেতরে একটিও পৃষ্ঠা নেই, আছে

প্রচ্ছদের সাইজে কেটে বসানো এক ফালি জেলিগনাইট। মুক্ত বাতাসের সংস্পর্শে এলে ত্রিশ সেকেন্ড পর ভয়াবহ শব্দে বিস্ফোরিত হবে জিনিসটা। বাতাসের হাত থেকে সুরক্ষার জন্যে বইয়ের খোলা তিন মুখ সার্জিক্যাল টেপ দিয়ে আটকে রাখা আছে।

কেসের ডালা বন্ধ করে উঠে দাঁড়াল রানা। কাজটা সারতে বড়জোর পাঁচ সেকেন্ড সময় লেগেছে ওর। আরেকবার নিচে তাকাল, আছে ব্যাটারা। ওদিকে সামনের দরজায় দুম্ দুম্ আওয়াজ উঠছে। আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়বে।

ফড়াৎ করে এক টানে টেপসহ ওটার ব্যাক কভার ছিঁড়ে ফেলল রানা। চোখ ঘড়ির লিউমিনাস কাঁটার ওপর, ডান হাতের বুড়ো আঙুল ও তর্জনী দিয়ে চিত করে টিপে ধরে রেখেছে বইটা। বাইশ সেকেন্ডের মাথায় বইটা হোটেলের সামনের দিক সই করে ছুঁড়ে দিল ও ফ্রিসবি ছোঁড়ার মত। বাতাসে পেট ভাসিয়ে ঘুরপাক খেতে খেতে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল ওটা।

ঠিক আট সেকেন্ড পর বিকট শব্দে বিস্ফোরিত হলো জেলিগনাইট, পুরো হোটেল ভবন কেঁপে উঠল ভীষণভাবে। আগুনের লক্‌লকে জিভ লাফিয়ে উঠল আকাশে। শক্ ওয়েভের জোর ধাক্কায় অসংখ্য জানালার কাঁচ গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল, হোটেলের প্রবেশপথে মহা শোরগোল শুরু হয়ে গেল। এদিকে বিস্ফোরণের শব্দে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল নিচের দুই পুলিস, পরমুহূর্তে ছিট্‌কে পড়ল বাতাসের ধাক্কায়। কোনরকমে সামলে উঠেই এলোমেলো পায়ে পড়িমরি ছুট লাগাল সামনের দিকে।

সুযোগটা ঝটপট কাজে লাগাল রানা। ব্রীফকেস নিচে ছুঁড়ে ফেলে পিলার বেয়ে তরতর করে নেমে গেল। সবার মনোযোগ এখন সামনের দিকে, কাজেই বিনা বাধায় বেরিয়ে পড়ল ও পিছনের গেট দিয়ে। কেউ টেরই পেল না।

পনেরো মিনিট পর ছোট এক বারে মৃত্যু হলো টেক্সান অয়েল প্লেবয় গ্যারি কারের, বেন কার্পেন্টার হয়ে বেরিয়ে এল রানা। এক পাব থেকে ফোনে হিরণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে রওনা হলো ট্রাসটিভেয়ারের সেফ হাউসের দিকে। টাইবারের তীর ধরে খানিক হেঁটে এগোল ও, বাকি পথ দু'বার ট্যাক্সি, একবার বাসে চড়ে। পন্টি গ্যারিবাল্ডির বড় ব্রিজের কাছে বাস থেকে নেমে পড়ল রানা, সেফ হাউস এখান থেকে কাছেই। সম্ভাব্য ফেউ খসাবার জন্যে শেষবারের মত কিছুক্ষণ এ গলি ও গলি করল ও, তারপর আরেক বারে ঢুকল।

রাতটা দৌড়ঝাঁপের মধ্যে দিয়ে কাটতে পারে ভেবে ডিনার সেরে নিল একবারে। শেষে কড়া এক কাপ এসপ্রেসো খেয়ে যখন বের হলো, তখন আটটা বাজে। নক্ হতে দরজা খুলল হিরণ। ওকে ভেতরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল।

'এমন দেখাচ্ছে কেন আপনাকে, মাসুদ ভাই? কি হয়েছে?'

ব্রীফকেস রেখে চেয়ারে বসল ও। 'রোজানাকে খুন করেছে সিমকা।'

'অ্যাঁ!' চমকে উঠল যুবক।

'কি এক জরুরী খবর দেয়ার জন্যে তোমাকে খুব খুঁজেছে আজ মেয়েটি, না পেয়ে সরাসরি যোগাযোগ করেছিল আমার সাথে। ব্যাপার টের পেয়ে সিমকা মুখ বন্ধ করে দিয়েছে ওর।'

চেহারা কালো হয়ে গেল যুবকের। মুখ নিচু করে ঝাড়া এক মিনিট মাটির দিকে তাকিয়ে থাকল। 'আপনার সেই তালিকায় স্থানীয় যারা আছে, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড চেকিঙে ব্যস্ত ছিলাম আমি,' অন্যমনস্ক কণ্ঠে বলল সে। 'ইশ্‌শ্‌! এ কি হয়ে গেল?'

'রোজানার মৃত্যুর জন্যে আমি দায়ী,' সিগারেট ধরাল রানা। 'আমার বোকামির জন্যেই মরতে হলো ওকে।'

প্রশ্ন করল না হিরণ, নীরবে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে। চেহারায় বিষাদ ও আগ্রহ। সংক্ষেপে ঘটনাটা খুলে বলল ও। বেশ সময় লাগল যুবকের সহজ হতে। পকেট থেকে টাইপ করা একটা শীট বের করে এগিয়ে দিল সে। 'দুপুরের পর এসেছে এটা ঢাকা থেকে।'

পড়তে লেগে গেল রানা। যা জানা গেল তা এরকমঃ সুইটজারল্যান্ডের লুগানোয় লুগানো ব্যাঙ্ক নামে এক ব্যাঙ্ক আছে, লিবারেল বলে খ্যাত সুইস ব্যাঙ্কিং স্ট্যান্ডার্ডকেও এতটাই টপকে গেছে ওরা, যা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ওটার ষাট শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে পিয়েরো সিমকা, ত্রিশ শতাংশ লরেনযো কন্টি। দেশ বিদেশে যে স্থাবর সম্পত্তি আছে সিমকার, তার আনুমানিক মূল্য চব্বিশ বিলিয়ন ডলার। কন্টিও প্রায় সম-পরিমাণ অর্থবিত্তের মালিক। তবে এদের সমস্ত অর্থ বিদেশে।

সিমকা একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। সে সময় তাকে সাসেক্সের একটা রেস্ট ফার্মে ভর্তি করা হয়। ইজিফুল একরস্ ওটার নাম। ওদের রেকর্ডে কন্টি, ম্যালোরি ও হেদায়েতুল ইসলামের নাম আছে। দু'চারদিন আগে-পরে ওখানে ভর্তি করা হয় তাদের। দু'মাসের বেশি সময় ছিল ওখানে তারা। কিন্তু সিমকার নাম রেকর্ডে নেই। এর কারণ জানা গেছে।

রোগী হিসেবে নয়, ফার্মের জার্মান রেসিডেন্ট সার্জন, ড. আনটেনওয়েজারের অতিথি হিসেবে ছিল সে। এই ডাক্তার মেডিটেশন বিষয়ে অত্যন্ত পারদর্শী।

মানসিক রোগীদের ওপর এ বিদ্যা প্রয়োগের জন্যে এক চিনা চিকিৎসক জুঙ বিশেষ এক পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করেন, যার নাম *আই চিঙ*, ইংরেজিতে ট্রানসেনডেন্টাল মেডিটেশন যাকে বলে, তার কাছাকাছি। পরে সেই চিনা চিকিৎসকের নামে পদ্ধতিটির নাম রাখা হয়—জুঙ। রোগীদের সম্মোহন করে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করতেন জুঙ। যথেষ্ট কার্যকর প্রমাণিত হয় তাঁর এ পদ্ধতি। অবশ্য দীর্ঘ সময় লাগত রোগীর সেরে উঠতে।

প্রথমদিকে জুঙের পদ্ধতি অনুসরণ করত বলে জুঙিয়ান হিসেবে খ্যাত ছিল আনটেনওয়েজার। কিন্তু তাতে সময় বেশি লাগে বলে পরে গবেষণার মাধ্যমে জুঙেরই এক শর্টকাট নিরাময়ের রাস্তা বের করে সে একই রোগের ক্ষেত্রে।

তাতে সুফল কতখানি অর্জিত হয়েছে জানা না গেলেও প্রচুর কুফল যে হয়েছে, তার প্রমাণ আছে ভূরি ভূরি। জার্মান পত্রপত্রিকা উঠেপড়ে লাগে তার বিরুদ্ধে, তাকে আখ্যা দেয় জুঙফেক নামে। সরকার চিকিৎসার লাইসেন্স বাতিল করে আনটেনওয়েজারের, জনরোষের ভয়ে দেশ ছেড়ে পালায় সে, ইংল্যান্ড চলে আসে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময় সেটা।

সাসেক্সে বিশাল এক ফার্মল্যান্ড কিনে সেখানে প্রতিষ্ঠা করে সে নিজের রেস্ট ফার্ম। ইজিফুল একরস্। তার ওখানে যতদিন ছিল সিমকা, বন্ধ এক রুমে থাকত সর্বক্ষণ। ড. ওয়েজার ছাড়া কেউ যেত না সে রুমে। কড়াকড়িভাবে নিষেধ ছিল। ফার্মের এক প্রাক্তন কর্মচারী, বর্তমানে লন্ডনের টার্নব্রিজ ওয়েলসে বসবাসরত রিকি জর্ডান হলপ করে বলেছে, একদিন ওখানকার বারান্দা ঝাঁট দেয়ার সময় সিমকার রুমের দরজা খোলা দেখে কৌতূহলী হয়ে উঁকি দিয়েছিল সে।

ভেতরে কটে শোয়া দেখেছে সে তখন লোকটাকে, হাত-পা বাঁধা ছিল। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলেছে জর্ডান, সেই লোকই আজকের ইটালিয়ান সিনেটর, পিয়েরো সিমকা। বিসিআইয়ের লন্ডন অফিস জানিয়েছে, আসলে ড. ওয়েজার নয়, ইজিফুলের মালিক লন্ডনের এক সিটি কম্বাইন। সারাদেশে তাদের অনেকগুলো একই ধরনের রেস্ট ফার্ম আছে। সবগুলোই অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এবং লাভজনক।

সবচেয়ে মজার ঘটনা, সিটি কম্বাইনের চেয়ারম্যান অভ দ্য বোর্ড আর কেউ নয়, স্বনামখ্যাত স্যার হিউ মারসল্যান্ড। বোর্ডের অন্য সদস্যরা কেবল কাগজে আছে, কাজের বেলায় নেই। অস্তিত্বহীন, ডামি। স্যার হিউ একাই পরিচালনা করে চেইনের সবগুলো ক্লিনিক।

থামল মাসুদ রানা। আচ্ছা! আপনমনে ভাবল, কেচ্ছা তাহলে এই? জুঙফ্রাউ নয়, তাহলে জুঙফেক বোঝাতে নোট বইয়ে CH লিখেছিল সাদেক? দীর্ঘক্ষণ লাগল ওর ধরায় ফিরতে।

ফের মন দিল রিপোর্টে। সোনার প্রতি দুর্বলতা আছে স্যার হিউর। টাকার দাম ওঠানামা করে, সোনার দাম স্থিতিশীল থাকে। তাই কয়েকবছর আগে থেকে টাকাকে সোনায় রূপান্তরিত করতে শুরু করে সে। সিমকা, কন্টি ও ম্যালোরিও তাকে অনুসরণ করে। সহজে বহনযোগ্য ইনগটে পরিণত করে সবাই মিলে সিমকা-কন্টির লুগানো ব্যাঙ্কের অল প্রুফ ভল্টে সোনা জমা করতে শুরু করে।

অতিসম্প্রতি তাদের গচ্ছিত সমস্ত সোনা খুব গোপনে অন্যত্র সরিয়ে ফেলা হয়েছে। কোথায় নেয়া হয়েছে জানা যায়নি। তবে কয়েকটি দেশের গোয়েন্দা সংস্থার অনুমান, দক্ষিণ-পুব এশিয়ার কোনও দেশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে খুব সম্ভব।

রুমের আরেক কোণে টিভি দেখছিল হিরণ। আচমকা সিধে হলো সে। ঝট্ করে এদিকে ঘুরল। 'মাসুদ ভাই!'

চোখ তুলল ও, নজর পড়ল টিভি পর্দায় নিজের ছবির ওপর। বিশেষ নিউজ

বুলেটিন প্রচার করছে রোম টিভি নেটওয়ার্ক। '...আলিটালিয়ার এক এয়ার হোস্টেস, রোজানা মোরান্ডিকে মৃত উদ্ধার করেছে পুলিস। তীক্ষ্ণধার ছোরা দিয়ে জবাই করা হয়েছে তাকে। হোটেলের উক্ত ফ্লোরে ডিউটিরত কারাবিনিয়েরি হলপ করে বলেছে, মিস মোরান্ডি স্যুইটে ঢোকার পর স্যুইটের টেক্সান গেস্ট, রজার গ্যারি কার ছাড়া আর কেউ ভেতরে ঢোকেনি।

'রোম পুলিস উক্ত মার্কিন ব্যবসায়ীটিকে খুঁজছে। গ্যারি কার দীর্ঘদেহী। গায়ের রঙ উজ্জ্বল শ্যামলা। মাথার চুল কালো, ব্যাক ব্রাশ করা। ক্লীন শেভড। বয়স আটাশ থেকে ত্রিশের মধ্যে। তাকে শেষ দেখা গেছে ইংলিশ কাট্ ডার্ক গ্রে টপ্ কোট, গ্রে ফ্লানেল স্যুট ও ডার্ক গ্রে ফেল্ট হ্যাট পরা অবস্থায়। ইটালিয়ানে কথা বলতে পারে সে। এ ব্যাপারে পুলিস জনসাধারণের সাহায্য কামনা করেছে।'

পর্দার দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। ডুবে আছে গভীর চিন্তায়। বেশ শক্ত প্যাঁচেই তাহলে ফেলেছে ওকে পিয়েরো সিমকা। নরহত্যার দায়ে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। এবার নিশ্চই পুরো ইটালিয়ান মিডিয়াকে ওর পিছনে লেলিয়ে দেবে? এবং পুলিস প্রশাসনের ওপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করবে ওকে পাকড়াও করার জন্যে? তা সিমকা করতেই পারে, সে ক্ষমতা তার আছে। আর ক্ষমতা দেখানোর এটাই উপযুক্ত মুহূর্ত।

'এখন কি করবেন, মাসুদ ভাই?' বলে উঠল হিরণ।

'কি করব?' ভাবল ও, করার একটাই আছে, হানা দিতে হবে লরেনযো কন্টির ওয়্যারহাউসে। জানতে হবে আর কি কি আছে ওর মধ্যে। যে সমস্ত মিলিটারি ইকুইপমেন্ট ওখানে দেখেছে রানা, তার সাহায্যে অনেক কিছুই করে বসতে পারে ওরা। কাজেই আগে ওকে জানতে হবে ওসব শুধুই প্রপ নয়, আসল জিনিস। এবং মতলব খারাপ ওদের। যদি তা প্রমাণ করা সম্ভব হয়, তাহলে যা করার এদেশের প্রশাসনই করবে। আর যদি না হয়...সে তখন দেখা যাবে। 'এ মুহূর্তে করার একটাই আছে,' বলল ও। 'সিমকার লেজে পা দেয়া। এবং আজই করতে হবে যা করার।' ওর মন বলল ওগুলো খাঁটি। প্রপ হতেই পারে না। শুধু প্রপ পাহারা দেয়ার জন্যে এত গার্ড ও কুকুর প্রয়োজন হয় না।

'আজ রাতে?'

'হ্যাঁ।'

খানিক চুপ করে থাকল হিরণ। 'আমিও যাব।'

কথা বলল না রানা, মনে হলো শুনতে পায়নি।

'মাসুদ ভাই!'

'কিছু বলছ?'

'বলছি আমিও যাব আপনার সাথে।'

'কোথায়?'

'আপনি যেখানে যাবেন।'

আপত্তি জানাল না রানা। ভাবল একজন সঙ্গী থাকলে বরং ভালই হবে।

গার্ড আর কুকুরের সংখ্যা খুব বেশি ওখানে। পিছনদিকটা কভার করার জন্যে একজন থাকলে মন্দ হয় না। 'বেশ,' বলল ও। 'যেয়ো।' পকেট থেকে এক তাড়া ইটালিয়ান নোট বের করল। 'আগে একটা কাজ করো। আমার জন্যে সাধারণ একটা স্যুট, গ্রেট কোট ইত্যাদি কিনে নিয়ে এসো। আর কিছু সস্তা হ্যামবার্গার। গোটা আট-দশেক।' আরও দুয়েকটা জিনিসের নাম বলল ও।

'হ্যামবার্গার কেন!'

'ওখানে প্রচুর কুকুর আছে। ওগুলোকে ঠাণ্ডা করতে দরকার হবে।'

'তাহলে তো সিডেটিভও...'

'আছে আমার শেভিং কিটে।'

'আর কিছু?'

'ভুয়া নামে একটা গাড়ি ভাড়া করো, আর...নিঃশব্দে চলার মত কিছু হলে ভাল হয়। ওখানে পৌঁছে বড় রাস্তায় গাড়ি রেখে এগোতে হবে। একেবারে কম নয় পথ। রাই-সাইকেল হলে...'

'আছে ও জিনিস,' বাধা দিয়ে বলে উঠল হিরণ। 'একজোড়া কোলাপসিবল রাই-সাইকেল আছে আমাদের, ওগুলো গাড়ির ট্রাঙ্কে ভরে নিয়ে আসব।'

'গুড। নিয়ে এসো।'

'পথে বের হওয়ার আগে আপনার চেহারা খানিকটা বদলে নিলে ভাল হয় না?'

মাথা দোলাল রানা। 'সাধারণ স্যুট আর নতুন পাসপোর্টেই কাজ চলে যাবে।'

'ওখানে শুধুই কুকুর গার্ড, মানুষ নেই?'

'আছে, প্রচুর।'

'ওদের হাত থেকে বাঁচার উপায় ভাবতে হবে না?' বলল যুবক।

'ভেবেছি। তুমি ওদের ডাইভার্ট করবে।'

'কি করে?' চোখ কোঁচকাল হিরণ।

'সে পরে ভেবে বের করা যাবে। কাজ সেরে এসো।'

দুই ঘণ্টা পর ফিরল হিরণ। জিনিসপত্রের সাথে এক হালি লেট নাইট এডিশন খবরের কাগজও নিয়ে এসেছে। যা ভাবছিল রানা একটু আগে, সবগুলো পত্রিকা গুরুত্ব দিয়ে ছেপেছে রোজানা মোরান্ডি হত্যাকাণ্ডের খবর। এবং প্রত্যেকটায় একই ছবি ছাপা হয়েছে ওর, আজই বিকেলের টী-পার্টিতে তোলা ছবি, রোজানার মৃত্যুর সম্ভবত দুই ঘণ্টা আগে। হেডিংগুলো পড়ল রানাঃ

ইউরকিডো (মার্ডার)! **রেপিমেন্টো** (রেপ)! **ভায়োলেনযা** (ভায়োলেন্স)! **মিসটেরো** (মিস্টিরি)!

টিভির খবরেরই প্রতিধ্বনি করেছে সব পত্রিকা, সাথে কিছু সম্পাদকীয়

মন্তব্যও ছেপেছে। দেশে দেশে পয়সাওয়ালা, বিকৃত রুচির যৌন-উন্মাদ আমেরিকানদের অশুভ তৎপরতা যে ভীষণ বেড়ে গেছে, তা নিয়ে নাতিদীর্ঘ মন্তব্য করেছে তারা। তার সাথে আছে সুন্দরী ইটালিয়ান মেয়েদের জন্যে এইসব রহস্যময় চরিত্র থেকে দূরে থাকার নসিহত। একই সাথে এরাও আমেরিকান প্লেবয়টিকে আটক করার ব্যাপারে পুলিসকে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে।

ওগুলো মেঝেতে ফেলে দিল রানা। চেহারায় কোন অভিব্যক্তি নেই ওর। দামী পরিধেয় খুলে হিরণের কিনে আনা সাধারণ স্যুট ও টপকোট পরে নিল। একটু ঢিলা হলো, সম্ভবত এক সাইজ বড় হয়ে গেছে। তাতে বরং ভালই মানাল। এরপর স্যান্ডউইচগুলো নিয়ে পড়ল রানা। ব্রীফকেস থেকে শেভিং ফোমের লেবেল প্রিন্ট করা একটা মাঝারি স্প্রে ক্যান বের করে প্রত্যেকটার মাঝখানে খানিকটা করে স্প্রে করল ভেতরের তরল পদার্থ।

জিনিসটা এক ধরনের অ্যান্টি-পেস্কি কেমিক্যাল, গন্ধওয়ালা। বিসিআইয়ের নিজস্ব ল্যাবরেটরিতে তৈরি। মশা-মাছি থেকে শুরু করে কুকুর পর্যন্ত ঘায়েল করা যায় এর সাহায্যে। নামও তাই রাখা হয়েছে কাজের সাথে মিল রেখে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধে, গন্ধটা এক কথায় অপ্রতিরোধ্য। অপরিচিত কারও দেয়া কিছু না খাওয়ার ব্যাপারে সেরা ট্রেনিং পাওয়া কুকুরও এর লোভ এড়াতে পারে না।

কাজ শেষ হতে বার্গারগুলো এক শপিংব্যাগে ভরল রানা। এরমধ্যে সেফ হাউসের খুদে কিচেন থেকে নিজেদের জন্যে কফি তৈরি করে এনেছে হিরণ। নীরবে কফি পান করার ফাঁকে আসন্ন অভিযান সম্পর্কে মাথা ঘামাতে লাগল রানা।

'কখন রওনা হচ্ছি আমরা, মাসুদ ভাই?'

ঘড়ি দেখল ও। প্রায় এগারোটা। 'আরও দেড় ঘণ্টা পর। একটু রাত করে বের হওয়াই ভাল।'

'জায়গাটা কোথায়?' এক চুমুক কফি খেল হিরণ।

'ফিউমিসিনোয়। এয়ারপোর্টের সামান্য পরে।' কন্টির স্টুডিও কমপ্লেক্স সম্পর্কে যুবককে মোটামুটি ধারণা দিল ও।

'বাপরে! বিরাট ব্যাপার!'

'হ্যাঁ।'

'মিলিটারি ইন্সটলেশনের মত গার্ড ব্যবস্থা?'

'তাই।'

'তাহলে তো নিশ্চই কাবাবমে হাড্ডি হ্যায়।'

'তোমার ফায়ার আর্মস এনেছ?' প্রশ্ন করল রানা।

'জ্বি। ও জিনিস সবসময় সাথেই রাখি।'

'আর সব?'

'এনেছি। দেখাচ্ছি আপনাকে।'

সাত

একটা কাগজে কন্টির স্টুডিও কমপ্লেক্সের স্কেচ আঁকল রানা। যেখানে যা দেখেছে সেগুলোকে সেখানে বসাল। বড় রাস্তা থেকে যাওয়ার প্রাইভেট রাস্তা, গার্ড পোস্ট-স্টেশন সব।

'এই হচ্ছে মেইন গেট,' বল পেন দিয়ে টোকা মেরে জায়গাটা হিরণকে দেখাল ও। 'এখানেই এই প্রাইভেট রোড শেষ, ভেতরে চলে গেছে। এই গেটে কড়া পাহারার ব্যবস্থা আছে। এটা হচ্ছে স্টুডিওর পেরিমিটার ফেন্স। পিছনে এর শেষ কোথায় জানি না। তবে ওদিকে যাওয়ার প্রয়োজন মনে হয় পড়বে না আমাদের। সামনের দিকের কোনও এক সুবিধেজনক জায়গা দেখে ঢুকে পড়ব। অবশ্য...' থেমে কিছু ভাবল রানা। 'সাইকেল যখন আছে, পিছনের বা সাইডের কোনও একদিক থেকে ঢুকলেই বা অসুবিধে কি?'

'তাই তো,' মাথা ঝাঁকাল যুবক। 'আমাদের নিরাপদে ঢোকা নিয়ে কথা।'

'ঠিক। কোনদিক দিয়ে ঢোকা যায়?' নিজেকে প্রশ্ন করল ও।

'আপনি বলছেন ফেন্সের কাছেপিঠে আর কোন রাস্তা নেই?'

'না, নেই। তবে মনে হচ্ছে যেন একটা ট্রেইল আছে। দেখেছি আমি।'

'কি আছে না আছে ওখানে গিয়ে দেখব, মাসুদ ভাই, চলুন,' কিছুটা ব্যস্ততা ফুটল হিরণের কণ্ঠে। অ্যাকশনের গন্ধ পেয়ে উত্তেজিত।

পকেট ট্রানজিস্টর আকারের হোমিং ডিভাইস লোকেটর যন্ত্রটা বের করল রানা ব্রীফকেস থেকে, ট্রাউজারের পকেটে ভরল। সাথে হিরণের নিয়ে আসা মটর দানা সাইজের এক ম্যাগনেটিক ডিভাইস। আফটার শেভ লোশনের শিশির মুখে বসানো ছোট্ট সাদা বলটা বিশেষ কায়দায় বের করে ওটাও পকেটে ঢোকাল রানা। দেখে বোঝার কোন উপায় নেই যে ওটা আসলে বিষাক্ত গ্যাস বম্ব। এরপর কেসের ফলস্ বটম থেকে চার ইঞ্চি ব্লেডের তীক্ষ্ণধার এক ছোরা তুলে নিল। ডান কব্জির ভেতরদিকে টেপ দিয়ে ওটাকে খোলা অবস্থায় এমনভাবে আটকে নিল যাতে প্রয়োজনের সময় সামান্য ঝাঁকি দিলেই হাতে চলে আসে। এছাড়া এক জুতোর হিলের ভেতরের গোপন চেম্বারে আরেকটা ফোল্ডিঙ ছোরা সবসময় মজুত রাখে রানা, সেটাও আছে।

সবশেষে শার্টের বুক পকেটে একটা কলম ঢোকাল। দেখতে কলম হলেও ওটা একটা টর্চলাইট। ফোকাস আধুলি সাইজ থেকে পিনের মাথার মত সরুও করা সম্ভব ওটার অ্যাডজাস্টিং নব ঘুরিয়ে। 'এবার যাত্রা করা যেতে পারে,' ঘোষণা করল ও। শোল্ডার হোলস্টারে রাখা ওয়ালথারের স্পর্শ অনুভব করে হিপ পকেটের এক্সট্রা ক্লিপটা আছে কি না দেখে নিল।

পাঁচ মিনিট পর ঘরের আলো নিভিয়ে বেরিয়ে পড়ল ওরা নিঃশব্দে। গাড়িটা ঝরঝরে এক বুইক কনভার্টিবল, দেখে ভরসা করতে মন চাইল না রানার। কিন্তু স্টার্ট দেয়ার পর এঞ্জিনের যে আওয়াজ উঠল, তাতে বোঝা গেল ভরসা না করতে পারার কোন কারণ নেই। চমৎকার টিউন করা গাড়ি। নিখুঁত কাজ।

হিরণ বসল ড্রাইভিং সীটে, গাড়ি ছেড়ে দিল। 'পনেরো-বিশ মিনিট লাগবে ফিউমিসিনো পৌঁছতে,' বলল সে। 'যদি গ্যারি কারকে ধরার জন্যে পথে রোড ব্লক বসিয়ে না থাকে পুলিস।'

'ধরুক না ওরা তাকে যতবার খুশি, তাতে বেন কার্পেন্টারের অসুবিধে কি?' সিগারেট ধরাল রানা।

'তা বটে।'

পুরো রাস্তা নিরাপদেই এগোল ওরা, কোন ব্লক চোখে পড়ল না। এয়ারপোর্ট অতিক্রম করে মাইল দুয়েক এগিয়ে গাড়ি থামানোর নির্দেশ দিল রানা, আর বেশি দূরে নৈই স্টুডিও। হাইওয়ের পাশের ঘন গাছপালার ভেতর সুবিধেজনক এক জায়গা দেখে পার্ক করল হিরণ। আলো নিভিয়ে স্টার্ট বন্ধ করে দিল। নেমে ট্রাঙ্ক থেকে দুটো তিন ভাঁজ করা কোলাপসিবল বাই-সাইকেল বের করল সে। ভাঁজ টেনে খুলে এখানে ওখানে দু'চারটা নাট বল্টু টাইট দিতেই আস্ত দ্বিচক্রযানে পরিণত হলো ওগুলো।

চেপে বসল দু'জন দুটোয়, রওনা দিল বড় রাস্তার দিকে। যেদিকে যাচ্ছিল, সেদিকে এগোল আবার জোর পেডাল চালিয়ে। সামনে একটা অ্যাপার্টমেন্ট ব্লক, তার ওপাশ থেকে শুরু রোম শহরতলীর। ব্লক অতিক্রম করে গতি আরও বাড়াল মাসুদ রানা। সাঁই-সাঁই করে ছুটতে লাগল। ওর কয়েক গজ পিছনে থাকল হিরণ, সমান তালে আসছে।

পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে ছোটার পর দূর থেকে স্টুডিওর মেইনগেটের জোড়া ফ্লাড লাইট চোখে পড়তে গতি কমাল রানা। 'এসে পড়েছি।'

আরও মিনিট চারেক এগোল ওরা। থেমে দিক অনুমান করে নিল রানা, তারপর রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ল। মনে পড়েছে, ট্রেইল এদিকেই কোথাও দেখেছে ও। সত্যি তাই, তারার আবছা আলোয় মিনিট দুয়েক খোঁজাখুঁজির পর পাওয়া গেল ট্রেইল। 'পুরনো হান্টিং ট্রেইল,' মন্তব্য করল হিরণ। 'হান্টিং ট্রেইল ধরে হান্টিঙে যাওয়া, মন্দ কি? ভালই তো!'

দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় বেশ ঝোপঝাড় জন্মেছে ট্রেইলে, তবে সে জন্যে বিশেষ অসুবিধে হলো না পথ চলায়। বেশ দ্রুত ফেন্স আর নিজেদের মাঝের ব্যবধান কমিয়ে আনল ওরা। কমপ্লেক্সের দক্ষিণ দিক এটা। ফেন্স ও জংলা গাছপালার মাঝে গজ পঞ্চাশেক পরিষ্কার জায়গা আছে, দেখেছে ও কাল লিমোয় চড়ে স্পটে যাওয়ার সময়।

বনের কিনারায় পৌঁছল ওরা নিঃশব্দে। রানা খেয়াল করল বাতাস আছে মৃদু। তবে উল্টো। কমপ্লেক্সের দিক থেকে আসছে। অর্থাৎ কুকুর ওদের গায়ের গন্ধ পাবে না। কাজেই নিশ্চিন্তমনে ভেতরে ঢোকার উপযুক্ত জায়গার

খোঁজে এগোল। প্রায় মাইলখানেক এগোতে পাওয়া গেল। অন্যসব জায়গা থেকে এখানটা কিছুটা অন্ধকার, কারণ পর পর দুটো পোলে আলো জ্বলছে না।

থেমে পড়ল রানা। সাইকেল শুইয়ে রাখল বড় এক ঝোপের আড়ালে। দেখাদেখি হিরণও তাই করল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফেন্সের দিকে তাকিয়ে থাকল দীর্ঘসময়। টহলগার্ড চোখে পড়ল না, তবে গাঢ় দুটো কাঠামো দেখা গেল—থেকে থেকে উদয় হচ্ছে ফেন্সের ওপাশে। ফেন্সের গোড়ায় নাক ঠেকিয়ে শুঁকছে। দুলকি চালে কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক করে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে। অকারণ হাঁকডাক নেই। হাইলি ট্রেইনড্ কুকুর।

করণীয় ঠিক করে নিল মাসুদ রানা। হিরণকে ওকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়ে যথাসম্ভব সামনে ঝুঁকে থেমে থেমে ফেন্সের দিকে এগোল। খানিক এগোয়, একটু থামে, আবার এগোয়। ওটার ত্রিশ গজের মধ্যে পৌঁছে শুয়ে পড়ল ওরা উপুড় হয়ে। আর সামনে গেলে বিপদ ঘটে যেতে পারে। কিছু সময় অপেক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নিল রানা, কুকুর দুটোই আছে এদিকে। হয়তো গার্ড দেয়ার সীমানা ভাগ করা আছে ওদের। ব্যাগ থেকে দুটো হ্যামবার্গার বের করল রানা।

একটা যুবকের হাতে দিয়ে চাপা কণ্ঠে বলে দিল কি করতে হবে। 'ছোঁড়ার সময় খেয়াল রেখো, ফেন্স অন্তত আঠারো ফুট উঁচু।'

'আচ্ছা,' মাথা দোলাল সে।

বার্গার ধরা হাত দেহের পিছনে লম্বা করে রেখে অপেক্ষায় থাকল দু'জনে। এবার প্রায় পাঁচ মিনিট পর এল ওরা। হ্যাঃ-হ্যাঃ করে হাঁপাচ্ছে, আওয়াজটা পরিষ্কার শোনা যায়। চক্কর সেরে যেই ফিরে যাওয়ার জন্যে পিছন ফিরেছে দুই হাউন্ড, তখনই ঝট্ করে শূন্যে উঠে পড়ল ওদের দু'জনের হাত। ক্রিকেট খেলায় বোলিং করার ভঙ্গিতে একসাথে বার্গার ছুঁড়ে দিল রানা ও হিরণ।

ফেন্স অতিক্রম করে মৃদু শব্দ তুলে মাটিতে আছড়ে পড়ল ও দুটো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দুই হাউন্ডের বাচ্চা। বাঘের মত ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকাল। জিনিসগুলো চোখে পড়তে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল, ঘুরে দাঁড়াল দ্রুত। ইতস্তত পায়ে এগোল কয়েক কদম। থেমে পড়ল। চোখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাল কিছু সময়। লেজ দোলাচ্ছে তুমুলবেগে।

নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে আরও কয়েক ইঞ্চি এগোল কুকুর দুটো, নাক নিচু করে গন্ধ শুঁকল। ওদের ভাব দেখে রানা প্রায় ধরেই নিয়েছিল কৌশলটা ব্যর্থ হয়েছে। পরমুহূর্তে ভুল ভাঙল। একযোগে বার্গারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল দুই উলফহাউন্ড। দুই-তিন কামড়ে পেটে চালান করে দিল একেকটা হ্যামবার্গার।

ঠিক ত্রিশ সেকেন্ডের মাথায় অ্যান্টি-পেস্কি কেমিক্যালের ফলাফল চাক্ষুস করল রানা ও হিরণ। খাওয়ার পরই একটু একটু বেসামাল হয়ে পড়েছিল কুকুরগুলো, পা উঠছিল না ঠিকমত। সেকেন্ডের কাঁটা আধ চক্কর ঘুরতেই একযোগে চার পা ভাঁজই হয়ে গেল, যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাধ্য হলো

ওরা বসে পড়তে। বসে থাকল ঝিম্ মেরে। একটা মৃদু 'কেঁউ' করে উঠল বটে একবার, কিন্তু আওয়াজটা পুরো বের হলো না, ভেতরে রয়ে গেল অর্ধেক।

এক সময় সামনের দুই প্রসারিত পায়ের ফাঁকে মাথা গুঁজল দুই উলফহাউন্ড। সেটাই ছিল জীবনের শেষ নড়াচড়া ওদের। বুঝল রানা কাজ হয়েছে, তবু পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে শুয়ে থাকল আরও কিছুক্ষণ। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। ফেন্সের কাছে পৌঁছে ভীষণ তৎপর হয়ে উঠল রানা। পিছনের বেল্টে গোঁজা ওয়্যার কাটার বের করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পথ পরিষ্কার করার কাজে। একজন মানুষ অনায়াসে আসা-যাওয়া করতে পারে, তার কেটে এমন এক ফাঁক তৈরি করতে পাঁচ মিনিট লাগল।

ভেতরে ঢোকার আগে সাইলেন্সার জুড়ে নিল ওরা অস্ত্রের নলের সাথে। ঝুঁকে দ্রুত হাঁটতে শুরু করল একপাশের আকাশছোঁয়া ওয়্যারহাউসের উদ্দেশে। সতর্ক দৃষ্টি নেচে বেড়াচ্ছে চারদিকে। প্রতি মুহূর্ত তটস্থ হয়ে আছে দু'জনেই—এই বুঝি ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুকুর, এই বুঝি হেঁকে উঠল কোন গার্ড বা আর কিছু। তেমন কিছু ঘটল না শেষ পর্যন্ত। রানার মনে হলো মেইন গেটে আর্মি গার্ড আর ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা করতে পেরেই বোধহয় কন্টি সন্তুষ্ট। অন্যদিকে বিশেষ নজর রাখার প্রয়োজন বোধ করেনি।

না করায় ভালই হয়েছে, ভাবল রানা, অনেক ঝুট ঝামেলা থেকে বাঁচা গেছে। জায়গামত পৌঁছে থামল ওরা। ডানদিকের ওয়্যারহাউসের সাইড গেটের সামনেটা অন্ধকার। হেভি ডবল-বোল্ট তালা ঝুলছে গেটে। টর্চলাইটের পিনের মাথা সাইজ আলো ফেলে ওটা দেখল রানা। মনে মনে হাসল। এসব দেখতেই যা, খোলা ডাল-ভাত ব্যাপার। টর্চ অফ করে দাঁতে কামড়ে ধরে পকেট থেকে প্রতি মুহূর্তের সঙ্গী একটা স্টীলের তৈরি পাঁচ ইঞ্চি দীর্ঘ পিন বের করল ও। এক মাথা চ্যাপ্টা পিনটার, মাঝখানে কাটা। তালার মধ্যে কাটা প্রান্ত ভরে দিয়ে লেগে পড়ল কাজে।

তিন মিনিট পর প্রেতের মত নিঃশব্দ পায়ে অন্ধকার ওয়্যারহাউসে ঢুকে পড়ল দু'জনে। গেটের পাল্লা পুরো বন্ধ করল না রানা, হিরণকে ফাঁকে চোখ রেখে বাইরে নজর রাখার নির্দেশ দিয়ে আসল কাজে লেগে গেল। বিশাল এক অস্ত্র ভাণ্ডার খুঁজছিল ও মনে মনে, দেখা গেল এটা সত্যি তাই। পেন লাইটের আলোয় যে ভাণ্ডার আবিষ্কার করল রানা, তাতে নিজেরই বাক্‌রুদ্ধ হওয়ার দশা।

রাশিয়ার তৈরি মিগ-২৪ বিমানই আছে আটটা। ওগুলোর জন্যে প্রস্তুত মিসাইল অসংখ্য। নিউক্লিয়ার আর্মড ওয়ারহেড রকেট, NA T-2B রকেট, ইউএস নেভির বুল পাপ মিসাইল, আরও কত কী! ডামি নয় একটাও, সব আসল জিনিস।

তৃতীয় গুদামে ঝুঁকি নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, ভাবল রানা, এই একটায় যে সমস্ত আনলিস্টেড, ক্লাসিফায়েড সমরাস্ত্র আছে, তাই যথেষ্ট। ন্যাটোভুক্ত যে কোন দেশের প্রতিনিধিদল, অথবা রাশিয়া কি চিনের ওয়েপন ইন্সপেকশন টীম একবার যদি চোখ বোলায় ভেতরে, দুনিয়া জাহান্নাম হয়ে

উঠবে। সিমকা বা তার সঙ্গীদের হাজারো রাজনৈতিক প্রভাব কোন কাজে তো আসবেই না, বরং চোদ্দবার করে ফাঁসীতে ঝোলানো হবে সব ক'টাকে।

সঙ্গে একটা ক্যামেরা কেন আনল না ভেবে প্রচণ্ড আফসোস হলো রানার। কয়েকটা ছবি যদি তুলে নিয়ে যাওয়া যেত এখানকার, অনেক সহজ হয়ে যেত ওর কাজ।

স্তব্ধ হয়ে দূরে সার দিয়ে রাখা চকচকে মিগগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকল ও। ঘাড়ের খাটো খাটো চুল আপনাআপনি দাঁড়িয়ে গেল সরসর করে। একদল মানসিক রোগী, অর্ধ উন্মাদের হাতে এত সমস্ত ধ্বংসের সাজ-সরঞ্জাম তুলে দেয়ার কথা নির্মাতা দেশগুলো ভাবল কি করে? এদের ওপর এত ভরসা কেন তাদের? সেসব দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কোনটিরই কি জানা নেই এদের অতীত?

ছবির জন্যে সমরাস্ত্রের প্রয়োজন হতেই পারে, সে জন্যে এতসব লেটেস্ট, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র এদের হাতেই তুলে দেয়া কেন? সরকারের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কি রাখা যেত না এসব? যে দৃশ্যের জন্যে যখন যেটা প্রয়োজন, বের করে নিয়ে কাজ চালাবার অনুমতিই তো যথেষ্ট ছিল সে জন্যে। তা না করে সব সিমকা-স্যার হিউর ওপর ছেড়ে দিল ওরা কোন ভরসায়?

কতদিন থেকে সমরাস্ত্র সংগ্রহ করছে এরা? ন্যাটোর কোন অস্ত্র পরিদর্শক টীম কি পা রেখেছে কখনও এসব ওয়্যারহাউসে? কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছল মাসুদ রানা। পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল একটা মিগ-২৪ ফ্লিপার ফাইটারের দিকে। কাছেই ককপিটে ওঠার ল্যাডার দাঁড়িয়ে, ওটা টেনে জায়গামত নিয়ে এল, উঠে পড়ল ঝট্‌পট্‌। ক্যানোপি উন্মুক্ত এটার। ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। নতুন গাড়ির ভেতরে যেমন মিষ্টি গন্ধ থাকে, এখানেও সেই গন্ধ পেল।

চোখ বুজে কয়েক মুহূর্ত ভাবল ও, এঞ্জিনের স্ট্যাটাস চেকিং সিকোয়েন্স পুরো করতে কোন কোন সুইচ টিপতে হবে, মনের পর্দায় তার পরিষ্কার একটা ছবি ফুটিয়ে তুলল। কোন দেশ যখনই কোন নতুন প্লেন কি সমরাস্ত্র তৈরি করুক, গোয়েন্দা সূত্রে তার সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য একসময় ফাঁস হয়েই যায়। অন্য সব সংস্থার মত ঘুরেফিরে তা বিসিআইয়ের হাতেও পড়ে। সংস্থার সেরা স্পাইদের মুখস্থ করতে হয় সে সব বিস্তারিত তথ্য।

চোখ খুলল রানা। এক এক করে গোটাদশেক সুইচ টিপল। পুরো ইন্সট্রুমেন্ট প্যানেল আলো হয়ে উঠল মিগের, অনেকগুলো ডায়ালের কাঁটা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। ছোট বড় অজস্র ডায়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল ও কিছুক্ষণ। পর্যাপ্ত পাওয়ার, ফুয়েল, এয়ারপ্রেশার সবই আছে। আকাশে ওড়ার জন্যে একদম তৈরি।

সুইচগুলো অফ করে নেমে পড়ল ও। ল্যাডার জায়গায় রেখে একটা টর্পেডোর কাছে এসে দাঁড়াল। লম্বা এক কাঠের ওয়ার্ক টেবিলের ওপর শুয়ে আছে ওটা। ব্রিটেনের তৈরি মার্ক ইলেভেন, নতুন সিরিজ, আনলিস্টেড. ক্লাসিফায়েড। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রথম এই টর্পেডো ব্যবহার করে ব্রিটেন।

অনেকদিন বন্ধ ছিল উৎপাদন, নব্বই দশকের মাঝখানে আবার শুরু হয়েছে। একশো দশ পাউন্ড ওজন এর, ভেতরের অনেকটা জায়গাজুড়ে ঠাসা থাকে অত্যন্ত শক্তিশালী বিস্ফোরক।

বিস্ফোরক রাখার চেম্বারের চৌকো মুখটা খোলা এ মুহূর্তে, ভেতরে ফাঁকা। হয়তো আরও কার্যকর কোন বিস্ফোরক ভরা হবে পরে। অয়েল ট্যাঙ্কার উড়িয়ে দেয়ার জন্যে তৈরি করা হচ্ছে এটাকে? ভাবল ও। টর্চের আলোয় চকচকে ধাতবের দীর্ঘ খোলটার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। অজান্তে শিউরে উঠল।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। এখানে আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। তাড়াতাড়ি রোমে ফিরে যেতে হবে। রিপোর্ট করতে হবে রাহাত খানকে।

হিরণের কাছে ফিরে এল ও। 'চলো।'

'হয়ে গেল দেখা?'

'হ্যাঁ, হয়ে গেল।' বাইরে উঁকি দিল ও। 'কোন গার্ড?'

'নাহ্!' বলল যুবক। 'একটাকেও দেখলাম না। কিন্তু এখন বের হব কি করে, মাসুদ ভাই? চাঁদ উঠেছে, বেশ আলো বাইরে।'

'সরো। দেখতে দাও আমাকে।' দরজা খানিকটা ফাঁক করে বাইরে উঁকি দিল ও। সত্যি তাই। তবে মেঘও অল্পস্বল্প আছে। নড়ছে ধীরগতিতে। বড় এক খণ্ড মেঘের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা, শামুকের গতিতে চাঁদের দিকে এগোচ্ছে। মাথায় অন্য চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে ওর। এত গার্ড এখানে, তারা সব গেল কোথায়? গার্ড দেয়ার জন্যে সেকশন ভাগ করা আছে? তাহলেও তো এই অংশে দুয়েকজন থাকার কথা। কোথায় তারা? কুকুরের ওপর সব দায়িত্ব ছেড়ে ঘুমাচ্ছে নিশ্চিন্তে?

অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে উঠেছে ওরা। অবশেষে ঝাড়া বিশ মিনিট পর চাঁদ ঢাকা পড়ল মেঘের আড়ালে। বেরিয়ে এসে চারদিক দেখে নিল রানা, তারপর এগোল। নিরাপদেই পৌঁছে গেল ফেন্সের ওপাশে। ফের চাঁদ উঁকি দিতে যাচ্ছে দেখে ঝেড়ে দৌড় লাগাল। পিছনে কোন হৈ-চৈ হলো না, কারও ছুটে আসার আওয়াজ এল না, কুকুরের কলজে হিম করা হাঁকও না, কিচ্ছু না।

ঝোপের আড়াল থেকে যার যার বাই সাইকেল তুলে নিল ওরা। ঘুরতে যাবে, এমন সময় পিছনে মৃদু নড়াচড়ার আওয়াজ উঠল। জমে গেল রানা। দীর্ঘদিনের অর্জিত অভিজ্ঞতা জানান দিল, হার হয়ে গেছে। দেরি হয়ে গেছে। এখন কিছু করতে যাওয়া মানে মৃত্যুকে তরান্বিত করা। চাপা কণ্ঠে হিরণকে বোকার মত কিছু করে না বসার জন্যে সতর্ক করল ও, তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ঘোরাল।

খাটোমত গাট্টাগোট্টা একটা কালো কাঠামো দেখল, ওর মাত্র পাঁচ হাত পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে আরও তিনজন, তারা প্রত্যেকে প্রকাণ্ডদেহী। বুকে হাত বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো, ওদের আক্রমণ বা নিরস্ত্র করার কোন চেষ্টা দেখা গেল না কারও মধ্যে।

'কেমন দেখলি ভেতরে, রানা?' পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল সামনের খাটো লোকটা। ওই কণ্ঠ, অ্যাকসেন্ট, সবই বহু পরিচিত।

বিশ্বাস করতে ভরসা হলো না ওর। 'কে?'

'আমি! লিউ ফু চুঙ।' কাছে এসে রানাকে অক্টোপাস আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরল চাইনিজ সিক্রেট সার্ভিসের এককালীন কলকাতা চীফ। ওর ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ককিয়ে উঠল ও। 'আরে ছাড় ছাড়! পাঁজর ভেঙে যাবে।'

'চোপ্ শালা! অনেক বছর পর দেখা, ঘাটতিটা পূরণ করতে দে।'

হিরণ তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে আছে দু'জনের দিকে। চুঙের তিন সঙ্গী আগের জায়গায় অনড়। সাইকেল হিরণের হাতে দিয়ে অনেক কষ্টে বন্ধুর আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করল রানা। অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকল তার প্রায় গোল মুখের দিকে। 'তুই এখানে?'

'নে!' হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল চিনা এজেন্ট। 'এতবছর পর দেখা, কোথায় কুশল জিজ্ঞেস করবি, তা নয়!'

মৃদু হাসি ফুটল ওর মুখে। 'হ্যাঁ, কুশল বিনিময়ের উপযুক্ত জায়গাই বটে।'

'তা যা বলেছিস।' চাঁদের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল লোকটার ঝক্‌ঝকে সাদা দু'সারি দাঁত। 'আয়, একটু সরে দাঁড়াই।'

ঘন জঙ্গলের আড়ালে এসে দাঁড়াল দু'জনে। অন্যরাও এল। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকল। 'কেমন আছিস্, দোস্ত?' বলল লিউ ফু চুঙ।

'ভাল। তুই?'

'এমনিতে ভালই আছি। তবে এদের,' ওয়্যারহাউস দেখাল সে ইঙ্গিতে। 'তৎপরতা দেখে উদ্বিগ্ন। ভেতরে কি কি দেখলি?' রানাকে চুপ করে থাকতে দেখে আবার বলে উঠল, 'পিয়েরো সিমকার অশুভ তৎপরতার খবর অনেক আগেই পেয়েছি আমরা। এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে এক সপ্তা হলো হঙকঙ থেকে এখানে এসেছি। এতদিন তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। আজ এসেছিলাম ভেতরে ঢুঁ মারব বলে। পৌঁছে দেখি আমার আগেই তুই সিঁদ কাটতে লেগেছিস। তাই আর ভেতরে ঢুকিনি, অপেক্ষা করছিলাম তোর ফিরে আসার।'

হাসল ফু চুঙ। 'কুকুর দুটোকে শেষ করে ভালই করেছিস্, দোস্ত। গার্ড শালাদের ঘুম পাড়াতে সুবিধে হয়েছে আমাদের।'

'গার্ড?' চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ। কুকুরের খোঁজ নেই দেখে ঘটনা চেক্ করতে এসেছিল ব্যাটারা, রাতের মত ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি। ওই দ্যাখ!' আট-দশ হাত দূরে নিজের মিনি টর্চলাইটের আলো ফেলল সে।

তাকাল রানা। দুই ইউনিফর্ম পরা গার্ড মাটিতে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে দেখতে পেল। ঘুমাচ্ছে হাঁ করে, চোখ আধবোজা। 'কিভাবে?'

'এইভাবে,' তর্জনী দিয়ে ট্রিগার টানার ভঙ্গি করল চুঙ। 'মাথার ওপর গ্যাস বম্ব ফাটিয়ে।'

আপনমনে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'ভালই করেছিস, ধন্যবাদ।'

'বল্ দেখি, ভেতরে কি ধরনের অস্ত্রশস্ত্র আছে?'

'তার আগে তোর সংস্থা কেন উদ্বিগ্ন, সেটা শুনি।'

'আমরা খবর পেয়েছি এরা ছবি নয়, অন্য কোন বদ উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, প্লেন, চপার, টর্পেডো, মিজাইল ইত্যাদি সংগ্রহ করছে। বলছে ছবির কথা, প্রস্তুতি নিচ্ছে অন্যকিছুর। আমাদের তৈরি মিগও সংগ্রহ করেছে এরা।'

'তোরা দিলে করবে না কেন?' বলল রানা। 'সিমকা রাজনৈতিক প্রভাব...'

'যা ব্যাটা!' খেঁকিয়ে উঠল লিউ ফু চুঙ। 'আমরা দিয়েছি কে দিল তোকে সে খবর? সিমকার প্রভাবের এক কানাকড়ি মূল্যও দেই না আমরা।'

'তাহলে ওসব এল কোত্থেকে?'

'আসছে তৃতীয় দেশ থেকে। দিয়েছে তাদের দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা, তোদের সো-কলড্ মুক্তবিশ্বের ধান্ধাবাজরা। যারা সহজে পয়সায় বিক্রি হয়ে যায়।'

তাকিয়ে থাকল ও বন্ধুর দিকে। 'খুলে বল।'

'সিমকা আর স্যার হিউ হচ্ছে শয়তানের বাবা। জানে, যত যা-ই বলুক না কেন, এতকিছু কোন দেশই দেবে না ওদের, উল্টে সন্দেহ করে বসবে। তাই কৌশলে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে জোগাড় করেছে এতসব। মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছে তার কোন এক মিত্রের কাছ থেকে, রাশিয়ারগুলো সিরিয়ার মাধ্যমে, ব্রিটিশ ওয়েপনস্ জার্মানির কাছ থেকে, এইভাবে।'

'তোদেরগুলো?' ভাবল রানা, তাই তো বলি!

'তোদের এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে।'

'পাকিস্তান?'

মাথা দোলাল চুঙ। 'মিয়ানমার।'

'তারপর?'

'এসব দেশের মাথা আর সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর প্রত্যেকের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কিনে নিয়েছে এই দুই শয়তান। তাদেরই জনগণের ট্যাক্সের টাকায় অথবা ঋণের মাধ্যমে তাদেরকে দিয়েই কিনিয়েছে এসব দেশের প্রতিরক্ষায় প্রয়োজন বলে। তারপর গোপনে পাচার করে দিয়েছে। এরা অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছে কাজ শেষ হলে ফেরত দেবে। কিন্তু আমরা জানি সে দিন কোনদিনও আসবে না।'

'আর সব দেশ জানে এ খবর?'

'আর কারও কথা জানি না, দোস্ত, আমরা জানি। জানি বলেই তো খোঁজ নিতে এসেছি আসলে কি চলছে।'

কিছু ভাবল রানা। 'কি করে টের পেলি তোরা?'

'ছ'মাস দশ দিন আগে আটটা লেটেস্ট সিরিজের মিগ উনিশের চালান পৌঁছে দিয়েছিলাম আমরা ইয়াঙ্গুনে। বিক্রির শর্ত অনুযায়ী ছয় মাস পর পর ওগুলোর সার্ভিসিং করে দেয়ার কথা আমাদের এক্সপার্টদের। কিন্তু সময়মত মিয়ানমার গেলেও কাজ করতে দেয়া হয়নি এক্সপার্টদের। বিমানগুলোর

ধারেকাছেও তাদের ঘেঁষতে দেয়া হয়নি সার্ভিসিং প্রয়োজন নেই বলে। পরে আমাদের ওখানকার সোর্স জানিয়েছে প্লেনগুলো নাকি ওদেশেই নেই, হাওয়া হয়ে গেছে।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

'এরপর গত সপ্তায় আমাদের এক গোয়েন্দা স্যাটেলাইট প্লেনগুলোকে আবিষ্কার করে এখানে। খবর পেয়ে ছুটে আসি আমি। এই হচ্ছে ঘটনা,' ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। 'তোদের এখানকার ব্যুরো চীফকে হত্যা করা হয়েছে জানি। তারপর তুই এসেছিস তাও জানি। ছদ্মপরিচয়ে তোর প্রযোজক সাজার অভিনয় দেখে গত দু'দিন হেসেছি মনে মনে।'

'তোর তদন্ত কতদূর?'

'প্রায় শেষ। ভেতরে কি কি আছে জানা গেলেই সিমকার বাচ্চার নাড়িভুঁড়ি বের করে আনব গলা দিয়ে। আমার সব তো শুনলি, এবার বল্, তুই কি কি দেখলি?'

'আর একটা প্রশ্ন আছে আমার।'

'কি?'

'ন্যাটোর কিছু আইটেমও আছে এদের কাছে। ওগুলো...'

'বুঝেছি কি জানতে চাস্,' মাথা দোলাল লিউ ফু চুঙ। 'ওরাই দিয়েছে। কয়েকটা হিট অ্যান্ড রান স্পীডবোট। আনুষঙ্গিক অস্ত্র-গোলাবারুদ ছাড়া হার্মলেস। তা বেশ কিছুদিন আগে দিয়েছে ওগুলো ওরা। ছবির কাজে এরকম এক-আধটা আইটেম দেয়ায় আইনগত কোন বাধা নেই।'

চোখ কুঁচকে বন্ধুকে দেখল রানা। 'তুই ন্যাটোর মুখপাত্র হয়েছিস কবে?'

'এখানে আমি ওদের সহযোগী হয়ে কাজ করছি, রানা। ইন্টারপোলেরও। ন্যাটোর সাথে সিমকার চুক্তি আছে প্রতি দু'সপ্তা পর পর ওদের ইন্সপেকশন টীমকে এই ওয়্যারহাউস পরিদর্শন করতে দেবে সে। কিন্তু দিচ্ছে না ব্যাটা। প্রথমে দিয়েছে দুই দফা, তারপর বন্ধ করে দিয়েছে। নানান অজুহাতে বারবার ফিরিয়ে দিচ্ছে ওদের। ন্যাটো তাই চিন্তিত। ইন্টারপোলও। কিন্তু কিছু করতে পারছে না প্রমাণের অভাবে। অনেক চেষ্টা করেছে ওরা সিমকার দলে নিজেদের কাউকে ঢোকাতে, পারেনি।'

'তাই তোর সাহায্য চেয়েছে?'

'হ্যাঁ। হয়তো তোর কাছেও চাইবে। তোর ওপরও নজর রেখেছে ওরা।'

'ওদের প্রস্তুতি কেমন?' প্রশ্ন করল রানা। 'কত শর্ট নোটিসে অ্যাকশনে নামতে পারবে?'

'দুই ঘণ্টা!' একটু বিরতি দিল ফু চুঙ। 'কি কি আছে ভেতরে, রানা?'

'যা আছে, তাতে কয়েকবার ধ্বংস করা যাবে পৃথিবী।'

থমকে গেল ফু চুঙ। 'কি বলছিস্!'

'যা দেখেছি তাই।'

'কি কি আছে বল্, রানা,' চেহারা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল তার।

'এখানে সময় নষ্ট না করে সরে পড়ি, চল্। পথে বলব।'

'কোথায় যাবি?'

'রোম। চীফের সাথে কথা বলব। ওঁকে রিপোর্ট করতে হবে।'

'বেশ তো, আমার সাথে চল্। এ কাজ আমার ওখান থেকেও করতে পারবি। তবে আমার মনে হয় এখন কথা বলে সময় নষ্ট না করে আগে আমাদের অ্যাকশনে নামা উচিত। তুই যা বললি তাতে সেটাই সঠিক হবে।'

ঠিক বলেছে ফু চুঙ, ভাবল রানা। ফিরে গিয়ে আগে ওকে সব ব্যাখ্যা করতে হবে বৃদ্ধকে, জেনে নিয়ে তিনি নির্দিষ্ট চ্যানেলে রোমের সাথে যোগাযোগ করবেন, তারপর আসবে অ্যাকশনের কথা। এর মাঝে নিশ্চয়ই কিছু সময় নষ্ট হবে। কতক্ষণ কে জানে? এত ঝামেলায় না গিয়ে যা রানা করতে চাইছে, তা যদি ন্যাটোকে দিয়ে করিয়ে নেয়া যায়, ক্ষতি কি? পরে না হয় বুঝিয়ে বলা যাবে সব তাঁকে।

'চল্ তাহলে,' বলল রানা। 'হিরণ, চলে এসো।' চিনা ভাষায় নিজের তিন সঙ্গীকে কিছু নির্দেশ দিল লিউ, মাথা দুলিয়ে সায় দিল দু'জন। অন্যজন এগিয়ে এল। 'ওদের পাহারায় রেখে যাচ্ছি,' নিজে থেকেই বলল সে। 'নজর রাখবে।'

রানা কিছু বলল না। দ্রুত হেঁটে চলল ওরা গাড়ির অবস্থানের দিকে। লিউর নির্দেশে ওদের সাইকেল দুটো দুই কাঁধে তুলে নিয়েছে তার বিশালদেহী সঙ্গী। নিজেরটা দিতে চায়নি হিরণ, ছাড়েনি লোকটা। প্রায় কেড়েই নিয়েছে। অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে নীরবতা ভাঙল লিউ। 'রানা!'

'বল্।'

'সোহানাদি কেমন আছে রে?'

কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করে উদাস কণ্ঠে বলল ও, 'জানি না।'

মুখ ঘুরিয়ে রানাকে দেখল সে। মৃদু গলায় বলল, 'বিয়ে করতে করতেও শেষ পর্যন্ত কেন করলিনে তোরা, দোস্ত?'

চুপ করে থাকল ও। মনটা যেন আর কোথাও হারিয়ে গেছে। 'করলে ওর ভেতরের তেজস্বী মেয়েটিকে মিস্ করতাম আমি। সোহানাও স্বামীর মধ্যে ওর প্রিয় সেই রানাকে আর খুঁজে পেত না। তাই।'

মাথা দোলাল সে। 'অনেক বছর হলো দেখি না। কেমন আছে সোহানাদি?'

'জানি না।'

'কোথায় আছে তাও নিশ্চই জানিস না?'

দীর্ঘশ্বাস মোচন করল ও। 'ঠিক ধরেছিস।'

'এমন প্রেমই করলি, বন্ধু, প্রেমিকার খোঁজটাও রাখার প্রয়োজন মনে করিস না!'

'কি হবে রেখে? তুই তো রবীন্দ্রনাথ পড়েছিস, মনে নেই তাঁর সেই বিখ্যাত দুই পঙক্তি, "পথের ধূলি পথেরে না দিলে জঞ্জাল জমে শেষটা"?'

মাথা দোলাল ফু চুঙ। 'হ্যাঁ, পড়েছি। আরও পড়েছি, "আমারে পাছে

সহজে বোঝো তাইতো এত লীলার ছল, বাহিরে যার হাসির ছটা ভেতরে তার অশ্রুজল"।'

'দারুণ! আজও সে সব মনে রেখেছিস?' বলল বটে রানা, কিন্তু একইসাথে বুকের কোথায় যেন খচ্ করে কাঁটার খোঁচাও খেল।

আট

প্রায় যানবাহনশূন্য হাইওয়ে ধরে তীব্র গতিতে রোমের দিকে ছুটে চলেছে ফু চুঙের ফিয়াট লাক্সারি লিমুজিন। ড্রাইভ করছে ও নিজে, রানা পাশের সীটে বসা। হিরণ পিছনে। ওদের বুইক নিয়ে পিছন পিছন আসছে চুঙের সঙ্গী।

মাত্র বারো মিনিটে শহরে পৌঁছে গেল ওরা। আরও চার মিনিট পর পৌঁছল ট্রাসটিভেয়ারে। কয়েকবার এ রাস্তা ও রাস্তা করে বড়সড় এক বিল্ডিঙের বন্ধ গেটের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল চুঙ। গেটের গায়ের চৌকো এক গর্ত খুলে বাইরে তাকাল গার্ড, গাড়ির হেড লাইট দু'বার হাই-ডীপ করে সঙ্কেত দিল চিনা, প্রায় সাথে সাথে একপাশে সরে গেল বিদ্যুৎচালিত গেট। সাঁ করে ঢুকে পড়ল গাড়ি। সামনেই চওড়া এক র‍্যাম্প, ওটা বেয়ে নেমে গেল বেশ বড় এক সাব-বেজমেন্ট পার্কিং এরিয়ায়।

পার্কে অনেকগুলো গাড়ি দেখতে পেল রানা, নানান দেশের নাম্বার প্লেট ওগুলোর। ছয়টা ইটালিয়ান গাড়ি আছে ওর মধ্যে। আর আছে একটা জার্মান, একটা আমেরিকান, একটা ব্রিটিশ, একটা সুইস, একটা অস্ট্রিয়ান। ইটালিয়ানগুলোর তিনটার প্লেট ডিপ্লোম্যাটিক।

নেমে পড়ল ওরা। ফু চুঙের ইঙ্গিতে সামনের এক অটোম্যাটিক এলিভেটরের দিকে এগোল একযোগে। চারতলায় থামল এলিভেটর। দীর্ঘ, নির্জন এক করিডরে বেরিয়ে এল ওরা। দু'পাশে বেশ কয়েকটা ঝকঝকে পালিশ করা দরজা, সবগুলো বন্ধ। কোনটায় কোন নেমপ্লেট নেই। করিডরের এক মাথায় একটা খোলা জানালা দেখতে পেল রানা। তার কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক স্টেনধারী গার্ড। নির্বিকার চেহারা।

মুসোলিনি আমলের কোন সরকারী অফিস বিল্ডিঙ হবে এটা, ভাবল রানা। চেহারা সুরত তাই বলে। বাঁ দিকের তৃতীয় দরজায় নক্ করল লিউ ফু চুঙ, সঙ্গে সঙ্গে চড়া কণ্ঠে আহ্বান জানাল কেউ ভেতর থেকে। 'কাম ইন!'

নব্ ঘুরিয়ে দরজা মেলে ধরল ফু চুঙ, মাথা ঝাঁকাল রানার উদ্দেশে, 'আয়। তুমিও এসো,' হিরণকে বলল সে।

ভেতরে ঢুকে পড়ল ওরা। অভ্যেসবশে ঘরে পা রেখেই চারদিকে নজর বুলিয়ে নিল রানা। বেশ বড়, আয়তকার একটা রুম। মেঝেতে পুরু কার্পেট, জানালায় দামী ড্রেপার। চার দেয়ালের রঙ হাল্কা নীল। মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে। ঘরের এক মাথায় আধখানা চাঁদের মত প্রকাণ্ড এক

ডেস্ক। তার ওপর বিভিন্ন রঙের আটটা টেলিফোন শোভা পাচ্ছে। রুমের এক কোণে বড় এক টেলিভিশন সেট।

ওপাশে পুরু গদি মোড়া একসার চেয়ারে বসে আছে এগারোজন নানা বর্ণের মানুষ। একজন বাদে আর সবার বয়স ষাটের ওপর হবে অনুমান করল রানা। এদের কাউকে জীবনে দেখেনি ও, চেনে না। ওরই ওপর সবার দৃষ্টি নিবদ্ধ টের পেয়ে নিজেকে পরীক্ষার্থী মনে হলো রানার। আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের ওপর পিএইচডি লাভের জন্যে মৌখিক পরীক্ষা দিতে হাজির হয়েছে যেন, ওপাশের সবাই আন্তর্জাতিক ফ্যাকাল্টি কমিটির সদস্য।

ওকে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছিল ফু চুঙ, কিন্তু সুযোগ পেল না। তার আগেই রানার সোজাসুজি বসা ছিপছিপে স্বাস্থ্যের অভিজাত চেহারার মানুষটি কথা বলে উঠল বিনয়ের সাথে। 'আহ্! মিস্টার মাসুদ রানা, ফ্রম বিসিআই, আই বিলিভ, স্যার?'

ষাটের কোঠার মাঝামাঝি হবে লোকটার বয়স, অনুমান করল ও। চুলের রঙ উজ্জ্বল হলুদ। চোখে সোনালী রঙের হাফ গ্লাস। তোবড়ানো গাল। লোকটার নাটুকে ভঙ্গি দেখে আরেকটু হলে প্রায় হেসেই ফেলেছিল রানা। সামলে নিল। সমান বিনয়ের সাথে জবাব দিল, 'ঠিক ধরেছেন। আমি কার সাথে কথা বলছি, স্যার?'

'বলছি। প্লীজ, বসুন,' সামনের চেয়ার ইঙ্গিত করল লোকটা। ফু-চুঙ ও হিরণের দিকে তাকাল। 'আপনারাও বসুন দয়া করে।'

বসল ওরা। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কেটে গেল। সামনের প্রত্যেকে গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখছে রানাকে। বোঝা যায় ওর সম্পর্কে এরমধ্যে সব জেনে হাফেজ হয়ে বসে আছে মানুষগুলো। লিউ ফু-চুঙের দিকে ফিরল হলুদ চুলওয়ালা। মুখে সন্তুষ্টির হাসি। 'মিস্টার রানাকে নিয়ে আসার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, মিস্টার চুঙ। অনেক ধন্যবাদ আমাদের সবার তরফ থেকে।' একটু বিরতি দিয়ে ওর দিকে ফিরল লোকটা। 'মিস্টার রানা, আমি কর্নেল পিয়েট নরডেন। নরওয়ে। ইন্টারপোলের সাথে জড়িত।'

একটা পাঁচ বাই চার দামী ফোল্ডার এগিয়ে দিল সে রানার দিকে। 'পড়ে দেখুন, প্লীজ! আমার পরিচয়পত্র।'

নিল ওটা মাসুদ রানা। ভেতরে চোখ বোলাল। দেখা গেল মানুষটা ইন্টারপোলের অন্যতম মাথা। কার্ডটা ফিরিয়ে দিল ও নীরবে

'আপনার রোম উপস্থিতির খবর যেদিন আপনি এলেন, সেদিনই পেয়েছি আমরা। আমাদের খুব ইচ্ছে ছিল আপনার সাথে যোগাযোগ করার, কিন্তু সিমকা আমাদের সে সুযোগ দেয়নি। সে যাই হোক; অবশেষে আমরা মিলিত হয়েছি, সেটাই এখন বড় কথা। মিস্টার চুঙের মুখে শুনেছি আপনি তাঁর খুব পুরনো ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই আপনাকে এ পর্যন্ত নিয়ে আসার দায়িত্ব আমরা ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে বসে ছিলাম।'

থামল কর্নেল। মুহূর্তে অন্য কোন চিন্তা গ্রাস করল তাকে। চোখ কুঁচকে রানার চুলের দিকে তাকিয়ে থাকল। অন্যদের মধ্যে দু'তিন জন নড়েচড়ে

বসল। পিন পতন নীরবতা ঘরে। খানিক পর মুখ তুলল কর্নেল। লিউ ফু-চুঙকে দেখল। 'আপনাদের দেখা হলো কোথায়?'

ঘটনা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করল সে। মাথা দোলাল পিয়েট নরডেন। রানার উদ্দেশে বলল, 'আমি আপনার নিয়োগকর্তা নই, তাই আপনাকে কোন প্রশ্ন করা ঠিক নয়। তবু ভরসা আছে আপনি, আমি-আমরা সবাই এ মুহূর্তে একই কাজে জড়িত। একদল অর্ধ উন্মাদের হাত থেকে বিশ্বকে রক্ষার চেষ্টায় আছি। যদি দয়া করে বলেন, ওয়্যারহাউসে কি কি দেখেছেন, মানে...'

'বলব বলেই এসেছি আমি,' বলল রানা।

'দ্যাট'স ভেরি কাইন্ড অভ ইউ, স্যার।'

'তার আগে আপনার সঙ্গীদের পরিচয় জানতে পেলে খুশি হব।'

লজ্জা পাওয়া হাসি দিল কর্নেল। 'ছি ছি, কি লজ্জার কথা! ওদিকের কথা চিন্তা করতে গিয়ে এদিকের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।' ডানদিকের পাঁচজনকে দেখাল সে এক এক করে, নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনে রানার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল তারা। 'ও মাথায় বসেছেন জেনারেল মাসেরাতি, ইটালিয়ান। ন্যাটো। তাঁর এপাশে কর্নেল লে গ্র্যান্ডি, অস্ট্রিয়া। ইন্টারপোল। হের বারজেন, জার্মানি। ইন্টারপোল। কেনেথ লিন্ডসে জোনস, ইংল্যান্ড। ন্যাটো। আর ইনি পলকভনিক ইউরি পেরেসটভ, রাশিয়া। ইন্টারপোল।'

বাঁ দিকে নজর দিল এবার নরডেন। 'ও মাথায় বসেছেন মাইকেল রবার্টসন, আমেরিকা। ইন্টারপোল। জেনারেল লুইগি, ইটালি। ন্যাটো। কর্নেল ট্রসেন, সুইটজারল্যান্ড। ইন্টারপোল। কর্নেল পন্টিসেলি, ইটালি এবং কর্নেল সিলাচি, ইটালি। এঁরা দু'জন ন্যাটোর।'

নড়েচড়ে বসল রানা। বলে যেতে থাকল। এগারো জোড়া চোখ, সমান সংখ্যক কান স্থির, খাড়া হয়ে থাকল ওর বক্তব্য শেষ না হওয়া পর্যন্ত। কাউকে কোন তথ্য টুকে রাখার জন্যে ব্যস্ত হতে দেখা গেল না, কেউ বাধা দিল না কথার মধ্যে। নীরবে কান দিয়ে শুনল, তারপর মস্তিষ্কের তাকে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিল তথ্যগুলো। রানার বলা শেষ হতে একটা মেমো শীটে কিছু লিখল কর্নেল নরডেন, ইন্টারকমে কাউকে ডাকল।

তারপর ডানে-বাঁয়ে নজর বোলাল। 'আমরা তাহলে স্ট্রাইকের জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারি, কি বলেন?'

দশটা মাথা একযোগে দু'বার ওঠানামা করল। মনে হলো ব্যাপারটা যেন আগে থেকে রিহার্সেল করা ছিল। এক যুবক এসে ঢুকল রুমে। প্রায় রানার সমান লম্বা সে, পাশে দুইগুণ। চেহারা কঠিন। তার হাতে শীটটা দিল কর্নেল। 'এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রুপস্ আর ট্রান্সপোর্ট রেডি চাই আমি।'

যুবক বেরিয়ে যেতে রানার দিকে তাকাল। 'সরকারী অনুমোদন পাওয়ামাত্র রওনা হব আমরা, মিস্টার রানা। এখন বাজে,' হাতঘড়ি দেখল সে। 'সাড়ে তিনটা। আশা করি পাঁচটার মধ্যে পুরো প্রস্তুত হয়ে যাবে আমাদের ফোর্স। তারপর অনুমতি চাওয়া হবে।'

'যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, ততই ভাল,' বলল লিউ ফু চুঙ। 'মৃত কুকুর

আর গার্ড নিখোঁজ, জানাজানি হলেই…'

'জানুক না,' হাসল কর্নেল। 'তাতে কি? অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে ফেলবে? অসম্ভব! অত সমস্ত হেভি ওয়েপনস্, প্লেন-ট্যাঙ্ক এইটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় সরাবে ওরা?'

নড়ে বসল কর্নেল পন্টিসেলি। এই লোক বয়সে সবার কনিষ্ঠ, পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের মত হবে। 'সে চেষ্টা যদি করা হয়, আমাদের ফাঁদে পা দেবে ওরা,' বলল সে। 'এক সপ্তা ধরে ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছি আমরা।'

'ভেতরে আপনি যা যা দেখেছেন বললেন, মিস্টার রানা,' বলে উঠল ন্যাটোর কেনেথ লিন্ডসে জোনস। 'তার শতকরা বিশভাগও যদি সত্যি প্রমাণিত হয়, যত প্রভাব আর ক্ষমতাই থাক পিয়েরো সিমকার, কাল দুপুরের মধ্যে ধুলোয় মিশিয়ে দেব আমরা ওকে।'

'ওয়েল, জেন্টেলমেন, এবার বোধহয় আমরা একটু রিল্যাক্স করতে পারি?' কর্নেল নরডেন হাসল। 'কিছুটা সামাজিক হতে পারি, ইভেন একটু গলা ভেজাতেও পারি। আর সময় যখন আছেই, একটু গল্প-গুজবও করতে পারি।' ইন্টারকমে দ্রুত কিছু নির্দেশ দিল সে। যেন তৈরিই ছিল, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল মিনি ইউনিফর্ম পরা দুই সুন্দরী যুবতী। প্রকাণ্ড এক ট্রলি ট্রেতে রাজ্যের খাবার ও পানীয় নিয়ে এসেছে।

ওরা বেরিয়ে যেতে ঘরের পরিবেশ সত্যিই অনেকটা সামাজিক হয়ে উঠল। গাম্ভীর্য খসে পড়ল সবার, খাওয়ার ফাঁকে এ-গল্প সে-গল্পে মেতে উঠল। 'কি আশ্চর্য, দেখুন,' ডি-ডে প্রসঙ্গ উঠতে বলল কর্নেল নরডেন। 'মাত্র কয়েক বছর আগেও এরা কেউই কোন ফ্যাক্টর ছিল না। অথচ আজ সেই মানুষগুলোই পৃথিবীর সবচে' বড় ফ্যাক্টর। স্যার হিউ মারসল্যান্ড অতীতে নিজ দেশে একজন সৎ রাজনীতিক ও ফিন্যান্সিয়ার হিসেবে পরিচিত ছিল। সবার শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। লরেনযো কন্টি ছিল আর দশজন প্রযোজকের মতই একজন, ছবিতে টাকা খাটিয়ে কি করে তার বহুগুণ তুলে আনা যায়, সেই চিন্তা করত। স্টাডস ম্যালোরি ছিল এক জিনিয়াস পরিচালক। বাকি থাকে লিটল জায়ান্ট। এই লোক অবশ্য বেশ আগে থেকেই প্রভাবশালী ছিল। পড়ুয়ার মাফিয়া ডন ছিল। পয়সা ছিল তার। পয়সা জায়গামত খাটিয়ে নিজের প্রভাব কি করে আরও বাড়ানো যায়, ঘটে সে বুদ্ধিও ছিল।

'নিজের প্রভাব বাড়ানোর লক্ষে কাজ করে গেছে প্রথম থেকেই। ফলে আজ এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, প্রমাণ ছাড়া তার বিরুদ্ধে একটা আঙুল যদি কেউ তোলে, তোলপাড় ঘটে যাবে ইটালিতে। এদেশের সবগুলো রাজনৈতিক দল, ডান-বাম আর মধ্যপন্থী, প্রত্যেকে তার পক্ষ নেবে। কারও ক্ষমতা নেই সে পরিস্থিতি সামাল দেয়ার।'

'আর যদি কন্টির স্টুডিওয় হানা দিয়ে তার বিরুদ্ধে প্রমাণ আমরা জোগাড় করতে পারি,' বলল জেনারেল লুইগি। 'তাহলে ওকে সবার চোখের সামনে পিষে ফেললেও কেউ একটা আঙুলও তুলবে না।'

'মাফিয়া ছাড়া,' চট করে বলে উঠল কর্নেল সিলাচি।

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল জেনারেল। 'ওদের কথা খেয়াল ছিল না।'

হাসি ফুটল প্রত্যেকের মুখে। কেউ কেউ শব্দ করে হাসল।

'ভাল কথা,' রানার দিকে ফিরল ইন্টারপোলের সুইস প্রতিনিধি, ট্রুসেন। 'এই গ্রুপে যে আপনাদের দেশী একজন আছে, সাম হেদায়েত, লোকটা একাত্তর সালে দেশের কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে, জানেন নিশ্চই?'

'জানি। ওর বিরুদ্ধে দুটো খুনের ঘটনা প্রমাণও হয়েছে।'

'এই মানুষটিও জড়িত আছে সিমকাদের সাথে,' মুখ ভর্তি স্যান্ডউইচের ফাঁক দিয়ে বলে উঠল কর্নেল নরডেন। 'কম্পিউটর জিনিয়াস। স্যার হিউর কেনা গোলাম। সে-ই নাকি আজও খাড়া রেখেছে লোকটাকে, নইলে অনেক আগেই শেষ হয়ে যেত।'

খাবার সামলে এক ঢোক হর্স দ' ভ্রিস গিলল কর্নেল। 'বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পালিয়ে ইংল্যান্ডে চলে যায় হেদায়েত। ওখানে কম্পিউটরের ওপর জটিল কিছু কোর্স করতে গিয়ে নিজে থেকেই কম্পিউটর জিনিয়াস বনে যায়। স্যার হিউর জন্যে কিছু কিছু অ্যাডের কাজ করতে গিয়ে তার চোখে পড়ে মানুষটা। তারপর হঠাৎ নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটে তার মানসিক চাপের কারণে, কয়েকটা হত্যাকাণ্ড ঘটায়, তারপর ভর্তি হয় স্যার হিউর রেস্ট ফার্মে। ওটার কথা তো জানেনই আপনি।'

'ইজিফুল একর্‌স, সাসেক্স,' বলল ও।

'প্রিসাইজলি। দশ-বারো বছর আগে হঠাৎ করেই স্যার হিউর মানসিক ভারসাম্য টলে যাওয়ার লক্ষণ দেখা দেয়, অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে সে। ব্যাপারটাকে খুব গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করে হিউ, নিজেই নিজের চিকিৎসার আয়োজন করে। পঁচাশি সালের কথা সেটা। তখন জার্মানি থেকে ইংল্যান্ডে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় এক নামকরা ডাক্তার, তার সাহায্য নেয় সে।'

'ডক্টর আনটেনওয়েইজার,' মৃদুকণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

হেসে মাথা দোলাল কর্নেল। 'ঠিক।'

'জুঙফেক।'

চোখ তুলে রানাকে এক পলক দেখল লিউ ফু চুঙ। মুখে প্রশংসার হাসি। খেয়াল করল না ও। 'চিনাম্যান জুঙ শুধু সম্মোহনের মাধ্যমে অজ্ঞান করতেন তাঁর রোগীদের, ডক্টর ওয়েজার তা করত না। তার চিকিৎসা পদ্ধতি মোটামুটি এক হলেও ট্রাংকুইলাইজার এবং আরও কি কি সব ওষুধ যেন প্রয়োগ করে রোগীকে অজ্ঞান করত সে, এরপর তার ওপর প্রয়োগ করত জুঙের ট্রানসেনডেন্টাল মেডিটেশন বা আই চিঙ পদ্ধতি। স্যার হিউর ওপরও একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে তার সাইকোটিক সাইকেল নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে লোকটা।'

গরম কফিতে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। কর্নেল ও ফু চুঙকে অফার করল। 'তারপর,' একগাল ধোঁয়া ছেড়ে শুরু করল আবার নরডেন। 'স্যার হিউ খুব বেশিরকম উচ্চাভিলাষী ছিল। এখনও তাই আছে। শারীরিক

অসুস্থতা, বিরাট কিছু হতে চেয়ে ব্যর্থ হওয়া আর প্রচণ্ড খাটুনী, এই তিন কারণে মানসিক ভারসাম্য হারায় সে। পরপর কয়েকটা নামকরা মেয়ে মডেলকে হত্যা করে যৌন ক্ষুধা মেটাতে গিয়ে। গলা টিপে মারে আর কি!

'কিন্তু লোকটা তখন যথেষ্ট প্রভাবশালী, অর্থবিত্তের মালিক। সরকারই তার পক্ষ নেয়, ব্যাপারটা ধামাচাপা দিয়ে ফেলে। আপনাদের হেদায়েত, কন্টি, ম্যালোরি এবং সিমকা, এরা প্রত্যেকে স্যার হিউর মত একই রোগের শিকার। রোগটার নাম, অ্যাগ্রিওথিমিয়া অ্যামবিটিওজা। দীর্ঘদিনের সমাজ ব্যবস্থা, আইন ব্যবস্থা ইত্যাদি ধ্বংস করার এক অদম্য, অপ্রতিরোধ্য বাসনা।'

সাদেকের 'AA' নোটেশনের ব্যাখ্যা পাওয়া গেল, ভাবল রানা।

'সাধারণ অনেকের মধ্যেই আছে এ রোগের লক্ষণ। অনেক সময় বিভিন্ন কারণে মানুষের মনে সমাজের ওপর রাগ, ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা জন্মে। সেসব থেকে ক্রমে এই রোগের সৃষ্টি হয়। অন্যদের বেলায় যেমন-তেমন, স্যার হিউর ব্যাপারটা একটু অন্যরকম, কারণ সে সাধারণ ছিল না। ছিল অসাধারণ। তার পয়সা ছিল, প্রভাব ছিল। আর ছিল ধৈর্য। শেষের গুণটার কথা আসছে এই জন্যে যে নিজস্ব পদ্ধতির চিকিৎসার সাহায্যে ডক্টর ওয়েজার তাকে আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ করে তুলতে পারলেও আসলে তার বড়রকম ক্ষতিই করে বসে। ঘৃণা, ক্ষোভ ইত্যাদির পরিধি বেড়ে যায় স্যার হিউর। সে কথায় একটু পরে আসছি।'

সিগারেটে লম্বা টান দিল নরডেন। কথা বলার আর্ট জানে মানুষটা। তাই কাহিনী জানা থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত প্রায় সবাই তার কথা মন দিয়ে শুনছে। 'স্যার হিউর ধৈর্যের কথা বলি এবার,' শুরু করল সে। 'ডক্টর ওয়েজারের ওপর সন্তুষ্টি বা নিজের ওপর আস্থাহীনতা থেকে হোক, অথবা ভবিষ্যতে বড় কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে হোক, সাসেক্সে বিশাল এক ফার্মল্যান্ড কিনে সেখানে বিশেষ রোগীদের জন্যে এক হসপিটাল প্রতিষ্ঠা করে সে, ওয়েজারকে বসিয়ে দেয় তার প্রধান হিসেবে। নার্ভাস ডিজঅর্ডারনেস, ড্রাগ ও ড্রিঙ্ক উইথড্রল ইত্যাদির চিকিৎসা করার মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু হয় ইজিফুল একরসের। দিনে দিনে বাড়তে থাকে ওদের চিকিৎসার ক্ষেত্র।

'আশির দশকের শেষ দিকে ডি-ডের নায়িকা, ক্যামিলা ক্যাভোর ওখানে প্রথম ভর্তি হয় মেন্টাল ব্রেকডাউনের শিকার হয়ে। সিমকা নিজ খরচে ভর্তি করে তাকে। সময়টা ছিল ক্যামিলার জীবনের সবচে' বড় টার্নিং মোমেন্ট। সাধারণ এক কলগার্ল থেকে ছবির জগতে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে তখন। আশ্চর্য যে ওয়েজারের চিকিৎসায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে যায় মেয়েটি। সুস্থই আছে আজও পর্যন্ত।'

শেষ টান দিয়ে সিগারেট অ্যাশট্রেতে পিষে ফেলে দিল মাসুদ রানা। অবাক হওয়ার বিশেষ কিছু নেই, তবু কিছুটা হলো। ক্যামিলার কমনীয় মুখটা ভেসে উঠল চোখের সামনে। কালকের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবল। সকালে অমন একটা চিঠি লিখে রেখে গেল, অথচ বিকেলে স্টুডিওতে পুরোটা সময় বেশ গম্ভীর দেখা গেল ওকে, কেন?

'ভাগ্যের কি খেলা দেখুন,' বলে চলল পিয়েট নরডেন। 'মেয়েটা সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ম্যাসিভ নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হয়ে ওখানে ভর্তি হলো আপনাদের হেদায়েত, স্টাডস ম্যালোরি, লরেনযো কন্টি ও পিয়েরো সিমকা, মাত্র কয়েকদিনের ব্যবধানে।

'পরীক্ষা করে তাদের প্রত্যেকের ভেতর স্যার হিউর সেই রোগের লক্ষণ পাওয়া গেল। তাদের ধারণা, সমাজ, জাতি তাদের হেয় করেছে নানাভাবে। সেই ক্ষোভ পুষে রেখেছে তারা দীর্ঘদিন। প্রতিকার করার সুযোগ পায়নি। ফলাফল নার্ভাস ব্রেকডাউন। হেদায়েতের বিশ্বাস একাত্তর সালে সে যা করেছে, ঠিকই করেছে। অথচ বিনিময়ে সমাজ, জাতি তাকে ধিক্কার ছাড়া কিছু দেয়নি।

'কন্টির ধারণা তার জমি কেড়ে নিয়ে সরকার তাকে তুচ্ছ করেছে, অপূরণীয় ক্ষতি করেছে তার। ম্যালোরি অস্কারের জন্যে মনোনীত হয়েছে দু'বার। অথচ শেষ মুহূর্তে পুরস্কার পায়নি। অপদস্থ বোধ করেছে সে। আর থাকল সিমকা। বামন বলে সবসময়ই মানুষ করুণা করত তাকে। আড়ালে তো বটেই, প্রকাশ্যেও হাসাহাসি করত। সে জন্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ছিল মনে। সেটাই বিস্ফোরিত হয় একদিন তাকে নিয়ে আঁকা এক কার্টুনকে কেন্দ্র করে সিনেটে হাসাহাসি হয় বলে। আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল লোকটা, ব্যর্থ হয় শেষ পর্যন্ত। অনেকের মতে কারণটা নাকি হাসাহাসি নয়, সিমকা-ক্যামিলার একান্ত ব্যক্তিগত।

'সে যাই হোক, চিকিৎসা চলতে থাকে এদের সবার। স্যার হিউ রেস্ট ফার্মের মালিক, মাঝেমধ্যে যায় সে ওখানে ডিরেক্টরাল ভিজিটে। তার পক্ষে রোগীদের রেকর্ডস্, ডায়াগনোস্টিক নোটেশনস্ ইত্যাদিতে চোখ বোলানো খুবই স্বাভাবিক। হেদায়েতের অসুখ জানত হিউ, ভিজিটে গিয়ে এদের তিনজনের খবরও জানল, এবং তার ধৈর্যের পরীক্ষা একটা পরিণতি লাভ করল।

'ওয়েজারের ফেক চিকিৎসার ফল হিসেবে ততদিনে তার ভেতরের জমাট বাঁধা ক্ষোভ, ঘৃণা ইত্যাদি আকাশছোঁয়া বিস্তৃতি লাভ করেছে। এতই বিস্তার লাভ করেছে যে সমাজ আর আইন ব্যবস্থা ধ্বংস করা তখন তার কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ঘটনা। প্রতিশোধ স্পৃহা বেড়ে এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে আরও অনেক বড়, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে সারা পৃথিবীকেই একটা শিক্ষা দেয়ার জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেছে সে তখন।

'পাঁচ প্রতিশোধকামী জিনিয়াস এক হলো, মতের মিল হলো, কাঠামো প্রস্তুত হলো মেগালোম্যানিয়াক স্কেলিটন, ডি-ডে নামে। টাকা আর রাজনৈতিক প্রভাব অনেক বেশি বলে দলের নেতৃত্ব নিল সিমকা, স্যার হিউ মেনে নিল বিনাপ্রশ্নে। বুদ্ধিও আছে সিমকার, নানান দেশের মাধ্যমে জোগাড় করল সে এতসব ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্র। এরটা ওকে দিয়ে, ওরটা তাকে দিয়ে কিনিয়ে এনে জড়ো করেছে ওরা। একশো মিলিয়ন ডলার সো কল্ড ডি-ডে'র বাজেট, যার এক তৃতীয়াংশই এসেছে এক দল খুচরো বিনিয়োগকারীর পকেট

থেকে। ওরা নিজেরা হয়তো পকেটের টাকা ঢালেইনি এ প্রজেক্টে। উল্টে সুইটজারল্যান্ডে নিজেদের গচ্ছিত সমস্ত ধন-সম্পদ, বিশেষ করে সোনা, সব সরিয়ে ফেলেছে অজ্ঞাত কোথাও। অনুমান, একুশ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা,' বিরতি দিয়ে বিড়বিড় করে বলল কর্নেল। 'ক্যান ইউ ইমাজিন?'

ঘুরে রানাকে দেখল লিউ ফু-চুঙ। কি ভেবে হাসল। 'তুইও তো পাঁচ মিলিয়ন ইনভেস্ট করেছিস্।'

'হ্যাঁ,' আরেকটা সিগারেট ধরাল ও। হাসছে মিটিমিটি। 'চেক দিয়েছি। তবে ওটা অনারড্ হবে কি না ভেবে চিন্তিত।'

শব্দ করে হেসে উঠল ফু-চুঙ। অ্যাশট্রেতে ছাই ঝাড়ল রানা। 'আমার একটা প্রশ্ন আছে, কর্নেল।'

'শিওর, বলুন,' ঝুঁকে এল নরওয়েজিয়ান।

'হিউ-সিমকা, এদের আসল উদ্দেশ্য যে পৃথিবীকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া, এ খবর আপনি জানেন কি করে? কার মাধ্যমে, বা…'

'রোজানা মোরান্ডির মাধ্যমে।'

থমকে গেল ও। 'পার্ডন?'

'ঠিকই শুনেছেন আপনি, মিস্টার মাসুদ রানা। রোজানা আমাদের ইনফর্মার ছিল। আমিই ওকে দিয়ে ফোন করিয়েছিলাম আপনাকে, তার মাধ্যমে ওদের আসল উদ্দেশ্যের কথা জানিয়ে আপনাকে সতর্ক করার জন্যে। নিজেদের জঘন্য ষড়যন্ত্রের কথা এক দুর্বল মুহূর্তে মুখ ফস্কে রোজানাকে বলে বসেছিল সিমকা। ক্ষতিকর কিছু যে ওরা করতে যাচ্ছে, সে অনুমান আমরা আগেই করেছিলাম। কিন্তু সেটা যে কি, তা জেনেছি রোজানার কাছ থেকে।' চাপা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল সে। 'মেয়েটার কথা ভাবলে দুঃখ হয়।'

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল সবাই। ডুবে থাকল যে যার চিন্তায়। কর্নেলই আবার মুখ খুলল। 'ওদের মধ্যে হেদায়েত হচ্ছে ডি-ডে'র কর্নারস্টোন। তার টেকনিক্যাল নো-হাউর কোন তুলনা নেই। ওদের ষড়যন্ত্র প্রোগ্রাম করবে সে, উপযুক্ত সময় সুইচ টিপলেই ঘটনা, মানে, তারা যা চাইছে, ঘটতে শুরু করবে। কাল তার কিছু নমুনা তো দেখেছেন আপনি পর্দায়, তাই না?'

'কি করে জানলেন?' প্রশ্ন করল রানা।

'কি করে?' হাসি ফুটল কর্নেলের মুখে। 'আমাদের এক বিশেষজ্ঞ নিয়মিত "হ্যাক" করে হেদায়েতের প্রোগ্রাম। আপনারা কাল স্টুডিওতে যা দেখেছেন, এখানে বসে তা আমরাও দেখেছি।'

একটা টেলিফোন বেজে উঠল। একযোগে সবাই ঘুরে তাকাল। ওটা একটা লাল টেলিফোন। থাবা চালাল কর্নেল নরডেন। 'ইয়েস!' নীরবে ও প্রান্তের কথা শুনল। তারপর ফোন রেখে রানার দিকে তাকাল। 'ওরা টের পেয়ে গেছে ঘটনা। অজ্ঞান গার্ড আর মরা কুকুর উদ্ধার করেছে। হুলস্থুল কাণ্ড চলছে ওখানে।'

ঘড়ি দেখল রানা। প্রায় চারটা। আবার বাজল একই টেলিফোন। 'ইয়েস! অল রাইট। ইয়েস, গুড!' রিসিভার জায়গামত রেখে জেনারেল

মাসেরাতির দিকে ফিরল নরডেন। 'জেনারেল, আপনার কম্যান্ডো বাহিনী রেডি। শহরের উত্তরপুব মাথায় মুভ করার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষায় আছে ওরা। সব ঠিক ঠাক।'

'জেন্টলমেন,' বলল সে আর সবার উদ্দেশে। 'ব্যাপারটা এখন সম্পূর্ণ ইটালিয়ান সরকারের, তাই কন্টির স্টুডিওতে রেইড চালানোর কাজটা পরিচালনা করবেন জেনারেল মাসেরাতি। এখন থেকে আমরা কেবল ঘটনার দর্শক।'

মাথা দোলালেন জেনারেল। প্যারেড গ্রাউন্ড গাম্ভীর্য ও তীক্ষ্ণতার সাথে বললেন, 'রাইট! এ অপারেশনের সম্পূর্ণ দায়-দায়িত্ব আমার। আমাদের ওয়ার মিনিস্টারের মৌখিক অনুমোদনই যথেষ্ট এ জন্যে।'

কর্নেল পন্টিসেলি ও কর্নেল সিলাচিকে দেখলেন। 'চূড়ান্ত পরিকল্পনা আমরা আগেই করে রেখেছি। সেই অনুযায়ী চলবে অপারেশন। আপনারা দু'জন সত্যিকার অ্যাকশনে কম্যান্ডোদের দুই দলকে নেতৃত্ব দেবেন।'

'রাইট, জেনারেল,' একযোগে বলল দুই কর্নেল।

হাত বাড়িয়ে লাল টেলিফোনটা কাছে টেনে নিলেন মাসেরাতি, কয়েকটা সংখ্যা পাঞ্চ করে অপেক্ষা করলেন কিছুক্ষণ। ও প্রান্তে সাড়া পেতে খ্যাঁক করে উঠলেন। 'আমি জেনারেল মাসেরাতি বলছি! অ্যাঁ?...জাগাও তাঁকে, আমার কথা বলো। ইট ইজ আটমোস্ট আর্জেন্ট।'

তিন মিনিট পর ফোন রেখে হেলান দিয়ে বসলেন তিনি। সন্তুষ্ট। 'হয়ে গেছে।'

তাঁর কথা শেষ হওয়ার আগেই ফের বেজে উঠল ফোন। নরডেন ধরল এবার। বিনাপ্রশ্নে ও প্রান্তের বক্তব্য শুনল কয়েক মিনিট। 'একটু আগে কয়েকটা সাপ্লাই ট্রাক ঢুকেছিল কন্টির স্টুডিও কমপ্লেক্সে,' ফোন রেখে বলল সে। 'বের হয়ে আসার সময় ওখান থেকে কিছুটা দূরে থামানো হয় ওগুলো, সার্চ করা হয়। জানা গেছে ওখানকার স্টাফদের জন্যে ফুড সাপ্লাই পৌঁছে দিতে গিয়েছিল ওগুলো। সার্চ করা হয়েছে সবগুলোকে, দুধের বোতল ছাড়া কিছু পাওয়া যায়নি।'

'আর কিছু না?' জানতে চাইলেন মাসেরাতি। 'মৃত কুকুর, অজ্ঞান গার্ড, কাটা ফেন্স ইত্যাদির খবর পেয়ে আমাদের প্রিন্সিপালদের কেউ পরিদর্শনের যায়নি ওখানে?'

'না।'

'ভাল।'

সোয়া পাঁচটায় কন্টির স্টুডিও কমপ্লেক্সে ঝটিকা অভিযান চালাল জেনারেল মাসেরাতির বাহিনী। কিন্তু সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো মিশন।

বসে আছে মাসুদ রানা। হতবাক্, বিস্মিত। জেনারেল মাসেরাতির ব্যর্থতার খবর শুনছে লিউ ফু-চুঙের মুখে। কালো হয়ে আছে চেহারা। 'এসব কি বলছিস্, তুই?' ভাষা ফিরে পেয়ে বলল ও। ফোন রেখে সোজা হলো চিনা

এজেন্ট।

'সত্যি, রানা। তিনটে ওয়্যারহাউসই একদম ফাঁকা। কিচ্ছু নেই।

'দূর! তা কি করে সম্ভব? এতকিছু এই সামান্য সময়ের মধ্যে কি করে সরাল ওরা, কোথায়...'

'জানি না! জেনারেল মাসেরাতির মুখে যা শুনলাম, আমি তাই বলছি।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্থবির হয়ে গেল রানা। আগের সেই বাড়িটিতেই আছে এখনও ওরা দু'জন। একই রুমে। অন্যরা কেউ নেই। একদল গেছে অপারেশন পরিচালনা করতে, অন্যরা মনিটর করতে। হিরণকে নিজের কাজে পাঠিয়ে দিয়েছে রানা।

'তাহলে,' বলল ও। 'তাহলে নিশ্চই কোন ক্যামোফ্লেজিঙ ট্রিক্ খাটিয়েছে ওরা, লিউ। এ অসম্ভব! আমি আসার দুই আড়াই ঘণ্টার মধ্যে চালানো হয়েছে অপারেশন। ভেতরে এতকিছু দেখেছি আমি...' থেমে গেল ও খেই হারিয়ে। 'অসম্ভব! এ অসম্ভব!'

'কিছু নেই ওখানে, রানা,' একঘেয়ে গলায় বলল লিউ ফু চুঙ। স্বর সামান্য চড়া, তীক্ষ্ণ। 'কিচ্ছু নেই। সবগুলো ওয়্যারহাউস একদম ফাঁকা, ফ্লোর খালি। ধুলো ছাড়া কিছু নেই। খোলা শূটিং স্পটেরও একই অবস্থা।'

পায়ে পায়ে ডেস্কের পিছনের জানালার দিকে এগোল রানা। দুশ্চিন্তায় কপালে ভাঁজ পড়েছে কয়েকটা। ড্রেপার সরিয়ে বাইরে তাকাল। টাইবার নদীর ওপর চোখ পড়ল। সকালের রোদ মেখে চিক্ চিক্ করছে তার বুক। বিভিন্ন ধরনের নৌযান চলাচল করছে। 'তোদের মিগগুলো?' ঘুরে দাঁড়াল ও।

'নেই।' কিছু সময় চুপ করে থাকল লিউ। 'রানা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি?'

তার দিকে তাকিয়ে থাকল ও। কিছু বলল না।

বেশ দ্বিধার সাথে জিজ্ঞেস করল সে, 'তুই ঠিক দেখেছিলি তো, দোস্ত? শিওর, কোন ভুল হয়নি?'

'তুই আমাকে এত বেকুব ভাবিস্, জানা ছিল না তো!' বেশ ভেবেচিন্তে আর কিছু জবাব খুঁজে না পেয়ে বলল রানা। রেগে গেছে।

'রাগ করিস্ নে,' মাথার চুল মুঠো করে ধরে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকল ফু-চুঙ। 'কি যে ছাইভস্ম ভাবব, বুঝতে পারছি না কিছু।'

দ্রুত টিভির দিকে এগোল রানা। অন্ করতেই তাৎক্ষণিক ছবি ফুটল পর্দায়। সকালের প্রথম-সংবাদ প্রচার হচ্ছে দেখল ও। '...এ ঘটনাকে ব্যক্তি অধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘন বলে অ্যাখ্যা দিয়েছেন সিনেটর পিয়েরো সিমকা।' পাঠক বলে চলেছে, 'ফ্যাসিস্ট সরকারের পতনের পর এমন ন্যাক্কারজনক ঘটনা এ দেশে আর ঘটেনি দাবি করে তিনি বলেছেন, ইটালিয়ান আর্মির এই অভিযানে এটা পরিষ্কার, মুসোলিনিউত্তর দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পরও তারা তাদের ডিক্টেটরশিপের খোলসেই আজও আবদ্ধ রয়ে গেছে।

'ইন্টারপোল নামের এক দুর্নীতিবাজ পুলিস ফোর্সের প্ররোচনায়, জেনারেল মাসেরাতি কন্টি ফিলম্ ইন্ডাস্ট্রিজে যে অভিযান চালিয়েছেন আজ,

তা এ দেশের শিল্প ও সংস্কৃতি ধ্বংসের এক সুদূর প্রসারী নীল নক্‌শার প্রথম পদক্ষেপ বলে অ্যাখ্যায়িত করেছেন তিনি।'

টিভি অফ করে ফু-চুঙের দিকে ফিরল ও। 'জেনারেল মাসেরাতি কোথায় এখন?'

'ওয়ার মিনিস্ট্রিতে গেছে সবাই। কি চলছে ওখানে কে জানে!'

নয়

'আমি আবার যাব,' বলল রানা।

অবাক হলো ফু-চুঙ। 'কোথায়?'

'কন্টির স্টুডিওতে।'

'এই দিনের বেলায়? পাগল হয়েছিস্ তুই? ভুলে গেলি রোজানার খুনের দায় তোর ঘাড়ে চেপেছে? পুলিস খুঁজছে তোকে?'

অনেক কষ্টে নিজেকে সংবরণ করল রানা। সত্যি তো, উত্তেজনার ঠ্যালায় কথাটা ভুলেই বসে ছিল ও এতক্ষণ। রাতে হয়তো পুলিসের চোখকে ফাঁকি দেয়া যেত কার্পেন্টারের পরিচয়পত্র দেখিয়ে, দিনের আলোয় তা নিশ্চই হবে না।

'কি ভাবছিস, রানা?' বন্ধুর অস্থিরতা দেখে প্রশ্ন করল লিউ।

'যে করেই হোক, স্টুডিওর কাছে যাওয়া প্রয়োজন আমার,' জরুরী কণ্ঠে বলল ও। 'অন্তত তিন মাইলের মধ্যে।'

'কেন?'

'একটা রাশান মিগ ফ্লিপার ফাইটারের ককপিটে হোমার প্ল্যান্ট করে রেখে এসেছি আমি সার্চের সময়, ওটার ব্লিপ্ ট্রেস্ করতে।'

'দাঁড়া, দাঁড়া!' ওর মুখোমুখি দাঁড়াল এসে সিএসএস এজেন্ট। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। 'কিসের সাথে কি প্ল্যান্ট করেছিস?'

আবার বলল রানা। পকেট থেকে ছোট্ট ট্র্যানজিস্টরটা বের করে দেখাল তাকে। 'এটা একটা লোকেটিঙ ডিভাইস। কিন্তু অল্প শক্তির, মাত্র তিন মাইল এর ক্ষমতা। এখান থেকে চেষ্টা করলেও হোমারের ব্লিপ্ ধরা যাবে না। জায়গাটা অনেক দূরে, তাই যাওয়া প্রয়োজন আমার।'

'এতক্ষণ বলিস্‌নি কেন?'

'দ্যাখ্, লিউ, তোর-আমার এবং ন্যাটো ও ইন্টারপোলের মিশন এক, কিন্তু পথ ভিন্ন ভিন্ন। তোর সাথে যদি রাতে দেখা না হত, তক্ষুণি শহরে ফিরে বস্‌কে রিপোর্ট করতাম আমি। এরা যত সময় নিয়েছে অপারেশন শুরু করতে, সে ক্ষেত্রে তত দেরি হয়তো হত না। গার্ড আর কুকুরের বিষয়টা ওরা টের পেয়ে যাওয়ার আগেই যদি রেইড চালানো যেত, আমি বাজি ধরে বলতে পারি এতক্ষণে হিউ-সিমকা ও দলবল চোদ্দ শিঁকের ভেতরে থাকত। এই

ঝামেলার জন্যে তুই-আমি দু'জনেই সমান দায়ী। তুই চেয়েছিস্ আমার দেখার ওপর ভরসা করে মূল দায়িত্ব ন্যাটো আর ইন্টারপোলের ঘাড়ে চাপাতে, আর আমি চেয়েছি তোদের সবার ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলি চালাতে।

'ভেবে দ্যাখ্, এখানে যে সময় আমরা খাওয়া আর গল্পে অপচয় করেছি, ততক্ষণে অন্তত দু'বার রেইড চালানো যেত কন্টির এস্টাবলিশমেন্টে। আমি কি ভাবছি জানিস্? ওরা অনাহূত কারও প্রবেশ টের পেয়ে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল, তাই সরিয়ে ফেলেছে সমস্ত কিছু। এইজন্যেই কম্যান্ডো…'

'তোর প্রথম দুটো পয়েন্ট মানি আমি, রানা। ঠিকই বলেছিস্ তুই। কিন্তু শেষেরটা যে কত অসম্ভব, অবিশ্বাস্য, তা তুই নিজেই একবার চিন্তা করে দ্যাখ। এত কিছু ওরা মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে কি করে সরাল, তাও ওখানে উপস্থিত আমাদের লোকজনের চোখের সামনে দিয়ে?'

'ওরা সব সরিয়ে ফেলেছে বলেছি আমি,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'তার অর্থ এই নয় যে উপস্থিত সবার চোখের সামনে দিয়েই সরাতে হবে।'

হতভম্ব চেহারা হলো লিউ ফু চুঙের। 'তার মানে! কি বলছিস্ তুই, আমি তো কিছুই…'

'তোর মধ্যে আগের সেই লিউকে কেন দেখতে পাচ্ছি না আমি?' সপাং করে চাবুক হানল যেন রানার কণ্ঠ। 'কোথায় গেল তোর সেই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি? মাথা খাটা, গাধা কোথাকার!'

চাবুক খেয়েই হয়তো আচমকা জ্ঞানের চোখ খুলে গেল তার। কয়েকবার খাবি খেল ডাঙায় তোলা মাছের মত। 'তুই…তুই বলতে চাইছিস…রানা! ওহ্ গড!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এই তো গাধা মানুষ হয়েছে।'

কয়েক মুহূর্ত বাক্‌রুদ্ধ হয়ে থাকল লিউ। তারপর রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠল, 'তাই তো বলি, মাসুদ রানার এতবড় ভুল হয় কি করে?'

'এই জন্যেই ওই জায়গার কাছাকাছি যেতে চাইছি আমি, বুঝলি, হাঁদারাম?' ট্রানজিস্টরটা দেখাল রানা। 'এটা দিয়ে প্রমাণ করে দেব আমি কি ভাবে জেনারেল মাসেরাতিকে বোকা বানিয়েছে সিমকা।'

'দাঁড়া!' বাঁদরের মত লাফ দিল লিউ। প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল লাল টেলিফোনটার ওপর, ওয়ার মিনিস্ট্রির সুইচ-বোর্ড নাম্বারে ফোন করল দ্রুত। নক্ হলো দরজায়। 'কাম ইন!' হাঁক ছেড়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে ফোনে কথা বলতে। হড়বড় করে কি সব বলে যেতে থাকল। সেদিকে মন দিতে ব্যর্থ হলো রানা দরজা খোলার শব্দে।

বিশালদেহী দুই চিনা দানব ঢুকল ভেতরে। মুখ শুকনো, চোখ লাল। এরাই সম্ভবত লিউ ফু চুঙের সেই দুই সঙ্গী, যাদের ও ওয়্যারহাউসের পাহারায় রেখে এসেছিল রাতে। রানাকে এক পলক দেখল তারা, তারপর নজর দিল লিউর দিকে। তার কথা শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছে।

দড়াম করে ফোন রাখল লিউ। চেহারায় চাপা উল্লাস। 'রানা, চল্!'

'কোথায়?'

ততক্ষণে দরজার দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছে সে। 'বেরোও! পথে বলব।' দুই সঙ্গীর উদ্দেশে কি যেন বলল দুর্বোধ্য ভাষায়, তারপর প্রায় দৌড়ে এগোল এলিভেটরের দিকে। রানাও পিছন পিছন ছুটল। এক মিনিট পর লিউর ফিয়াট লাক্সারি হুঙ্কার ছেড়ে স্টার্ট নিল সাব-বেজমেন্ট কার পার্কে, গেট দিয়ে বেরিয়ে সাঁই-সাঁই করে ছুট লাগাল যানবাহনে ঠাসা রাস্তা দিয়ে। পিছনে আরেক গাড়িতে আসছে ওর দুই সঙ্গী।

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল রানা।

ব্যস্ত হাতে গিয়ার শিফট করল চাইনিজ। 'ওয়ার মিনিস্ট্রি। ওদের বলেছি আমি তোর সন্দেহের কথা। শুনে মিনিস্টার তোর সাথে কথা বলতে চেয়েছেন।'

পনেরো মিনিট পর। সমর মন্ত্রির মুখোমুখি বসা রানা ও লিউ। এক পাশে মাথা নত করে বসে আছেন জেনারেল মাসেরাতি। এরমধ্যে বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে তাঁর। কর্নেল পিয়েট নরডেন অনুপস্থিত। চাপের মুখে তাকে প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছে ন্যাটো। এক পর্তুগীজ ন্যাভাল অ্যাটাশে, সেনহর সোসাকে তার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।

এক পুলিস অফিসার, মেজর মিলিয়ারডোন একটু আগে যোগ দিয়েছে বৈঠকে। ফিউমিসিনোর আগের পুলিস স্টেশন সেন্টোসেল্লোর ইন-চার্জ সে। মানুষটা ছোটখাট। তবে বাঘা পুলিস, চেহারা-চাউনি দেখেই বুঝল মাসুদ রানা। আর আছে ইন্টারপোলের রুশ প্রতিনিধি কর্নেল ইউরি পেরেসটভ। অন্যদের কোথাও দেখতে পেল না ওরা।

বেশি কিছু বলার ছিল না। যা ছিল অল্প কথায় মন্ত্রিকে গুছিয়ে বলল রানা। দুই হাত এক করে তার ওপর থুতনি রেখে একভাবে ওকে দেখতে থাকলেন তিনি। আসলে দেখলেন না কিছুই, মন পড়ে রয়েছে তাঁর অন্য কোথাও। ভদ্রলোকের বয়স বেশি নয়, চল্লিশ-বেয়াল্লিশের মত। গড়ন একহারা। মাথার চুল বেশিরভাগই সাদা। চেহারায় উদ্বেগ।

অনেকক্ষণ চিন্তা-ভাবনার পর মুখ খুললেন তিনি। 'আন্ডারগ্রাউন্ড হাইড আউট! এ-ও কি সম্ভব?'

'যারা এত অসাধ্য সাধন করতে পারে, তাদের পক্ষে ওটাও খুবই সম্ভব,' বলল ও। 'নইলে সামান্য সময়ের মধ্যে এতকিছু সরিয়ে ফেলা আর কোন্ উপায়ে সম্ভব?'

'নিচে নামাতেও তো প্রচুর সময়ের প্রয়োজন।'

'আমার বিশ্বাস ওগুলোর কোনটাই ওদের কষ্ট করে নামাতে হয়নি, সেনিয়র। শুধু সুইচ টিপে গোটা ফ্লোর আন্ডারগ্রাউন্ডে নিয়ে গেছে। ফাঁকা স্থান পূরণ করেছে বিকল্প ফ্লোর তুলে দিয়ে।'

মুখ তুলে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন জেনারেল। দৃষ্টিতে আশা ও সন্দেহের ছায়া।

'শক্তিশালী লোকেটিং ডিভাইস হলে এখানে বসেও আমার হোমারের

ব্লিপ রিসিভ করা যাবে,' বলল ও। 'তবে ইউজুয়াল কম্বিনেশন থাকতে হবে ওটায়। নইলে কাজ হবে না।'

'আমাদের কমিউনিকেশনস্ সেলেই আছে ওর অনেকগুলো,' কিছুটা ব্যস্ততা ফুটল মন্ত্রির বলার সুরে। 'ওখানে টেস্ট করে দেখা যেতে পারে।'

ইন্টারকমে কাউকে কিছু নির্দেশ দিলেন মন্ত্রি, তারপর ব্যক্তিগত সচিবের হাতে তুলে দিলেন ওদের সবাইকে। লোকটাকে অনুসরণ করে মিনিস্ট্রির কমিউনিকেশনস্ সেলে এসে পৌঁছল দলটা। কমিউনিকেশনস্ অফিসারকে মন্ত্রী নিজেই যা বলার বলে দিয়েছেন, তাই সেলে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে আসন ছেড়ে উঠে এল সে, পথ দেখিয়ে নানান ধরনের অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্টের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা এক যন্ত্রের সামনে নিয়ে এল ওদের। কাছ থেকে ওটা দেখল রানা। কাঠামো অনেকটা ওয়াশিং মেশিনের মত। বেশ কয়েকটা ডায়াল ও সুইচ রয়েছে ঢালু ওপরের অংশে।

'আপনার টার্গেট কত দূরে, সেনিয়র?' জানতে চাইল লোকটা।

'ফিউমিসিনোয়,' বলল রানা।

'আহ্, মাত্র চব্বিশ কিলোমিটার। এই যে ভল্যুমটা দেখছেন, দূরত্ব সেট করে এটা আস্তে আস্তে ঘোরান, এরিয়ার মধ্যে থাকলে এই ডায়ালের কাঁটা সঙ্কেত দেবে।'

কোনটা কি করতে হবে দেখে নিয়ে লোকটাকে বিদেয় করে দিল ও ধন্যবাদ জানিয়ে। রানার ডানদিকে কর্নেল পেরেসটভ ও মেজর মিলিয়ারডোন টেবিলে রোমের বড়সড় এক ম্যাপ বিছিয়ে তৈরি। অন্য-দিকে নির্দিষ্ট ডায়ালের ওপর হুমড়ি খেয়ে আছে লিউ ফু-চুঙ। মনে মনে সৃষ্টিকর্তাকে স্মরণ করল রানা, নির্দিষ্ট সুইচ টিপে প্রথমে অক্ষাংশ স্কেলে দূরত্ব সেট করল, তারপর একটু একটু করে ঘোরাতে থাকল ডায়াল।

হাফ প্লেটের মত বড়সড় ডায়ালের মধ্যেকার সরু লাল কাঁটাটা ছোটখাট এক লাফ মেরেই স্থির হয়ে গেল দেখে ধক্ করে উঠল বুকের মধ্যে। পরক্ষণে খেয়াল হলো উত্তেজনার চোটে বেশি ঘোরানো হয়ে গেছে ডায়াল, কাঁটা খেই হারিয়ে ফেলেছে। আবার শুরু থেকে ঘোরাতে আরম্ভ করল ও। তির তির করে কাঁপতে কাঁপতে স্থান বদল করছে কাঁটা। খানিকটা উঠে আপনাআপনি থেমে গেল, লক্ষ্য নির্দেশ করছে। মিলিয়ারডোনের সুবিধের জন্যে কিছুক্ষণ থামল রানা। জায়গাটা ম্যাপে চিহ্নিত করল সে ফোঁটা দিয়ে।

চাপা উত্তেজনা সবার মধ্যে। বুকের পাঁজরে দমাদম আঘাত করছে হৃৎপিণ্ড। রানার ঘাড়ের ওপর ভোঁশ-ভোঁশ করে দম ছাড়ছে পেরেসটভ। ফোঁটার ওপর কালো একটা রেখা টেনে মাথা ঝাঁকাল ইটালিয়ান। 'গট দ্যাট।'

পরেরবার দ্রাঘিমাংশে স্কেল সেট করল রানা, আরেকটা রেখা টানল মেজর। সবার নজর দুটো রেখা যেখানে পরস্পরকে ছেদ করেছে, সেখানে সেঁটে আছে আঠার মত। ঠিক লরেনযো কন্টির ওয়্যারহাউসের ওপর ক্রস করেছে দুটো রেখা।

'কি অদ্ভুত কথা!' বলে উঠল মেজর।

'এটা কোন ট্রিকও হতে পারে,' আড়চোখে রানাকে একবার দেখে মন্তব্য করল ন্যাটোর সেনহর সোসা।

'এই ক্ষেত্রে অন্তত পারে না,' দৃঢ় স্বরে বলল কর্নেল পেরেসটভ। 'কারণ এই মেশিন ম্যানিপুলেট করা হয়নি।'

ঠাণ্ডা চোখে সোসাকে দেখল রানা। তাড়াতাড়ি আরেকদিকে মন দিল লোকটা। চেহারা নির্বিকার।

'ওয়েল!' ব্যস্ততা ফুটল কর্নেলের ভাবভঙ্গিতে। 'আমরা তাহলে দেরি করছি কেন? মিনিস্টারকে সব জানাতে হবে না? চলুন, চলুন!'

ফিরে এল ওরা মন্ত্রীর বিলাসবহুল অফিস রুমে। মাসুদ রানার চোখেমুখে সন্তুষ্টির ছাপ। ওর অনুমান যে সঠিক তা প্রমাণ করতে পেরেছে ও। আরেকদফা বসল বৈঠক। ঘটনা শুনে জেনারেল মাসেরাতির মুখে রঙের আভাস ফিরে এল। কিন্তু মন্ত্রীর দুশ্চিন্তা মনে হলো যেন আরও বেড়ে গেল। 'যারা ওখানে ওয়াচে ছিল, তারা কি বলে?' জানতে চাইলেন তিনি। 'তাদের রিপোর্টে অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক কিছু আছে?'

'আমার দুই লোক ছিল,' বলল লিউ ফু চুঙ। 'ওরা যা বলল, তাতে একটা সন্দেহজনক পয়েন্ট আছে বলে মনে হয়েছে আমার।'

'কি সেটা?'

'ওরা জানিয়েছে ঘটনা জানাজানির পর ওখানকার গার্ডদের মধ্যে ভীষণ উত্তেজনা দেখা দেয়। বেশ কিছুটা বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি বুঝে তাদের একজন পোস্টের ফোন থেকে কাকে যেন রিঙ করে ঘটনা জানায়। এর একটু পর মৃদু গুঞ্জন শুনতে পায় আমার ওয়াচাররা, ওয়্যারহাউসের দিক থেকে আসছিল। হিটিং সিস্টেম অন করলে যেরকম গুন্ গুন্ আওয়াজ হয়, অনেকটা সেইরকম।'

'এলিভেটর!' উত্তেজিত হয়ে উঠল রানা। 'ওয়্যারহাউসের ফ্লোর শুধু ফ্লোর নয়, ওগুলো এলিভেটর! যা ভেবেছি।'

কিন্তু মন্ত্রিকে মোটেই প্রভাবিত হতে দেখা গেল না। 'কোথায় আপনার সেই দুই ওয়াচার?' বললেন তিনি।

'এখানেই আছে। বাইরে অপেক্ষা করছে,' বলল চুঙ।

ইন্টারকমে সচিবকে অল্প কথায় অপেক্ষমাণ দু'জনকে ভেতরে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিয়ে রানার দিকে তাকালেন। মুখে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি। 'যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড আজ ভোরে ঘটে গেছে, তাতে এমনিতেই আমার সরকারের টালমাটাল অবস্থা। সিনেটের নেক্সট অধিবেশনে কতদূর কি হবে জানি না, সেনিয়র। তাই নতুন করে কিছু করার আগে খুব ভাল করে পরিস্থিতি বুঝে নিতে চাই আমি।'

মাথা দোলাল ও জবাবে।

ভেতরে ঢুকল দুই চাইনিজ। দাঁড়াল অ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে। 'আমি চলে আসার পর ওখানে কি কি ঘটেছে রিপোর্ট করো,' ইংরেজিতে বলল ফু চুঙ।

ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল একজন ঘটনা। 'আপনি নিজে শুনেছেন সে গুঞ্জন?' প্রশ্ন করল মেজর মিলিয়ারডোন।

'ইয়েস, সেনিয়র।'

'আপনিও শুনেছেন?' মাথা ঝাঁকাল সে দ্বিতীয়জনের উদ্দেশে।

'ইয়েস, সেনিয়র।'

'ভাল করে ভেবে বলো,' বলল ফু চুঙ।

'একদম পরিষ্কার শুনেছি,' জোরের সাথে মাথা ঝাঁকাল প্রথমজন।

'নির্জন রাত ছিল, বেশ স্পষ্ট শোনা গেছে আওয়াজটা,' দ্বিতীয়জন বলল দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে।

'ধন্যবাদ,' বললেন মন্ত্রী। 'বাইরে অপেক্ষা করুন, প্লীজ।' আসন ছাড়লেন। ডেস্কের পিছনে পায়চারি শুরু করলেন, বিড় বিড় করছেন আপনমনে। 'রাইজিং স্টেজ, লোয়ারিং স্টেজ! সব কাজে নাটুকে ট্রিক!'

'হেদায়েতুল ইসলামের আরেক টেকনিক্যাল অ্যাচিভমেন্ট,' বলল রানা। 'মনে হয় রিমোটলি কন্ট্রোলড্।'

'ওখানে যাওয়া যায় কি করে ভাবছি,' বললেন তিনি। 'ব্যর্থ রেইডের পর নতুন যে আর্মি গ্রুপ ওখানকার দায়িত্ব নিয়েছে, তারা সরাসরি প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন। আমার কোন অর্ডার মানবে না, নতুন রেইড পার্টিকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না। যা ঘটে গেল তারপর এখনই প্রেসিডেন্টকে কি করে বলি...'

চিন্তার ছাপ সব ক'টা মুখে। মেজর মিলিয়ারডোন ম্যাপটা মেলে রেখেছে হাঁটুর ওপর, কপাল চুলকাচ্ছে ঘন ঘন। কোনও গভীর ভাবনায় পড়েছে। হঠাৎ মুখ তুলল সে। 'ব্যাপারটা যখন আন্ডারগ্রাউন্ডের, আমরাও কেন আন্ডারগ্রাউন্ড থেকেই যা করার করি না?'

'মানে?' দাঁড়িয়ে পড়লেন মন্ত্রী।

'অনেক বছর ধরে চোর-ডাকাত ধাওয়া করার চাকরিতে আছি, সেনিয়র,' বলল মিলিয়ারডোন। 'মাটির ওপরে নিচে সবখানে তাড়া করে ফিরতে হয় ওদের। রোমের আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ আমি খুব ভাল চিনি। আপনি অনুমতি দিলে...' ম্যাপটা টেবিলের ওপর রাখল সে। 'এখানে দেখুন।'

মন্ত্রী এগিয়ে এলেন। অন্যরা ঝুঁকে দেখতে থাকল মেজরের পেন্সিলের কাজ, আঁকিবুকি করছে লোকটা। জবর এক ধাঁধা মনে হচ্ছে রেখাগুলোকে। 'উনিশ শতকে তৈরি আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ,' বলল সে। 'চাকরিতে জয়েন করে মাটির ওপর যতক্ষণ কাটিয়েছি, তারচে' ঢের বেশি সময় কাটিয়েছি নিচে। ধাওয়া খেলে চোর-ছ্যাঁচোররা সব এই গর্তে ঢোকে, তাই আমাকেও ঢুকতে হয়।

'কথাটা এতক্ষণ মাথায় খেলেনি আমার। এখন মনে হচ্ছে, সেনিয়র,' মাথা ঝাঁকিয়ে রানাকে দেখাল সে। 'ঠিকই ধরেছেন ফাঁকটা। ওয়্যারহাউসের নিচের প্যাসেজকে হয়তো কাজে লাগিয়েছে ওরা সবাইকে বোকা বানাবার জন্যে। আপনি অনুমতি দিলে গোপনে ব্যাপারটা চেক্ করে আসতে পারি আমরা,' কথা শেষ করল মন্ত্রীর দিকে ফিরে।

'মন্দ নয় আইডিয়া,' বলল কর্নেল ইউরি পেরেসটভ। 'কিন্তু ঝুঁকি আছে। ওদের হাতে সত্যি যদি নিউক্লিয়ার ওয়ারহেড থাকে, যদি দুর্ঘটনাবশত তার একটা ফেটে যায়, তাহলে?'

'পরিস্থিতি চেক করতে কেউ গেলে যদি একটা ফাটেই,' ভেবেচিন্তে বলল রানা। 'তাতে কতই বা ক্ষতি হবে? কিন্তু কাল যখন সবগুলো ফাটাবে সিমকা, তখন কি হবে ভেবেছেন?'

'তা বটে,' মাথা ঝাঁকাল সে।

'একদম খাঁটি কথা বলেছেন, সেনিয়র,' মাথা ঝাঁকাল মিলিয়ারডোন। 'আজ যদি দুর্ঘটনাবশত একটা বার্স্ট করেই, ভেতরে যে দু'চারজন থাকবে তারা হয়তো মরবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে সরকার ফ্রেশ অ্যাটাক চালিয়ে। নইলে কত লক্ষ যে মরবে, কত জনপদ ধ্বংস হবে, তা কে বলতে পারে?'

আপনমনে মাথা দোলালেন সমর মন্ত্রী।

চোখ তুলল রানা। 'আপনি রাজি হলে আরেকটা কাজও করা যায়, যাতে সাপ মরবে, লাঠিও আস্ত থাকবে।'

সবাই ঘুরে তাকাল ওর দিকে। 'কি রকম?' প্রশ্ন করলেন মন্ত্রী।

'কেউ একজন যদি আন্ডারগ্রাউন্ড প্যাসেজ ধরে আমাকে ওয়্যারহাউসের কাছে পৌঁছে দেয়, ওখানে হার্মলেস অথচ আওয়াজ করে বেশি, এমন একটা বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে পারি আমি।'

'তাতে লাভ?'

'ফায়ার ডিপার্টমেন্টের লাইসেন্স হাত করে রাখবেন আপনি আগে থেকে। বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধান করতে দেশের যে কোন জায়গায়, যে কোন মুহূর্তে হানা দেয়ার ক্ষমতা আপনার আছে, তাতে এমনকি প্রেসিডেন্টের অনুমতির প্রয়োজনও হয় না। বোমার আওয়াজ কানে যাওয়ামাত্র ওখানে ফের হানা দেয়ার উপযুক্ত একটা ছুতো পেয়ে যাবেন আপনি, কিচ্ছু করার থাকবে না সিমকার সেক্ষেত্রে।'

'গুড!' বলে উঠল পুলিস অফিসার। 'ভেরি গুড, এই না হলে বুদ্ধি! আমি সেনিয়রকে সম্পূর্ণ সমর্থন করি, স্যার। আর আমি এ কাজে ওঁর সঙ্গী হতে চাই।'

'আমিও যাব,' বলল কর্নেল পেরেসটভ। 'অন মাই কান্ট্রি'জ ইন্টারেস্ট।'

নড়েচড়ে বসে খুক্ করে কাশি দিল লিউ ফু চুঙ। 'আমিও।'

বেশ কিছুক্ষণ বিষয়টা নিয়ে মাথা ঘামালেন মন্ত্রী। 'আনঅফিশিয়াল ভিজিট, নিশ্চই?' প্রশ্নটা রানাকে করলেন।

'অফ কোর্স!'

'অফিশিয়াল হলেই বা ক্ষতি কি?' বলল মিলিয়ারডোন। 'এঁরা তিনজন বিদেশী ট্যুরিস্ট, পথে নেমে ছিনতাইয়ের শিকার হয়েছেন। আমি এঁদের অভিযোগ পেয়ে গিয়েছি ছিনতাইকারীদের ধরতে, কার কি বলার আছে?'

'তা বটে।' মৃদু হাসি ফুটল মন্ত্রীর ঠোঁটে। চেয়ারে বসে চোখ বুজে ঢুলে

ঢুলে কিছু ভাবলেন। 'অল রাইট, জেন্টলমেন। পুলিসকে দায়িত্ব পালনে বাধা দিতে পারি না আমি। তবে,' রানার চোখে চোখ রাখলেন। 'কিছু ঘটাবার আগে দয়া করে নিশ্চিত হয়ে নেবেন সত্যিই গলদ আছে কি না ওখানে।'

'অবশ্যই!'

পুলিস অফিসারের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কোন জায়গা থেকে নিচে নামবেন ঠিক করেছেন?'

'সেইন্ট ক্যালিক্সটাস থেকে, স্যার। ওখানকার জাঙ্কইয়ার্ডের কাছে একটা আনচার্টেড ক্যাটাকম আছে আমার জুরিসডিকশনের অধীনে। ওই পথ দিয়ে।'

'গুড। বেরিয়ে পড়ুন তাহলে।'

শোফারচালিত ছাপহীন পুলিস কারে চড়ে বিশ মিনিট পর সেইন্ট ক্যালিক্সটাস পৌঁছল চারজনের দলটা। এয়ারপোর্টের একটু আগে জায়গাটা, ট্যুরিস্টদের জন্যে বেশ কিছু বিনোদন কেন্দ্র আছে এখানে। ওটা ছাড়িয়ে সামান্য উত্তরে গেলে বড়সড় এক জাঙ্কইয়ার্ড। ইয়ার্ডের ভাঙাচোরা গাড়ির স্তূপের মধ্যে দিয়ে দ্রুত পায়ে এগোল দলটা, নেতৃত্ব দিচ্ছে মেজর মিলিয়ারডোন। দুপুর গড়িয়ে যেতে বসেছে।

উন্মুক্ত ক্যাটাকম দিয়ে নিচের চওড়া প্যাসেজে ঢুকে পড়ল দলটা। টর্চের আলোয় পথ দেখে দ্রুত পায়ে এগোল লক্ষ্যের দিকে। দু'পাশের দেয়ালজুড়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রচুর চোরাই ফিয়াট, আলফা রোমিও। বেশিরভাগেরই কেবল খোলটা আছে, আর সব হাওয়া। আস্ত গাড়িও কয়েকটা দেখা গেল ওর মধ্যে।

'এই যে,' ওগুলো দেখিয়ে বলল মিলিয়ারডোন। 'এই চোর ব্যাটাদের ধাওয়া করে দিন আর রাত কাটে আমার।'

কোন পাল্টা মন্তব্য এল না। সবার আগে হেঁটে চলেছে মেজর, তার পিছনে রানা। রুশ কর্নেল আর ফু-চুঙ প্রায় পাশাপাশি হাঁটছে। কর্নেলের বাঁ হাতে একটা চেক অটো হ্যান্ডগান, ফু-চুঙের হাতে হাঁটার ছন্দে দুলছে পিলে চমকানো সাইজের এক চাইনিজ রিপিটার পিস্তল।

'আধ ঘণ্টার মধ্যে জায়গামত পৌঁছে যাব আমরা,' বলল মেজর। 'তবে কন্টির সীমানা আরও আগেই শুরু হবে।'

এবারও কেউ কিছু বলল না। সবাই উত্তেজিত। ভেতরের গরমে ঘামছে অল্প অল্প। জায়গামত পৌঁছল ওরা। থেমে দাঁড়াল মেজর। ঘুরে নিঃশব্দে আঙুল তুলে প্যাসেজের নিচু সিলিঙ দেখাল। 'পৌঁছে গেছি,' ফিস্ ফিস্ করে বলল লোকটা। 'কোন শব্দ হয় না যেন...'

সাবধানের ইটালিয়ান প্রতিশব্দ *প্রুডেনযা*, সেটাই উচ্চারণ করতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু সুযোগ হলো না। আচমকা ওদের সামনে ও পিছনে লোহার ভারী কিছু আছড়ে পড়ল, বদ্ধ জায়গায় কংক্রিটের মেঝের সাথে লোহার সংঘর্ষে বিকট আওয়াজ উঠল। পরক্ষণে এক সাথে জ্বলে উঠল কয়েকটা জোরালো ফ্লাডলাইট, আলোর বন্যায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল। অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল

প্রত্যেকে।

'ওয়েলকাম, সেনিয়র গ্যারি কার ওরফে মাসুদ রানা, ওয়েলকাম!' গম গম করে উঠল পিয়েরো সিমকার কৌতুকপূর্ণ কণ্ঠ। 'আপনাদেরকেও স্বাগতম আমাদের সাম্রাজ্যে। পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?'

'ইঁদুরের ফাঁদে কেমন লাগছে, মিস্টার রানা?' স্যার হিউ মারসল্যান্ড করল প্রশ্নটা। পরমুহূর্তে বিকট অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সে।

দশ

চোখ সয়ে আসতে সামনে-পিছনে শব্দের উৎস খুঁজল মাসুদ রানা। দেখা গেল পুরু গরাদের দুটো গ্রিলের মধ্যে আটকা পড়েছে ওরা, কোনদিকে যাওয়ার উপায় নেই। বেড়ার ওপাশে কিছুদূর দেখা যায়, তারপর গাঢ় অন্ধকার। প্যাসেজের দেয়ালের রঙ বাদামী। এখানে-ওখানে সরু ফাটল আছে গায়ে।

'তারপর?' সিমকা বলল। 'প্রায় দু'দিন হতে চলল দেখা সাক্ষাৎ নেই আপনার সাথে, সেনিয়র রানা। কুশলাদি বিনিময় হয় না। কেমন কাটল এই দুটো দিন?'

মেজর মিলিয়ারডন খেপে উঠল, রানা বাধা দেয়ার আগেই কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে দুটো গুলি ছুঁড়ল সে। বিস্ফোরণের প্রচণ্ড আওয়াজে কানে তালা লেগে গেল সবার।

'বোকামি করবেন না!' চাপা ধমক লাগাল রানা। 'শান্ত থাকার চেষ্টা করুন, নইলে মরবেন।'

'মিস্টার রানা ঠিকই বলেছেন, অফিসার,' বলল স্যার হিউ। 'তাছাড়া আমরা যেখানে রয়েছি ভেবে গুলি ছুঁড়েছেন আপনি, তার ধারেকাছেও নেই আমরা। যেখানে আছি, সেখানে আপনারা কেউ কোনদিনই পৌঁছতে পারবেন না। দূরে বসে টিভিতে আপনাদের দেখছি আমরা, কথা বলছি মাইক্রোফোনের মাধ্যমে। আমাদের এক বাংলাদেশী জিনিয়াস বন্ধুর কীর্তি এসব। মাসুদ রানা ভাল চেনেন তাকে।'

সিমকার হাসি শোনা গেল। 'আপনার বুদ্ধি আর সাহসের প্রশংসা করি আমি, সেনিয়র রানা। আপনার জায়গায় আর কেউ হলে খুনের দায়ে পুলিসের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে অনেক আগেই পালিয়ে যেত। অথচ আপনি করলেন উল্টোটা, আমাদের ফাঁদে ফেলার জন্যে রাতে হানা দিলেন ওয়্যারহাউসে। প্রমাণ সংগ্রহ করে একদল মাথামোটা আমলার সামনে বয়ান দিলেন আবিষ্কারের। আমার আফসোস যে তারপরও কিছু করতে তো পারলেনই না, উল্টে ন্যাটো আর ইন্টারপোল এখন হাত-পা ধরছে আমার, কেঁদেকেটে বুক ভাসাচ্ছে। ওখানে ব্যর্থ হয়ে এবার ধরেছেন ঠোলা। যাদের কাজ ঘুষ খাওয়া আর চোর-ডাকাতের পিছনে ছুটে বেড়ানো। এই কাজটা ঠিক

করেমনি আপনি, সেনিয়র। আমাদেরকে এত খাটো করে দেখা উচিত হয়নি আপনার।

'সে যাক্, এবার বলুন, এত কষ্ট করে সঠিক জায়গায় পৌঁছেও এই যে আবার ব্যর্থ হলেন, ব্যাপারটা কেমন লাগছে আপনার?'

জবাব দিল না রানা।

'আচ্ছা থাক্, এখন বলতে হবে না। সামনাসামনি বসেই কথা বলব আমরা। দাঁড়ান, ব্যবস্থা করছি।'

মৃদু হিস্ হিস্ শব্দ কানে এল ওদের। শব্দটা কিসের দেখার জন্যে এদিক-ওদিকে তাকাল রানা, কিন্তু কিছু দেখল না। হঠাৎ করে একটা ঘুম-ঘুম আবেশ পেয়ে বসল ওদেরকে। গ্যাস! ব্যাপার টের পেয়ে অন্যদের সতর্ক করার জন্যে মুখ খুলতে যাচ্ছিল ও, সময় পেল না। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে।

জ্ঞান ফিরতে নিজেকে বড় এক রুমে আবিষ্কার করল রানা। বিলাসবহুল রুম। সামনের পুরো এক দেয়ালজোড়া ক্যামিলার বিশাল সিল্ক্ স্ক্রীন-প্রিন্ট ছবি। মাথার ভেতরের জমাট বাঁধা ভাবটা দূর করার জন্যে ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল ও। ঘোর কেটে গেল, একটু একটু করে স্বচ্ছ হয়ে উঠল দৃষ্টি।

নিজের দিকে মন দিল। পুরু গদিমোড়া এক চেয়ারে বসে রয়েছে ও, হাতলের সাথে চামড়ার স্ট্র্যাপ দিয়ে হাত বাঁধা আছে শক্ত করে। ডানে-বাঁয়ে তাকাল। ওর ডানে লিউ ফু-চুঙ ও মিলিয়ারডোন। কর্নেল পেরেসটভ বাঁদিকে। সবে জ্ঞান ফিরেছে সবার। হাবার মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। মিলিয়ারডোনের ডান ভুরুতে রক্ত দেখা যাচ্ছে, বোধহয় আছড়ে পড়ার সময় কেটে গেছে।

সামনে তাকাল। বড় দুই সোফায় গা ডুবিয়ে বসে রয়েছে স্যার হিউ, স্টাডস ম্যালোরি, লরেনযো কন্টি, হেদায়েতুল ইসলাম। পিয়েরো সিমকা এক চেয়ারে বসা। ওটা স্বাভাবিকের চাইতে খাটো। ওদের চেয়ার সারির দু'পাশে দুই দৈত্যাকার ওয়ার্ডেনকে মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। ছয় ফুট চারের একটুও কম হবে না লোক দুটো। মিনি উজি শোভা পাচ্ছে তাদের হাতে।

'ঘুম ভেঙেছে তাহলে চার পরাজিত সেনাপতির?' হাসি দেখা দিল সিনেটরের মুখে। রানাকে দেখল লোকটা। 'কোথায় আছেন অনুমান করতে পারেন?'

মাথা ঝাঁকাল ও। 'তোমার কবরের শিয়রে।'

খ্যাক্-খ্যাক্ করে হাসল সে। স্যার হিউর দিকে তাকাল। 'এখনও ঘোর কাটেনি সেনিয়রের, স্বপ্ন দেখছে।'

'দেখতে দাও। সময় হলেই নিজেই বুঝবে কবরটা কার।'

'বুঝতে আমি ঠিকই পারছি, স্যার হিউ। পারছ না তোমরা। ভেবেছিলে ডুবে ডুবে পানি খাবে, কেউ জানবে না। দেখো গিয়ে দুনিয়ার কারও জানতে বাকি নেই তোমাদের আসল উদ্দেশ্য।' মাথা দোলাল রানা। 'তোমাদের জন্যে ইলেক্ট্রিক চেয়ার প্রস্তুত। একবার বোকা বানিয়েছ বলে ভেবেছ...'

'কে বসাবে আমাদের ইলেক্ট্রিক চেয়ারে, সেনিয়র?' বাধা দিয়ে জানতে চাইল লরেনযো কন্টি। 'ইটালি, আমেরিকা, না ইংল্যান্ড? আজ সে ক্ষমতা কারও নেই। এমন কোন শক্তি নেই পৃথিবীতে। আগে হলে হয়তো সম্ভব ছিল, কিন্তু আজ আর সম্ভব নয়। কাউকে পরোয়া করি না আমরা।'

'ঠিক বলেছে আমার বন্ধু,' তার পিঠ চাপড়ে দিল স্যার হিউ। 'কারণ দু'দিন পর পৃথিবীর মালিক হব আমরাই। আমরা এই পাঁচজন। সমস্ত ক্ষমতা, শক্তি থাকবে আমাদের মুঠোয়। আপনি যাদের ভয় দেখাচ্ছেন, তাদের কারও অস্তিত্বই থাকবে না তখন।'

'রাখো,' বলল সিমকা, পা দোলাচ্ছে। 'আগেরটা ফেলে পরের প্রসঙ্গে চলে এসেছি আমরা। সেনিয়র রানা, হাতে সময় কম, আগে কাজের কথা সেরে নিই, তারপর দু'চার মিনিট সময় থাকলে না হয় খোশগল্প করা যাবে।

'বয়স ও নানান সমস্যার ভারে পৃথিবী আজ জর্জরিত। এর মূল কারণ দেশে দেশে অসভ্য, অভব্য জাতি, দুর্নীতিবাজ রাষ্ট্রপরিচালক ও আমলা ইত্যাদির জঘন্য লোংরা, স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপ। এরা কেউই যোগ্য প্রতিভার কদর বোঝে না, তাকে তার প্রাপ্য দিতে চায় না। এখানেই আমাদের ক্ষোভ, আমাদের রাগ, আমাদের দুঃখ। আমি কিছু দিতে চাইলে সমাজ-দেশ খুশি মনে গ্রহণ করবে, অথচ বিনিময়ে আমাকে কিছু দেবে না। কারণ ওরা দিতে শেখেনি, শিখেছে কেবল নিতে। দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে বিশ্ব, জর্জরিত হয়ে পড়েছে জনসংখ্যার ভারে। এই অবস্থার অবসান প্রয়োজন। বোঝা কমিয়ে পৃথিবীকে সুস্থ, জঞ্জালমুক্ত করতে চাই আমরা। ডি-ডে'র আড়ালে তাই...'

'এতগুলো বোঝা তোমার ওই ছোট্ট দুই কাঁধের পক্ষে একটু বেশি ভারী হয়ে গেল না?' বাধা দিয়ে বলে উঠল রানা।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল সিমকা। বোঝা গেল রাগ সামাল দেয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। আবার যখন মুখ খুলল, একদম শান্ত, স্থির সে। মনে হলো যেন কিছুই ঘটেনি মাঝে। 'আপনাদের চারজনের মধ্যে তিনজন আমাদের পরিকল্পনা সম্পর্কে খেটেপিটে যে সব তথ্য জানতে পেরেছেন, তার সবই সত্যি। মিথ্যে নেই ওর মধ্যে। সত্যি আমরা ধ্বংস করতে যাচ্ছি পৃথিবীর তথাকথিত কিছু সভ্য, উন্নত দেশকে। তাদের ধ্বংস করব আমরা তাদেরই অস্ত্র দিয়ে। এই হচ্ছে আমাদের ডি-ডে'র আসল প্লট। ছবি-টবি সব ভুয়া, ওসব করেছি আমরা সবাইকে বোকা বানাবার জন্যে। মানুষের পকেটের টাকা খসাবার জন্যে।

'কন্টি খুব নাম করা প্রযোজক, ম্যালোরি নাম করা পরিচালক, ছবির জগতে টাকা খাটিয়ে এরা কখনও লস করেনি, বরং মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার কামিয়েছে। এরা ছবি করতে যাচ্ছে, খুচরো বিনিয়োগকারীদের পুঁজি খাটানোর সুযোগ দিতে চাইছে, এ কথা শুনলে কে না আসবে?'

'ফাঁদ ভালই পেতেছিলে,' বলল রানা। 'কত রোজগার হলো?'

হাসল লোকটা। 'পঁচানব্বই পার সেন্ট। আপনার চেক্‌টা ডিজঅনার

করেছে ব্যাঙ্ক, নাহলে একশো পার সেন্টই হত। একশো মিলিয়ন ছিল ডি-ডে'র বাজেট, পঁচানব্বই মিলিয়ন জোগাড় হয়েছে।'

'তোমাদের সোনা যে দেশে, এ টাকাও নিশ্চই সেই দেশে রপ্তানি হয়ে গেছে?'

হাসি চওড়া হলো সিমকার। 'ঠিক বলেছেন। যাক্‌গে, যে কথা হচ্ছিল। এই যে এত কষ্ট করে ডি-ডে তৈরি করতে যাচ্ছি আমরা, ছবি নয়, আসল ডি-ডে'র কথা বলছি আমি, এতদিন আফসোস ছিল তার কোন দর্শক থাকবে না। দর্শক অবশ্যই থাকবে, লাখো দর্শক থাকবে, কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা তো তাদের অজানা। চাচ্ছিলাম আপনাদের মত কিছু দর্শক, যাদের আগে থেকে সব জানা থাকবে এ সম্পর্কে। ভাগ্য ভাল, শেষ পর্যন্ত পেয়ে গেলাম।

'এখানে বসে টিভির পর্দায় আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ডি-ডে দেখতে পাবেন আপনারা, সে ব্যবস্থা করে যাব। তবে…' থেমে নাকের ডগা চুলকাল বামুন। 'এ ক্ষেত্রেও অন্য একটা আফসোস থাকবে আমাদের, বিশেষ করে বন্ধু ইজল্যাম আর ম্যালোরির। কেন না দর্শকদের প্রতিক্রিয়া জানার কোন উপায় থাকবে না ওদের।'

'তা হোক,' চকচক করে উঠল পরিচালকের দু'চোখ। 'প্রাকটিক্যাল ঘটনা ওরা দেখবে, আমরা তাতেই সন্তুষ্ট। কি বলো, বন্ধু?' হেদায়েতের দিকে ফিরল সে। মাঝারি আকারের ফুটবল দুলিয়ে সায় দিল লোকটা।

হাতে ধরা ক্রিস্টাল ডিক্যান্টারের চার আঙুল পরিমাণ বুরবোঁয় ঠোঁট ডোবাল ম্যালোরি। এক চুমুকে টেনে নিল আঙুলখানেক।

'ইউ প্যাথলজিক্যাল সাইকোপ্যাথ!' গর্জে উঠল কর্নেল পেরেসটভ। হাত ছোটাবার জন্যে মোড়ামুড়ি শুরু করে দিল।

'শান্ত হোন, কর্নেল,' সিমকা বলল নরম সুরে। 'উত্তেজিত হবেন না। আপনার পাশে সারে ছয় ফুটী যে দুই দানব দেখছেন, ওরা আমার খুবই বাধ্যগত রোবট। কেবল একটাই নির্দেশ বোঝে, এবং সেটা ওদের মস্তিষ্কে ঢোকানো আছে। ওরা গণ্ডমূর্খ ইন্দোনেশিয়ান, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষা বোঝে না। আর ওদেরটা এখানে একমাত্র আমি বুঝি, বলতেও পারি। ওদের জাতিগত হানাহানি বন্ধ করতে জাতিসংঘের তরফ থেকে একবার ওদের দ্বীপে কয়েক মাস থাকতে হয়েছে আমাকে। মাত্রাছাড়া উত্তেজিত হলে আপনার হাত-পা টেনে ছিঁড়তে শুরু করবে ওরা একটা একটা করে।'

এক চোখ টিপল বামুন। 'ইন ফ্যাক্ট সেই নির্দেশই দেয়া আছে ওদের। কাজেই শান্ত থাকুন।' রানা ও লিউকে দেখল সে পালা করে। 'কেন কি ঘটেছে, ঘটছে এবং দু'দিন পর ঘটবে, তার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনাদের জানার অধিকার আছে। এবার আমরা সে প্রসঙ্গে আসছি। স্যার হিউ তার বক্তব্য রাখবেন প্রথমে, কারণ আমাদের বর্তমান গল্পের শুরুটা তার নেতৃত্বেই দানা বেঁধেছিল…'

'সাসেক্সের এক মানসিক হাসপাতালে,' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রানা। 'যেখানে এক হয়েছিলে তোমরা পাঁচ উন্মাদ।'

'যা খুশি বলতে পারেন, সেনিয়র। ওসব শুনে শুনে কান পচে গেছে, আজকাল আর রাগ হয় না। হিউ, শুরু করে দাও।'

ঝুঁকে হাঁটুর ওপর হাতের ভর রেখে বসল লোকটা। প্রকাণ্ড ভুঁড়ি হাতে-পায়ে বাধা পেয়ে ঠেকে গেছে, নইলে মেঝেতে ঠেকত বলে মনে হলো রানার।

'বছর দশেক আগে,' শুরু করল সে। 'মাঝে মাঝে নার্ভাস ডিজঅর্ডারনেসে আক্রান্ত হতে শুরু করি আমি হঠাৎ করে। সিনকোপ, মস্তিষ্কে রক্তস্বল্পতাজনিত কারণে হয়। যাকে সোজা কথায় মৃগী রোগ বলে। তার সাথে আরও কিছু উপসর্গ দেখা দেয়, যেমন মাথা ঝিম ঝিম করা, কিছু সময়ের জন্যে সম্পূর্ণ মেমোরি ব্ল্যাকআউট হয়ে যাওয়া, এইসব আর কি!

'সস্তায় অন্তত দু'রাত মডেল মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করা অভ্যেস ছিল আমার। এমন এক রাতে হঠাৎ স্মৃতি হারিয়ে ফেললাম, ওর মধ্যেই গলা টিপে খুন করে বসলাম সঙ্গিনীকে। আমি অবশ্য তা পরে জেনেছি। আমার বন্ধুরা মেয়েটির পরিবারকে মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিয়ে ধামাচাপা দিয়ে ফেলে ব্যাপারটা। কিছুদিন পর ফের একই কাণ্ড ঘটিয়ে বসি। চারটে মেয়েকে পরপারে পাঠিয়ে হুঁশ হলো, বুঝলাম আমার চিকিৎসা প্রয়োজন।

'ভাগ্য ভাল, হাতের কাছে পেয়ে গেলাম...'

'এসব আমাদের জানা, মারসল্যান্ড,' বাধা দিল ফু-চুঙ। 'শুধু শুধু সময় নষ্ট করছ তুমি।'

রেগে উঠল লোকটা। 'সিমকা! ওদের বলে দাও,' দুই দানবকে দেখাল চোখ ইশারায়। 'যে আমার কথার মধ্যে একটা কথা বলবে, তার যেন দুটো করে দাঁত উপড়ে ফেলা হয়।'

তাই করল সিমকা। মনিবের নির্দেশ শুনে মাথা ঝাঁকাল লোক দুটো। নড়েচড়ে বসল রানা। একভাবে বসে থাকতে থাকতে নিতম্ব ধরে গেছে। অন্যরাও নড়ছে থেকে থেকে। নজর নেচে বেড়াচ্ছে ঘরের সবকিছুর ওপর।

'তো, যা বলছিলাম,' স্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুরু করল আবার স্যার হিউ। 'পেয়ে গেলাম এক জার্মান ডাক্তার, আনটেনওয়েজারকে। এই লাইনের বিশেষজ্ঞ। আমার স্যাডিস্টিক ওভারফ্লো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এল সে অল্পদিনে। ওদিকে এতগুলো খুনের ব্যাপারে আমাকে ঘিরে বেশ তোলপাড় হচ্ছিল তখন দেশে। টাকা আর প্রভাব দুটোই আছে বলে কোন অসুবিধে অবশ্য হয়নি। ওপর মহল থেকে চাপা দিয়ে দেয়া হলো সে সব।

'আনটেনওয়েজারের চিকিৎসায় সুস্থ হলাম আমি। সে আমাকে বোঝাল আমার মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা নেই, সুচিকিৎসা পেলে একদম সুস্থ হয়ে উঠব আমি। নিয়মিত চিকিৎসার জন্যে নিজেই হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করলাম। কিছুদিন পর বুঝলাম তার কথাই ঠিক। এরপর বেশ কয়েকবছর পেরিয়ে গেল। সব ঠিকঠাক। এই সময় হঠাৎ একদিন মনে হলো, আগেই বুঝি ভাল ছিলাম আমি। ওয়েজারের চিকিৎসায় জীবনটা কেমন নীরস হয়ে উঠেছে।

পানসে হয়ে গেছে।

'এর কিছুদিন পর মনে হলো, নীরস ভাবটা কাটানোর জন্যে কিছু করা প্রয়োজন আমার, নইলে কাজেকর্মে এনার্জি আসবে না। কিন্তু কি করব? আগের মত ছাড়া ছাড়া হত্যায় যে তৃপ্তি আসবে না, তাও বুঝে ফেললাম। তাহলে কি করা যায়? মন বলল এক ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ঘটাতে, পৃথিবীকে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি দিতে। সেই প্রথম ডি-ডে'র চিন্তা ঢুকল আমার মাথায়। তখনই আমার গড়া হাসপাতালে ভর্তি হলো ক্যামিলা। তারপর একে একে এরা চারজন। আমার কাহিনী শেষ, এবার কন্টি বলো।'

কন্টি, ম্যালোরি ও সিমকার কাহিনী মোটামুটি জানা, তাই শোনার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। তবে একাত্তরের ঘাতক যখন বলতে শুরু করল, তখন মন না দিয়ে পারল না।

'...ষোলোই ডিসেম্বর রাতে শেষবারের মত হত্যা করলাম আমরা চার বিদেশী চর, তথাকথিত বুদ্ধিজীবীকে। প্রথম থেকেই আশা ছিল দেশের সাধারণ মানুষ আমাদের কর্মকাণ্ডের মূল্যায়ন করবে। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় দৈনিক মাত্র তিন টাকা বেতনে যে অমানুষিক পরিশ্রম আমরা করেছি, সে কথা ভেবে আমাদের সমর্থন জানাবে। হলো না তা শেষ পর্যন্ত। প্রতিবেশী দেশের পয়সা খাওয়া, মুখচেনা কিছু দালালের ক্রমাগত প্ররোচনায় বিভ্রান্ত হলো পূর্ব-পাকিস্তানের নিরীহ, সহজ-সরল জনগণ। এর সাথে বিদেশী প্রচার মাধ্যমের প্রচারণাও ছিল। যা হোক, পবিত্র মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্ম থেকেই যে বড় দেশটি তার জানের শত্রু ছিল, তার ষড়যন্ত্র সফল হলো, দুই খণ্ড হয়ে গেল পাকিস্তান। ভিন্ন হয়ে গেল দুই ভাই।

'খুব কষ্ট লাগল। মনের ঝাল মেটাতে ষোলো তারিখ শেষবারের মত চার দালালকে হত্যা করলাম রায়েরবাজার বধ্যভূমিতে নিয়ে। এরপর ভেবে পাচ্ছিলাম না কি করব। হাই কম্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না, খোঁজ নেই তাদের কারও। শীতকাল ছিল, চাদর মুড়ি দিয়ে মগবাজারে গেলাম দলের অফিসে খোঁজ নিতে।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল লোকটা। মনে হলো আবেগ সামাল দিতে চেষ্টা করছে। 'গিয়ে দেখি চৌরাস্তা জ্যাম করে কাকে যেন গণপিটুনি দিচ্ছে জনতা। সাহস করে কাছে গেলাম, দেখি...সে আমারই যমজ ভাই। মাত্র কয়েক মিনিটের ছোট আমার থেকে। চেহারা এক বলে ওকে আমি ভেবে বেদম মার মারছে একদল মানুষ। কতবার ভাবলাম তাদের বলি, দোষ করলে আমি করেছি। আমাকে মারো, ওকে ছেড়ে দাও। সাহস হলো না। আতঙ্কে আর ছোট ভাইয়ের অসহায় কাতর আর্তনাদ শুনে, ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেও ওকে সাহায্য করতে না পারার দুঃখে বুকের মধ্যে কি যে হচ্ছিল আমার তখন, সে আমিই জানি। চোখের সামনে মৃত্যু হলো আমার ভাইটার।

'ধিক্কার জন্মাল নিজের ওপর, গোটা বাঙালী জাতটার ওপর ঘৃণা জন্মাল সে সব বুকে পুষে রেখে পালালাম। নয় মাসে মোটামুটি পয়সাকড়ি

জমিয়েছিলাম, তার কিছু খরচ করে লন্ডন চলে এলাম। কম্পিউটরের ওপর বিভিন্ন কোর্স করে শো বিজনেসের সাথে নিজেকে জড়ালাম। স্যার হিউর সাথে পরিচয় হলো। তারপর...'

বাধা দিল মাসুদ রানা। 'উন্মাদ হলে কি করে?'

থমকে গেল হেদায়েতুল ইসলাম। দু'চোখ জ্বলে উঠল। অবশ্য সাথে সাথে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করল সে। পাত্তা না দিয়ে আবার শুরু করল, 'লন্ডনবাসের দেড় দশকেরও বেশি হয়ে গেছে, অথচ তখনও পর্যন্ত উন্মত্ত জনতার সেই রুদ্ররূপ ভুলতে পারিনি আমি। প্রায় সময়ই ছোট ভাইটার রক্তাক্ত মৃত চেহারা ভেসে ওঠে চোখের সামনে। একেক সময় মনে হত পাগল হয়ে যাব আমি। বাঙালীর ওপর ঘৃণাও কেন যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। একদিন ইস্ট এন্ডের এক বাংলাদেশী রেস্টুরেন্টে গেলাম কিছু ব্রিটিশ বন্ধু নিয়ে। খাওয়া সেরে বের হয়ে আসার সময় ওটার বাঙালী মালিক-কাম-ম্যানেজারকে সামান্য কথায় খুন করে রেখে এলাম।

'একই কাণ্ড আরও কয়েকবার ঘটবার পর ধরা পড়লাম। স্যার হিউ বাঁচালেন আমাকে। তার আইনজীবী কোর্টে প্রমাণ করে ছাড়ল আমি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছি, আমাকে সুস্থ করে তোলার একমাত্র প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সাসেক্সের...'

'বুঝলাম,' মাথা দোলাল ও। সিমকার দিকে ফিরল। 'আর কিছু?'

'আর একটু বাকি রয়ে গেছে এখনও,' হাসল সে। 'ফিনিশিং টাচ্ যাকে বলে ফিল্মি ভাষায়। নাকি, ইজল্যাম! তাই তো বলো তোমরা?'

'হ্যাঁ।'

'সেটা হচ্ছে,' রানার দিকে ঘুরল লোকটা। 'আমরা পাঁচজন পাঁচ লাইনের বিশেষজ্ঞ, পাঁচ প্রতিভা। একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল যদিও। মনের জ্ঞাতসারে হোক বা অজ্ঞাতসারে, দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছি আমরা পৃথিবীর সমাজ ব্যবস্থাকে, গোটা পৃথিবীটাকেই চরম এক শিক্ষা দেয়ার সুযোগের আশায়।

'এই সমাজ ব্যবস্থা আমাদের প্রত্যেককে নানাভাবে আহত করেছে, কষ্ট দিয়েছে। আমাকে আমার খুদে আকৃতির জন্যে, কন্টিকে তার সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে, স্যার হিউকে তার জাত নিচু বলে, ম্যালোরিকে তার প্রাপ্য স্বীকৃতি প্রদানে ইচ্ছেকৃত অবহেলার মাধ্যমে, আর ইজল্যামকে পুরস্কৃত করার বদলে ধিক্কৃত করে, ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। একা একা আমাদের পক্ষে এতবড় একটা কাজে সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। বোধহয় জানেন, সেইন্ট জর্জকে প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র দিয়েই ড্রাগনদের সাথে লড়াই করতে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু তিনি একা ছিলেন বলে সফল হতে পারেননি, বরং ড্রাগনরা তাঁকে উল্টে মাছিতে পরিণত করেছিল।

'বড় শত্রুর সাথে লড়তে উপযুক্ত অস্ত্র চাই, সাহস চাই, বুদ্ধি চাই, অর্থ চাই। এত চাই একজনকে দিয়ে পূরণ হতে পারে না, তাই আমরা পাঁচজন একসঙ্গে হয়েছি। একে আপনারা টেকনিক্যালি ক্রিমিনাল বলতে পারেন, কিন্তু

সমাজ-পৃথিবী আমাদের সাথে যে আচরণ করেছে, সেগুলোকেও আমরা তাই বলেই জানি।

'কম্পিউটরের সাহায্যে ইজল্যামের যা ইচ্ছে তাই করার ক্ষমতা ও দক্ষতা রীতিমত অবিশ্বাস্য। ব্যাপারটা জানামাত্র আর সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করার জন্যে উঠেপড়ে লাগি আমি। একটু একটু করে এগোতে থাকি। কিছু কিছু মারাত্মক অস্ত্র-মিজাইল সংগ্রহের জন্যে আমি আইআরএর কাছে গিয়েছি, উরুগুয়ে-সার্বিয়া ও ক্রোয়েশিয়ার কাছেও গিয়েছি। ওরা কেউ আমাকে হতাশ করেনি। পারমাণবিক ওয়ারহেডের জন্যে গিয়েছি রাশান মাফিয়ার কাছে, যা চেয়েছি তাই জোগাড় করে দিয়েছে ওরা। সময় লেগেছে। কিন্তু হাল ছাড়িনি। বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে, অনেক সময় তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে ভাল জিনিস সংগ্রহ করতে হয়েছে আমাদের।

'অবশেষে সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছেছি আমরা। তবে ন্যাটো আর ইন্টারপোলের সন্দেহের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হতে হয়েছে আমাদেরকে, ভেতরের বিষয় সব জানাজানি হয়ে গেছে। বিপদ ঘটতে পারে ভেবে আমরাও তাই খুব দ্রুত সেরে ফেলেছি সমস্ত কাজ। কারও ক্ষমতা নেই এখন আমাদের ঠেকায়।

'ওয়্যারহাউসে যা যা ছিল, তা আজ রাতে সরিয়ে ফেলার পরিকল্পনা এমনিতেই ছিল আমাদের, কিন্তু সেনিয়র মাসুদ রানা বাগড়া দেয়ায় গতরাতেই সে কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমাদের তিন ওয়্যারহাউসের ফ্লোরই আসলে এলিভেটর, প্রয়োজনের সময় ফুল লোডসহ ওঠানো-নামানো যায়। আমাদের ইজল্যামের আরেক অবিশ্বাস্য কীর্তি। ইলেক্ট্রনিক মেকানিজমের ক্ষেত্রে এর চেয়ে বড় পৃথিবীতে কেউ আছে, আমাদের মনে হয় না।

'যা হোক, রাতে অবাঞ্ছিত কেউ ওয়্যারহাউসে ঢুকেছে টের পাওয়ামাত্র সব নামিয়ে আনা হয়েছে। কনভেয়র বেল্টে চড়ে যে যার জায়গায় অবস্থান নেয়ার জন্যে রওনা হয়ে গেছে সে-সব। কারণ, আমরা আশঙ্কা করেছিলাম একবার যখন রেইড হয়েছে, হয়তো আবারও হবে। এদেশের ফিলম ইন্ডাস্ট্রিতে কন্টির শত্রুর অভাব নেই, আমারও শত্রুর অভাব নেই। তারা যদি আমাদের ফাঁসাবার জন্যে বস্তা বস্তা টাকা ঢালে, দ্বিতীয়বার হানা দেয়ার অনেক টেকনিক্যাল ছুতো বের করে ফেলবে পুলিস বা আর্মি। তাই ওসব রাখার ঝুঁকি নেইনি, সময় হওয়ার আগেই সরিয়ে ফেলেছি।

'এখন আর কোন ভয় নেই আমাদের। হাজারবার রেইড চালানো হলেও আপত্তিকর কিছু পাবে না ওরা। আপনাদের জন্যে কিছু কিছু ঝামেলা আমাদের পোহাতে হয়েছে, কিন্তু এই চোর পুলিস খেলায় মজাও কম পাইনি আমরা। সব মিলিয়ে ভারি উপভোগ্য ছিল পুরোটা।'

ঘড়ি দেখল সিমকা। 'সন্ধে হয়ে এসেছে। ইজল্যাম বাদে আমরা চারজন এখনই চলে যাব এই জায়গা ছেড়ে। হোটেলে গিয়ে মিস ক্যামিলাসহ ফাইনাল ডিনার করব এদেশে। তারপর কন্টির প্রাইভেট জেট নিয়ে চলে যাব আমাদের নতুন আশ্রয়স্থলে। ওটা এমন এক জায়গা, সারা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও

আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকব। পরিকল্পিত হলোকাস্ট আমাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তবু অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্যে আমাদের বসবাসের যে সুরক্ষিত ভবন আমরা নির্মাণ করেছি, তার পঞ্চাশ ফুট মাটির নিচে আছে সাব-সাব-সাব বেজমেন্ট কোয়ার্টার্স। সেখানে ফিল্টারড বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা আছে। বিদ্যুৎ, পানিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছুরই ব্যবস্থা আছে। আয়োজন এতই বিলাসবহুল আর আরামদায়ক, কোন আরব দেশের রাজা-রাজড়ারও তা কল্পনার বাইরে।

'আমাদের সোনা-দানা, টাকা পয়সা সব ওখানে গচ্ছিত আছে। ওসবের পাহারায় আছে এদের মত এক কুড়ি সাড়ে ছয় ফুটী দানবের এক প্রাইভেট বাহিনী। আর কি চাই? টানা তিন মাস ওর মধ্যে থেকে না বের হলেও চলবে আমাদের।'

'ইসলাম কেন যাচ্ছে না তোমাদের সাথে?' কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না রানা।

'প্রোগ্রামিং টেপের শেষ প্রিপারেশন কমপ্লিট হতে এখনও কিছুটা বাকি আছে, তাই। ওগুলো সেরে কাল দুপুরের আগেই রওনা হয়ে যাবে ও। হাতে মাত্র দু'দিন সময়। সোমবার শুরু হবে আমাদের কম্পিউটরচালিত খেলা, ব্রিটিশ...'

'চ্যানেলে এক অয়েলট্যাঙ্কার উড়িয়ে দেয়ার মধ্যে দিয়ে,' বলে উঠল ও। 'তাই না, ডন লুপো?'

বিস্ময় ফুটল সিনেটরের মুখে। অন্য চারজন হতবুদ্ধি হয়ে এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে। 'আপনি কি করে জানলেন এ খবর?' প্রশ্ন করল সিমকা।

হেসে উঠল রানা। 'তোমরা থাকো ডালে ডালে, সিমকা, আর এখানে আমরা যারা রয়েছি, তারা থাকি পাতায় পাতায়। বুঝলে কিছু?'

কথা বলার জন্যে কয়েকবার মুখ খুলল লোকটা, কিন্তু সফল হলো না। ঝট্ করে সঙ্গীদের দিকে ফিরল এবার। 'তোমরা কেউ বলেছ?' স্যার হিউর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সে।

'আমরা?' অবাক হলো হিউ। সিমকার অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সামনে তার বিশাল দেহ একটু যেন কুঁকড়ে গেল। 'নাহ্!'

'তোমাদের মধ্যে কেউ?' অন্য তিনজনের দিকে তাকাল বামুন। একযোগে না সূচক মাথা দোলাল সবাই। এদিকে রানার সঙ্গীরা ওকে দেখছে হাঁ করে।

ওর দিকে ফিরল সিমকা। চোখে সন্দেহের ছায়া। 'কথাটা জানাজানি হয়ে গেছে তাহলে?'

'ছাগলের মত অর্থহীন ডাক ছেড়ো না, সিমকা,' আবার হাসল রানা, তবে এবার নিঃশব্দে। 'না হলে আমি জানলাম কি করে?'

গালিটা গায়ে মাখল না বামুন। চোখ লাল করে তাকিয়ে থাকল। 'কি করে হলো? কে বলেছে?'

'প্রথমে তুমি বলেছ।'

অভিযোগ শোনামাত্র চেহারা থেকে রাগ উবে গেল লোকটার, দুশ্চিন্তা ফুটল। 'আ-আমি বলেছি?'

'হ্যাঁ, সেদিন লাঞ্চ পার্টি শেষে রেস্টুরেন্টে এই নিয়ে তুমি আলাপ করছিলে কন্টি আর লেনের সাথে। একটু একটু শুনেছি। পরে মনযা রুমে বসে হিউ-ম্যালোরিও একই বিষয় নিয়ে কথা বলছিল। তখন জেনেছি পুরোটা। তোমাদের দুর্ভাগ্য যে দু'বারই কথাটা কানে এসেছে আমার।' একটু বিরতি দিল ও। 'সরি, তোমাদের ডি'ডে'র সিগনেচার টিউনের তাল কেটে দিয়েছি আমি। সোমবার কোন অয়েলট্যাঙ্কার চ্যানেলে ঢুকবে না।'

'অ! তা···ঠিক আছে, কষ্ট করে অন্য ব্যবস্থাই না হয় করে নেব,' সঙ্গীদের দিকে ফিরল সিমকা সমর্থনের আশায়। ভুলটা প্রথমে নিজের দ্বারাই হয়েছে বুঝতে পেরে বেকুবের মত হাসল। 'কি বলো তোমরা?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল স্যার হিউ। 'অবশ্যই! ট্যাঙ্কার না হলে না হবে, অন্য টার্গেট ঠিক করে নেব। বড়জোর এক ঘণ্টার ব্যাপার।'

'তাই করতে হবে দেখছি,' চোখ কুঁচকে আনমনে বলল বামুন।

এদিক-ওদিক মাথা দোলাল রানা। 'তাতেও কাজ হবে না, ভায়ারা! তোমাদের মামলা খতম। এই জন্যেই তখন বলছিলাম তোমাদের জন্যে ইলেক্ট্রিক চেয়ার অপেক্ষা করছে।'

'মানে?' সিমকা মুখ খোলার আগে হিউ প্রশ্ন ছুঁড়ল।

'রাতে আমি খালি হাতেই ওয়্যারহাউসে ঢুকেছিলাম ভাবছ বুঝি তোমরা?' বাঁকা হাসি হাসল ও। 'হাওয়া খেতে?'

চেহারা থমথমে হয়ে উঠল বামুনের। অস্থির হয়ে উঠেছে, ডান হাত মুঠো পাকাচ্ছে ঘন ঘন। 'কি বলতে চাও?'

'বলতে চাই তোমাদের সমরাস্ত্রের মধ্যে অন্তত কয়েকটা গান গাইতে গাইতে যাচ্ছে। কারণ ওগুলোর সাথে আমি হোমিঙ ডিভাইস প্ল্যান্ট করে রেখেছিলাম। এতক্ষণে হয়তো সরকারী আর্মি···'

'মিথ্যে কথা!' তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সিমকা। ক্ষীণ আতঙ্কের আভাস চেহারায়। 'মিথ্যে বলছ তুমি!'

'ওঅর মিনিস্ট্রির মনিটরিং মেশিনে ওগুলোর ব্লিপের বিয়ারিং চিহ্নিত করে তবেই এখানে এসেছি আমরা, সিমকা। বিশ্বাস না হয় মেজর মিলিয়ারডোনের কাছে ম্যাপটা আছে, দেখে নিতে পারো।'

ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল লোকটা। ওদিকে মেজর আর রুশ কর্নেল হোমিং ডিভাইসের ব্যাপারে রানার ডাহা মিথ্যে কথা শুনে হাঁ হয়ে গেছে। মনে মনে অবশ্য। ফু-চুঙ মুখ নিচু করে হাসি ঠেকানোর কসরতে ব্যস্ত। নড়ে উঠল সিমকা। উন্মাদের দৃষ্টিতে তাকাল মেজরের দিকে। 'কোথায় সেই ম্যাপ!' গলায় যতটা জোর সে ফোটাতে চাইল, তার সিকি ভাগও ফুটল না।

ইউনিফর্মের সাইড পকেট দেখাল মিলিয়ারডোন। 'এখানে।'

বামুনের নির্দেশে গার্ডদের একজন বের করে নিল সেটা, তুলে দিল তার হাতে। ফড় ফড় শব্দে ব্যস্ত হয়ে ওটা খুলল সে। 'ভাল করে দেখো,' ফোড়ন কাটল রানা। 'লাইন দুটো যেখানে ক্রস করেছে, ঠিক সেখানেই এই জায়গা।'

পাঁচ উন্মাদ ম্যাপের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লিউ ফু-চুঙ ফিরল রানার দিকে। হাসল। 'নাচাচ্ছিস্ ভালই, দোস্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত...'

'শাট্ আপ্!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল স্যার হিউ। 'ইউ ডার্টি ইয়েলো স্কিনড্ বাস্টার্ড!'

ছোট ছোট পা ফেলে রানার চার হাতের মধ্যে এসে দাঁড়াল সিমকা। 'কতগুলো হোমার প্ল্যান্ট করেছ?'

সম্বোধন পাল্টে যাওয়ার ব্যাপারটা কান এড়াল না ওর। 'অনেক।'

'কতগুলো!' একঘেয়ে গলায় বলল সে, অজান্তেই আবার এক পা এগোল। 'তাড়াতাড়ি বলো!'

'তুমি মাইন্ড করলে মনে হচ্ছে?' অবাক হওয়ার ভান করল রানা। 'আমার হোটেল রুমে তুমিও তো কয়েকটা পেতেছিলে। কই, আমি তো মাইন্ড করিনি!'

বেখেয়ালে, উত্তেজনায় আরও এক পা এগোল সিমকা। প্রচণ্ড রাগে চেহারা বিকৃত। 'শুয়োরের বা...'

মনের সুখ মিটিয়ে দড়াম করে মারল রানা লাথিটা, একেবারে মোক্ষম জায়গায়। ছোট্ট দেহটা হাত দেড়েক শূন্যে উঠে পড়ল, পিছিয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল কন্টির পায়ের কাছে। ম্যাপ ছেড়ে দু'হাতে জায়গাটা আঁকড়ে ধরে গোঙাতে থাকল, সেজদার ভঙ্গিতে শুয়ে গাল ঘষছে কার্পেটে। ওর মধ্যেও হুঁশ যোলো আনাই আছে। গার্ডদের একজন ছুটে আসতে যাচ্ছিল দেখে ধমক মেরে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দিল সে।

বেশ কিছু সময় পর বন্ধুদের সাহায্যে উঠে দাঁড়াল সিমকা, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আবার ওর সামনে এসে দাঁড়াল। তবে এবার দূরত্ব রক্ষার ব্যাপারে সতর্ক। এক গার্ডকে কাছে ডেকে কিছু বলল, মাথা দুলিয়ে অস্ত্রটা ওয়েস্ট ব্যান্ডে গুঁজল লোকটা।

'একে আমি বলে দিয়েছি,' রানাকে বলল সে। 'আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে যতবার অস্বীকার করবে তুমি, ততবার তোমার নাকেমুখে একটা করে ঘুসি মারতে। ওর কব্জি আর মুঠো দেখো। দেখেছ?' রানা মাথা দোলাতে বলল, 'ওর হাতের একটা ঘুসি খেলে ঘিলু জায়গায় থাকবে না তোমার। এবার বলো, কতগুলো হোমার প্ল্যান্ট করেছ?'

'দশটা,' নির্বিকার কণ্ঠে বলল ও। সঙ্গীরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে রানাকে আর দানবটাকে দেখছে। আশঙ্কায় শক্ত হয়ে আছে।

'কোন্ কোন্ ওয়েপনের সাথে?'

'সব মনে নেই। তবে টেবিলের ওপর খোলা একটা টর্পেডো ছিল, ওটার সাথে একটা, আর বাকি সব ট্যাঙ্ক আর মিজাইলের সাথে প্ল্যান্ট করেছি।'

'ওগুলোর সিগন্যাল পিক্ করেছ তোমরা ওয়ার মিনিস্ট্রিতে বসে?' রানা ও মিলিয়ারডোন, দু'জনকে করল সে প্রশ্নটা।

'হ্যাঁ,' বলল ও। অফিসার মাথা দোলাল।

'ওদের কমিউনিকেশনস্ সেল থেকে?'

'কি জ্বালা!' চোখমুখ কুঁচকে তাকাল রানা। 'ওখান থেকে না তো কি ক্লারিক্যাল সেকশন থেকে?'

রাগতে গিয়েও মেজাজ সামাল দিল সিমকা। নিবিড় দৃষ্টিতে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক সেকেন্ড। 'এতগুলো হোমার···সারাদিন কেটে গেল অথচ আর্মি ফ্রেশ স্টেপ নিল না, এ হতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি না। তাছাড়া পথে যদি ওগুলোকে ঠেকানো হত, অনেক আগেই খবর পেয়ে যেতাম আমরা।'

পিছিয়ে গেল সে। 'ঠিক আছে। এখনই জেনে নিচ্ছি। কন্টি, ফোন লাগাও মিনিস্ট্রিতে। কমিউনিকেশনস্ অফিসারকে বলো আমি কথা বলব।'

এক মিনিটের মধ্যে প্রার্থিত লোকটির সাথে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিল প্রযোজক। তাকে জানাল কে কথা বলবে, তারপর রিসিভার তুলে দিল বামুনের হাতে। 'হ্যালো!···সি! আজ কারা নাকি তোমার ওখানে গিয়েছিল তোমার লোকেটর মেশিন ব্যবহার করতে?···আচ্ছা! মিনিস্টার অর্ডার দিয়েছে?···সি!' অনেকক্ষণ চুপচাপ। 'তুমি দেখেছ কতগুলো···'

মাসুদ রানার খেয়াল নেই সেদিকে। বুঝে ফেলেছে চালাকি ধরা পড়ে গেছে। লিউ ফু-চুঙকে দেখল ও, অন্য দু'জনকেও। সবার চেহারায় শঙ্কা।

লাইন কেটে আরেক নম্বরে ফোন করল সিমকা। দ্রুত, চাপা গলায় কিছু নির্দেশ দিল, তারপর ঘুরে দাঁড়াল রিসিভার রেখে। অনেকক্ষণ পর আবার হাসি ফুটেছে মুখে। গার্ডকে নিজের জায়গায় যেতে নির্দেশ করল।

'পাওয়া গেছে, সেনিয়র,' অমায়িক কণ্ঠে বলল সে। সম্বোধন আবার আগের জায়গায় ফিরে গেছে। 'সংখ্যার ব্যাপারে একটু ভুল হয়েছিল আপনার, তাই না? একটা শূন্য ইচ্ছে করে বাড়িয়ে বলেছিলেন আপনি।' সঙ্গীদের উদ্দেশে গাল ভরা হাসি দিল ঘুরে। 'রিল্যাক্স! সেনিয়র ঠাট্টা করছিলেন আমাদের সাথে। একটামাত্র হোমার প্ল্যান্ট করেছিলেন, একটা রুশ মিগ চব্বিশ ফ্লিপার ফাইটারের ককপিটে।'

রানাকে দেখল কৌতুক মাখা দৃষ্টিতে। 'খবর জানিয়ে দিয়েছি জায়গামত। এতক্ষণে হয়তো ওটাকে ডিটাচ্ করা হয়ে গেছে।'

আরেকদিকে তাকিয়ে থাকল ও। মেজাজ খাট্টা। ধাপ্পায় কাজ তো হলোই না, বরং হোমারটা খোয়াতে হলো। ফোনের বেল বেজে উঠতে সেদিক তাকাল রানা। কন্টি ধরল ফোন। দু'তিনবার 'সি! সি!,' করল, তারপর 'গ্র্যাসি!' বলে রেখে দিল। 'ওটা পাওয়া গেছে, সিমকা। নষ্ট করে ফেলা হয়েছে।'

'গুড!' ফোঁস করে দম ছাড়ল সিনেটর। 'কি লাভ হলো?' অভিযোগের সুরে প্রশ্ন করল রানাকে। 'শুধু শুধু দেরি করিয়ে দিলেন আমাদের! যাক্, কিছু

সময় না হয় গেছে, এ আর তেমন কি? এবার আমাদের শিডিউল্ড্ প্রোগ্রামে ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। যাওয়ার আগে আপনাদের…'

'আমাদের মেরে রেখে যাওয়াই তোমার জন্যে ভাল হবে, সিমকা,' বলল কর্নেল পেরেসটফ।

শ্রাগ করল লোকটা। 'আজকাল আর একটা-দুটো হত্যা করে মজা পাই না।'

'রোজানার বেলায় পেয়েছিলে?' প্রশ্ন করল রানা।

চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার। 'আপনি জানতেন?' একটু বিরতি। 'হ্যাঁ, ওর বেলায় বেশ মজা পেয়েছি। বিশ্বাসঘাতকদের খুন করে মজা পাই আমি।'

'কোন পথে ঢুকেছিলে তুমি আমার স্যুইটে?'

'কেন, যে পথে আপনি দু'দু'বার বেরিয়েছিলেন, সেই পথে? ও আমার যথেষ্ট স্নেহের পাত্রী ছিল, অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছি। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করল। ডি-ডে সম্পর্কে আমার দুয়েকটা বেফাঁস মন্তব্য প্রেমিকের কানে তুলল। এরপর কয়েকদিন মহা বিরক্ত করেছে আমাদের ছেলেটা, আমাদের অতীত জানার জন্যে একেবারে উঠেপড়ে লেগেছিল।

'প্রথমে পাত্তা দেইনি। কিন্তু যখন দেখলাম বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, তখন প্রতিকার না করে পারলাম না। শেষ করে দিলাম হারামজাদাকে। তারপর রোজানাও বাড়াবাড়ি শুরু করল। ভেতরের খবর নিতে গিয়ে দেখি, ওরে বাবা! বেশ আগে থেকেই ন্যাটোর ইনফর্মার ও, কাজ করে হারামজাদা নরডেনের হয়ে। অল্প-স্বল্প যেটুকু দয়ামায়া ছিল মেয়েটির জন্যে, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দিয়ে মনকে শক্ত করলাম, তারপর যখন দেখলাম আপনাকেও আমার বিরুদ্ধে তথ্য জোগাতে এসেছে, দিলাম শেষ করে। ওকে খুন করেছি আমি নিতান্তই প্রয়োজনের তাগিদে, আপনাদের ব্যাপার তো তা নয়। তাছাড়া আপনাদের মেরে রেখে গেলে ইজল্যাম ও ম্যালোরির দর্শকের কি হবে? সে ঘাটতি পূরণ করার মানুষ কোথায়?'

'কঠিন সমস্যা,' বলল রানা।

'না না, সমস্যা কিসের?' উদার হাসি দিল সিমকা। 'সমস্যার কিছু নেই। আপনারা চারজন মহামূল্যবান রত্ন, আমাদের আসন্ন ধ্বংসযজ্ঞের একমাত্র অডিয়েন্স, ডি-ডে'র ভেতরের সমস্ত কথা যারা জানে। মেরে ফেলা তো অনেক পরের কথা, আপনাদের শরীরে এমনকি একটা টোকা দিতেও আমি রাজি নই।

'যেখানে ধরা পড়েছিলেন, ক্যাটাকমের সেই জায়গায় আপনাদের ফেরত পাঠাব এখন আমি। টিভির আয়োজন থাকবে, আয়েশ করে শুয়ে-বসে তাতে দেখতে পাবেন সমস্ত ঘটনা। কাগজ-কলমের মজুতও থাকবে, ইচ্ছে হলে টিভিতে যা দেখবেন, সে ব্যাপারে নিজেদের অভিজ্ঞতা লিখে রেখেও যেতে পারবেন ভবিষ্যতের জন্যে। খিদে, তেষ্টায় মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ওখানে আপনাদের আর কিছু করার থাকবেও না আসলে। আমরা তাই আশা করব

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথা ভেবে আমাদের সৃষ্ট ইতিহাস লেখার ব্যাপারে সিরিয়াস থাকবেন আপনারা, যাতে কয়েকশো বছর পর আপনাদের হাড়গোড় আর ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি যখন উদ্ধার হবে, তখন মানুষ সত্যি ঘটনা জানতে পারে।'

ওদের চারজনকে আরেকবার ভাল করে দেখে নিল বামুন। 'এ জন্মের মত বিদায় তাহলে, সেনিয়র মাসুদ রানা। আপনাদের মত টিকটিকিদের সাথে শেষ মুহূর্তগুলো বেশ ভালই কাটল। প্রচুর মজা পেয়েছি আমি বিশেষ করে আপনার বুদ্ধিমত্তা আর স্মার্টনেসের পরিচয় পেয়ে। আপনি একাই যথেষ্ট উদ্বেগের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন আমাদের, উপভোগ্য করে তুলেছিলেন শেষ দুটো দিন। তাই একটা ধন্যবাদ অন্তত আপনার প্রাপ্য।'

দানব দুটোর উদ্দেশে কিছু বলে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল বামুন, পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল মেজর মিলিয়ারডোন। 'কুত্তার বাচ্চা! শুয়োরের বাচ্চা! তোকে···তোকে আমি···' কথা শেষ করতে পারল না লোকটা, পিছন থেকে উজির বাঁট দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড আঘাত করে বসল এক গার্ড। মুহূর্তে জ্ঞান হারাল সে।

'আফসোস!' মাথা দোলাল সিমকা। 'বিদায়ের সময়টায় এমন এক অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটাল মানুষটা!' দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে মাথা দোলাতে দোলাতে বেরিয়ে গেল সে সঙ্গীদের নিয়ে।

পিছন থেকে চেয়ারসুদ্ধ জাপটে ধরে রানাকে তুলে নিল এক গার্ড, অন্যজন লিউকে। নিয়ে চলেছে নিচের ক্যাটাকমে। চোখে চোখে কথা বলল দুই বন্ধু, একযোগে সামনে ঝুঁকল, পরক্ষণে মাথার পিছন দিয়ে দড়াম করে আঘাত করে বসল দানব দুটোর নাকেমুখে। চাপা গোঙানি ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল ওরা, চেয়ার ছেড়ে নাক নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে চেহারা। যন্ত্রণায় তড়পাচ্ছে।

কাত হয়ে পড়েছিল রানা, পড়েই নিজেকে মুক্ত করার জন্যে মরিয়া হয়ে বাঁধন টানাহ্যাঁচড়া শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু দুয়েকটা টানের বেশি দিতে পারল না, তার মধ্যেই সামলে নিয়েছে দুই ইন্দোনেশিয়ান, এক হাতে রক্ত মুছতে মুছতে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। ব্যাটাদের ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা অবাক করল রানাকে। শেষ মুহূর্তে ভারী জুতো পরা পা তুলেছিল ও কাছের গার্ডের দুই পায়ের ফাঁকে মারার জন্যে, সুযোগ পেল না। মস্ত মুঠোয় খপ্ করে পায়ের কব্জি ধরে ফেলল লোকটা, এত জোরে মোচড় দিল যে চেঁচিয়ে উঠল ও তীব্র ব্যথায়। পরক্ষণে মাথার পিছনে শক্ত কিছুর বাড়ি খেয়ে জ্ঞান হারাল।

কতক্ষণ পর হুঁশ হলো, জানে না রানা। হাতঘড়ি বন্ধ। বোধহয় আছাড় খাওয়ার সময় ঘটেছে কাজটা। ডানে-বাঁয়ে তাকিয়ে নিজেকে আগের সেই খাঁচায় আবিষ্কার করল ও। চেয়ারে বসা, তবে বাঁধন খোলা। অন্যরাও আছে সঙ্গে। কর্নেল পেরেসটফ ও মিলিয়ারডোন সজাগ। কর্নেল অক্ষত আছে দেখা গেল। ঝুঁকে রানার দিকে তাকিয়ে আছে সে। 'কতক্ষণ অজ্ঞান ছিলাম?'

প্রশ্নটা করে নিজেই চমকে উঠল ও গলা দিয়ে কোলা ব্যাঙের শব্দ বের হচ্ছে শুনে।

'ঘণ্টা দেড়েক,' নড়ে বসল পেরেসটভ। 'এখন কেমন বোধ করছেন?'

'ভাল।' নড়তে গিয়ে ককিয়ে উঠল রানা। সারা গায়ে তীব্র যন্ত্রণা।

'ওরা আপনাদের দু'জনকে খুব মেরেছে,' ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বলল মিলিয়ারডোন। 'খুব মেরেছে।'

ধীরে ধীরে হাত-পা নাড়ল মাসুদ রানা। কষ্ট লাগলেও হাড়গোড় সব আস্তই আছে বুঝে আশ্বস্ত হয়ে চেয়ার ছাড়ল। ফু-চুঙ গুঙিয়ে উঠল এই সময়। সেদিকে সময় নষ্ট না করে গ্রিলের দিকে এগোল রানা, দু'হাতে ধরে ঝাঁকাল। একচুল নড়ল না। জানে কাজ হবে না, তবু টেনে ওপরে তোলার চেষ্টা করল।

'আমরা দেখেছি চেষ্টা করে,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কর্নেল। 'অনেক চেষ্টা করেছি। কিছু করতে পারব না জেনেই আমাদের বাঁধন খুলে দিয়ে গেছে হারামজাদারা।'

খাঁচার চারদিকে নজর বোলাল রানা। টেনিস টেবিলের মত বড় এক টেবিল দেখা গেল, দাঁড়িয়ে আছে দেয়াল ঘেঁষে। তার ওপর একটা বত্রিশ ইঞ্চি গ্রুনডিগ কালার টিভি। তার পাশে একগাদা রুল করা প্যাড ও গোটা বিশেক বল পয়েন্ট কলমও আছে দেখতে পেল রানা। কথামত ওদের জন্যে ইতিহাস চাক্ষুষ করা এবং লিখে রাখা, দুটোর ব্যবস্থাই করে রেখে গেছে পিয়েরো সিমকা।

লিউ চেয়ার ছেড়ে হাত নাড়ছে। ব্যথায় চেহারা বিকৃত। মিলিয়ারডোনের চেহারায় হতাশা আর পরাজয়ের কালিমা। 'ক'টা বাজে?' জানতে চাইল রানা।

হাতঘড়ি দেখে নিল কর্নেল। 'প্রায় আটটা।'

মুক্তি পাওয়ার উপায় নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করল ও। কোন উপায় পাওয়া গেল না। সবাই মিলে ঘণ্টাখানেক পণ্ডশ্রম করল গেট দুটোর পিছনে, একই হলো ফল। একচুল পরিমাণও নড়ল না। কম্পিউটারাইজড রিমোট কন্ট্রোল গেট, এখান থেকে কিছুই করার উপায় নেই। এক সময় হাল পুরো ছেড়ে দিল রানা, দু'হাতে চুল মুঠো করে ধরে বসে থাকল অসহায়ের মত। মাথার মধ্যে রাজ্যের উল্টোপাল্টা চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত এইভাবে মরণ লেখা ছিল কপালে? ইঁদুরের মত খাঁচায় বন্দী অবস্থায়? অস্ত্র নেই ওদের কারও কাছে, প্রথম চোটেই সে সব হাতিয়ে নিয়েছে সিমকা। ওর জুতোর হীল কম্পার্টমেন্টে ছোট্ট একটা চাকু একমাত্র সম্বল এ মুহূর্তে। কিন্তু এরকম কঠিন সময়ে ওটা কোন কাজেরই না। আর কোন উপায় নেই? অন্যমনস্ক চোখে গ্রিলের দিকে তাকিয়ে আছে রানা। ওপাশে অন্ধকারে হুটোপুটি করছে একদল ধেড়ে ইঁদুর, ওদের ডাকাডাকিতে জ্যান্ত হয়ে আছে ক্যাটাকম।

কি ভেবে এত বিপদেও হাসি পেল। চেষ্টা-চরিত্র করে একটা ইঁদুর ধরলে

কেমন হয়? ভাবছে ও, কাগজ তো আছেই, একটা এসওএস বার্তা লিখে সেটা পায়ে বেঁধে ওটাকে ছেড়ে দিলে···অথবা কাগজগুলোর সাহায্যে কিছু করা সম্ভব? হ্যাঁ, সম্ভব। ওগুলো সব এক করে জ্বেলে আগুন পোহানো যায়, অথবা ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে আসার মত পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যায়। কলমগুলো দিয়ে কিছু একটা করা যায় না?

না, ওগুলো ছোট। তাহলে···টিভির কোন পার্টস দিয়ে? ম্যাগনেট বা ভোল্টেজ স্ট্যাবিলাইজার দিয়ে? টেবিল! টেবিলের পায়াগুলো খুব মোটা, ওগুলো ভেঙে যদি গ্রিলের নিচে ঢুকিয়ে চাড় দেয়া যায়, কাজ হবে? নাহ্! চাড় দেয়ার উপায় নেই, কারণ গ্রিলের শিকগুলো খাড়া। নিচে যে লম্বা লোহার আড়া আছে, সেটা একদম সেঁটে আছে প্যাসেজের ফ্লোরে, অত মোটা কাঠ কিছুতেই ঢোকানো যাবে না তলা দিয়ে।

অনেকক্ষণ পর চিন্তার খোলস ছেড়ে বের হলো রানা। লিউর দিকে তাকাল। 'ক'টা বাজে রে!'

'একটা।'

সর্বনাশ! ভাবল ও, ঘড়ি কি ঘোড়া হয়ে গেল নাকি আজ? ওরা চার হারামজাদা তো কয়েক ঘণ্টা আগেই পগারপার হয়ে গেছে, বাকিটাও হবে সকালে। ওটাকে যদি বাধা দেয়া যেত···কিন্তু কি করে? কোন উপায় নেই। ওদেরই মাথার ওপরে কোথাও বসে ডি-ডের ফিনিশিং টাচ্ সেরে প্রোগ্রাম ফীড করবে সে কম্পিউটরে, তারপর···

'রানা!' ডাকল লিউ চাপা স্বরে।

ঘুরে তাকাল ও। 'কি?'

'কারও পায়ের আওয়াজ পেলাম যেন।'

'কোন্ দিকে?' ঝট্ করে সোজা হয়ে গেল রানা।

'ওদিকে,' যেদিক থেকে ওরা এসেছে, সেদিকটা দেখাল চিনা।

'দূর! কে আসতে যাবে···' থেমে গেল ও হিরনের ওপর চোখ পড়তে।

'হাসুন সবাই,' বলে নিজেই হাসল যুবক। 'ইউ আর অন ক্যানডিড ক্যামেরা।'

তার পিছনে দেখা গেল তিন চিনা দানবকে। ভেতরে হঠাৎ করে প্রাণ ফিরে পেল যেন সবাই, মহাব্যস্ত হয়ে পড়ল। কাছে এসে গ্রিল ধরল হিরন, ঝাঁকি দিয়ে দেখল কয়েকটা। কাঁধে বড় এক ব্যাগ ঝুলছে ওর। 'ওরে বাবা, এ যে কারার ওই লৌহকপাট!'

'একটা অ্যাসিটিলিন টর্চ জোগাড় করো, হিরন, কুইক!' বলল রানা।

'সঙ্গে নিয়েই এসেছি,' হাসল সে। ওর কাঁধ থেকে ব্যাগটা নিয়ে চিনাদের একজন ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। টর্চের শোঁ-শোঁ শব্দে আর সব চাপা পড়ে গেল, নীলচে সাদা অত্যুজ্জ্বল শিখার প্রচণ্ড উত্তাপে মাখনের মত গলে যেতে শুরু করল গ্রিল। মাত্র দশ মিনিটে মুক্ত হলো ওরা।

'আমরা এখানে আছি জানলে কি করে?' প্রশ্ন করল রানা বাইরে এসে

'দুপুরের পরও আপনার কোন খবর নেই দেখে মেরিন মিনিস্ট্রিতে গেলাম খোঁজ নিতে।'

'মেরিন মিনিস্ট্রি?'

'হ্যাঁ। কাল রাতে যে বিল্ডিঙে নিয়ে গেলেন মিস্টার চুঙ।'

'তারপর?' বলল রানা।

'ওখানে এদের সাথে দেখা,' তিন চিনাকে দেখাল যুবক। 'এরা বলল কোথায় আপনারা। অপেক্ষা করলাম কয়েক ঘণ্টা। ওদিকে সন্ধে পর্যন্ত আপনারা যে কাজে এসেছিলেন, তা হলো না দেখে ওয়ার মিনিস্টারও হতাশ। তাঁর ইচ্ছে ছিল কিছু করার, কিন্তু সাহস পাননি নতুন ঝামেলা বেধে যেতে পারে ভেবে। এমনিতেই অনেক ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে যাচ্ছে তাঁর ওপর দিয়ে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আটটার দিকে ভাবলাম আর দেরি করা ঠিক হবে না, একটা ম্যাপ জোগাড় করে বেরিয়ে পড়লাম চারজনে মিলে। এসে দেখি যে পথে আপনারা ঢুকেছেন, সেটা সীল করে দিয়েছে সিমকার লোকজন। গার্ড বসে আছে ওখানে। বুঝলাম আপনাদের ভেতরে আটকে রাখা হয়েছে। তখনই পিছিয়ে গিয়ে অনেক দূরের আরেক ওপেনিং দিয়ে ভেতরে এলাম। বহু পথ হাঁটতে হয়েছে বলে দেরি হয়ে গেল।'

'তা হোক,' বলল ও। 'তবু শেষ পর্যন্ত জায়গামত পৌঁছতে পেরেছ, তাই বেশি। তোমাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।'

দল বেঁধে সামনে এগোল ওরা। নিচু কণ্ঠে কথা বলে চলেছে মাসুদ রানা। মিলিয়ারডোন, পেরেসটভ ও ফু-চুঙ শুনে যাচ্ছে চুপ করে। মাঝেমধ্যে এক-আধটা প্রশ্ন আসছে, রানা জবাব দিচ্ছে তার। অবশেষে মাথা ঝাঁকাল তিন শ্রোতা।

'এ ছাড়া আর কোন পথ নেই আসলে,' বলল লিউ ফু চুঙ।

এগারো

'ইয়েস!' নকের শব্দে ভেতর থেকে জানতে চাইল ক্যামিলা ক্যাভোর।

'রুম সার্ভিস।'

'কাম ইন।'

সকাল সাড়ে দশটা। গোসল সেরে একটু আগে বাথরুম থেকে বেরিয়েছে মেয়েটি। দেরি হয়ে গেছে বলে রুম সার্ভিসকে স্যুইটে ব্রেকফাস্ট পাঠাতে বলে সাজতে বসেছে। আজও যেতে হবে ভয়েস কোচের কাছে। তারপর আবার···। আয়নায় চওড়া গোঁফ ও লাল ফ্রেঞ্চ কাট্ দাড়িওয়ালা এক যুবককে দেখে হাত থেমে গেল তার। 'কে! বেডরুমে কেন···'

'তুমি বেডরুমে,' বলল আগন্তুক। 'তাই আমাকেও আসতে হলো।'

চোখ কুঁচকে উঠল নায়িকার, ঘুরে দাঁড়াল। যুবকের কণ্ঠ, দাঁড়াবার ভঙ্গি খুব চেনা লাগছে, কিন্তু··· বিদ্যুৎ চমকের মত তাকে চিনে ফেলল সে। 'গ্যারি!'

হাসল ফ্রেঞ্চ কাট। 'চিনেছ তাহলে?'

'কিন্তু তুমি··· তুমি এখানে কেন এসেছ?'

'তোমার সাথে জরুরী একটা কাজ আছে, সেটা সারতে।'

'আমার সাথে কি কাজ তোমার?' ঝাঁঝ ফুটল ক্যামিলার কণ্ঠে। চেহারায় খানিকটা আতঙ্কও ফুটল। ঘন ঘন এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, আত্মরক্ষার জন্যে কিছু খুঁজছে হয়তো। 'কি চাও তুমি আমার কাছে?'

'বলেছি তো,' কয়েক পা এগোল ও।

চট্ করে বেডসাইড টেবিলে রাখা টেলিফোনের ওপর দিয়ে ঘুরে এল মেয়েটির দৃষ্টি। 'চলে যাও, গ্যারি, প্লীজ!' আবার তাকাল ফোনের দিকে। 'নইলে···নইলে আমি পুলিসে খবর দেব···'

'সে-সব কিছুই করবে না তুমি,' থমথমে কণ্ঠে বলল ও। 'করবে আমি যা-যা বলব, ঠিক তাই। নইলে···' একটা পিস্তল দেখা দিল হাতে, ওটা দুলিয়ে যেন ওজন পরীক্ষা করল রানা। কথা শেষ করার প্রয়োজন বোধ করল না।

জিনিসটা দেখামাত্র সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড কাঁপুনি উঠে গেল ক্যামিলার, ফোঁপাতে শুরু করে দিল। 'প্লী-ই-জ, গ্যারি! আমি তো কোন ক্ষতি করিনি তোমার, কেন তাহলে···'

আবার বাধা দিল ও। 'আমিও তোমার কোন ক্ষতি করতে আসিনি। শান্ত হয়ে বোসো। কিছু কথা বলতে এসেছি আমি, মন দিয়ে শোনো।'

বিশেষ কাজ হলো না, আতঙ্কিত চোখে বারবার ওর হাতের দিকে তাকাচ্ছে সে, ঢোঁক গিলছে। 'এটাকে ভয় করছে তোমার?' পিস্তলটা দেখাল ও। 'ঠিক আছে, নাও, তোমার কাছে রাখো এটা। ধরো!' ক্যামিলার চার হাতের মধ্যে এসে ওটা এগিয়ে দিল।

যেন বিষধর সাপের ফণা দেখছে, এমন আতঙ্কিত চোখে নীলচে ধাতব, চক্‌চকে জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকল নায়িকা। 'ধরো!' আবার সাধল রানা। 'জিনিসটা হাতে থাকলে ভয় কেটে যাবে,' তবু সে নড়ছে না দেখে নিজেই ওটা জোর করে গুঁজে দিল হাতে। 'এবার নিশ্চিন্ত? বোসো, যা বলি শোনো মন দিয়ে।'

কাঁপাকাঁপি থেমে এল মেয়েটির। ড্রেসারের সিটিতে বসল সে ধীরে ধীরে। মুহূর্তের জন্যেও নজর সরায়নি রানার ওপর থেকে। 'কি-কি কথা?'

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত ঘটনা খুলে জানাল ওকে রানা। কথার ফাঁকে ক্যামিলার মুখের রঙ আর অভিব্যক্তি খুব ঘন ঘন বদল হতে দেখল। মনে হলো বেশিবভাগ কথাই বিশ্বাস করেনি মেয়েটি। যখন মুখ খুলল, রানার ধারণাই

সত্যি হলো।

'আমি বিশ্বাস করি না,' ঘন ঘন মাথা দোলাতে লাগল সে। 'এ সব সত্যি হতে পারে না। বানিয়ে বলছ তুমি। সিমকা এমন কাজ করতেই পারে না, অসম্ভব!'

'আমিও আশা করিনি যে তুমি বিশ্বাস করবে,' বলল রানা। 'আমাকে তোমার বিশ্বাস করার প্রয়োজনও নেই। তুমি নিজের চোখেই দেখতে পাবে কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে।'

খেয়াল করল না ও। আপনমনে বলে চলেছে, 'সিমকা আমাকে ছেড়ে যেতে পারে না। ও আমাকে খুব ভালবাসে। আমার জন্যে ও আত্মহত্যা পর্যন্ত করতে গিয়েছিল, আর তুমি বলছ কি না...'

'আমি যা বলছি সত্যি বলছি। আমার সাথে চলো, নিজের চোখেই প্রমাণ দেখতে পাবে।'

'ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ দিয়ে কন্টি আমাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছে। আজ কি না...'

ধৈর্য ধরে আরও পাঁচটা মিনিট ব্যয় করল রানা, তারপর ফল ফলল। দশ মিনিট পর একসাথে স্যুইট ত্যাগ করল ওরা। নিচে এসে নিজের জন্যে নির্দিষ্ট লিমুজিনে উঠে বসল ক্যামিলা, রানা বসল পাশে। ছুটে চলল গাড়ি। শহরের প্রান্তে একটা ফিয়াট লাক্সারি লিমুজিন গতিরোধ করল ওদের। শোফারের ইউনিফর্ম পরা লিউ ফু-চুঙ ড্রাইভারের মাথায় পিস্তল ধরে তাকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করল।

ঘটনা দেখে আঁতকে উঠেছিল ক্যামিলা, পরে রানা বুঝিয়ে বলতে শান্ত হলো কিছুটা। ফু-চুঙের সাথে আরেকজন আছে দেখে প্রশ্ন করল, 'এ কে?'

'ইসলামের মত আরেক কম্পিউটর বিশেষজ্ঞ,' ব্যাখ্যা করল ও। 'ওখানে একে প্রয়োজন হতে পারে।'

লোকটার নাম হেইম্যান। মাঝ বয়সী। নিজ লাইনে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং ওস্তাদ। ফু-চুঙের পাশে উঠল সে। ক্যামিলার শোফারের দায়িত্ব নিল হিরন ও ফু-চুঙের এক সঙ্গী। তিন মিনিট পুরো হওয়ার আগেই ফের যাত্রা করল প্রথম লিমুজিন। স্টুডিওর গেটে বিন্দুমাত্র সমস্যা হলো না। গাড়িতে ছবির নায়িকা আছে, গার্ডদের জন্যে তাই যথেষ্ট। ভেতরে ঢুকে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিঙের সামনে এসে থামল ওরা।

ক্যামিলাকে তো নয়ই, রানাকেও গেট খোলার কষ্ট করতে হলো না, দুই ডোরম্যান খুলে দিল। হেইম্যানও নামল ওদের সাথে। সত্যি সত্যি রানা ওকে কন্টি স্টুডিওতে নিয়ে এসেছে দেখে ক্যামিলার ভয় আগেই দূর হয়ে গিয়েছিল, এবার সে স্থান দখল করল অজানা এক আশঙ্কা। এটুকু অন্তত বোঝার ক্ষমতা তার আছে যে গ্যারির ওকে হোটেল থেকে বের করে নিয়ে আসার কারণ যখন সত্যি প্রমাণ হয়েছে, তখন অন্যটা মিথ্যে হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম। খুবই কম।

নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ডোরম্যানকে জিজ্ঞেস করল সে কে কে আছে ভেতরে। জবাব যা এল, তা ক্যামিলা রানার মুখে শুনেছে। গম্ভীর মুখে ভেতরে ঢুকে পড়ল সে। রানা-হেইম্যানও ঢুকল। আশঙ্কা ছিল ওদের ঢুকতে বাধা দেয়া হবে। হলো না। এখানেও ক্যামিলার জন্যে বিনা প্রশ্নে উৎরে গেল ওরা।

ভেতরে ক্যামিলার পাশাপাশি হাঁটছে রানা, কথা বলছে নিচু কণ্ঠে। 'আমি আগে ঢুকব রুমে। তুমি পিছনে থেকো, ইসলামের রিঅ্যাকশনের দিকে লক্ষ রেখো।'

'হয়েছে, হয়েছে,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল সে। 'বারবার এক কথা বলতে হবে না। আমি কচি খুকি নই।'

আগে এত ভেতরে আসেনি মাসুদ রানা, তাই দু'দিকে দেখতে দেখতে হাঁটছে। হেইম্যান ওদের তিন-চার কদম পিছনে। দীর্ঘ এক করিডর অতিক্রম করে বাঁ দিকে ঘুরতেই টেকনিক্যাল উইং। এখানকার ১৯ নম্বর রুমের বন্ধ দরজায় নক করল ক্যামিলা। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক এল ভেতর থেকে। 'কে ওখানে?'

'আমি, ক্যামিলা!'

সামান্য বিরতি। 'ক্যামিলা? এসো, এসো। দরজা খোলা আছে।'

ক্যামিলার ফেরত দেয়া পিস্তল আগেই বেরিয়ে এসেছিল রানার হাতে, অন্যহাতের দুই ক্ষিপ্র টানে নকল দাড়ি-গোঁফ উপড়ে ফেলল ও। এক ঝটকায় দরজা খুলে পুরো মেলে ধরল। ঝুঁকে কিছু করছিল হেদায়েত, হাসিমুখে এদিকে তাকাল। পরক্ষণে জমাট বেঁধে গেল হাসিটা, দুই চোখে নগ্ন আতঙ্ক ফুটল ধীরে ধীরে।

'মা-মাসুদ রানা!'

'হ্যাঁ, দেখতেই পাচ্ছ,' বলেই লাফ দিল ও হেদায়েতের ডান হাত টেবিলের আরেক প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে। বিদ্যুৎবেগে মাঝের দূরত্ব পেরিয়ে গেল রানা, বাঁ হাতে মাঝারি ওজনের এক ঘুসি বসিয়ে দিল লোকটার কানের নিচে। কয়েক হাত ছিটকে সরে গেল সে ডেস্কের কাছ থেকে, কিন্তু তার আগে একটা ভারী ভেনিশিয়ান গ্লাস পেপার ওয়েট তুলে নিয়ে গেল।

নিজেকে সামলে নিয়ে রানার মাথা সই করে গায়ের জোরে ছুঁড়ে মারল সে জিনিসটা। চট্ করে ঝুঁকে আঘাতটা এড়াল রানা, মাত্র কয়েক ইঞ্চি ওপর দিয়ে সাঁ করে উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়ল দেয়ালে। চুরমার হয়ে গেল। ওদিকে তখন ঘরে ঢুকে পড়েছে ক্যামিলা ও হেইম্যান। ঢুকতে না ঢুকতে সিলিং সমান উঁচু ঘর ভর্তি কম্পিউটর ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি দেখে চোখ কপালে উঠল লোকটার।

ঘাড়ে পিস্তল ধরে হেদায়েতকে তার চেয়ারের কাছে নিয়ে এল রানা, চাকার ওপর বসানো চেয়ারটা মৃদু এক লাথিতে ডেস্কের কাছ থেকে কিছুটা দূরে সরিয়ে তাতে বসাল ওকে। হাবার মত রানার দিকে তাকিয়ে থাকল

লোকটা। খানিক পর ক্যামিলার দিকে তাকাল। সবশেষে হেইম্যানের দিকে।

'তোমাকে আমার কিছু প্রশ্ন করার আছে, হেদায়েত,' কঠিন কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'ঝটপট উত্তর দেবে। নইলে এমন হেদায়েত করব যা সারাজীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে তোমার শরীরে। কিন্তু তার আগে ক্যামিলাকে তোমাদের আসল প্ল্যান খুলে জানাও। ডি-ডে কি, কেন, সব বলো।'

'তার আগে তুমি আমার একটা প্রশ্নের জবাব দাও, গ্যারি,' বলল মেয়েটি। 'তুমি আসলে কে? ও তোমাকে মাসুদ রানা নামে কেন ডাকল, আসল পরিচয় কি তোমার?'

'সে সব পরে। আগে এর কাহিনী শোনো। তোমার এখন নিজের ভবিষ্যৎ জানা জরুরী, আমারটা না জানলেও ক্ষতি নেই।'

'ঠিক বলেছ,' হেদায়েতের দিকে ফিরল সে। 'ডি-ডে সম্পর্কে যা শুনলাম, তা কি সত্যি?'

জবাব দিল না লোকটা। তাকালোই না। মেঝের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ঘাড়ে পিস্তলের নল দিয়ে জোরে এক গুঁতো মারল রানা। 'কি বলা হচ্ছে?'

মুখ তুলল সে। ঘোলাটে চোখে ক্যামিলাকে দেখল। চেহারা দেখে মনে হলো পরিবেশ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই, অন্য জগতে আছে। 'সত্যি নাকি, ইজল্যাম?' নরম কণ্ঠে আবার জানতে চাইল মেয়েটি।

'হ্যাঁ।'

চেহারার লাবণ্য সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়ে গেল ক্যামিলার, দেখতে দেখতে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। 'সত্যি?' এবার যেন নিজেকেই করল প্রশ্নটা।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি!' হঠাৎ খেপে উঠল লোকটা।

'তার মানে আমাকে বোকা বানিয়েছ তোমরা সবাই! সিমকা পর্যন্ত?'

ওদের সবাইকে অবাক করে দিয়ে হঠাৎ হা-হা করে হেসে উঠল হেদায়েতুল ইসলাম। মাথা পিছনদিকে হেলিয়ে হাসছে সে, হাসির দমকে সারাদেহ নাচছে। 'প্রথম ফীড ইন প্রোগ্রাম পাঞ্চ করে দিয়েছি আমি···হা হা হা! পাঞ্চ করে দিয়েছি! কেউ ঠেকাতে পারবে না···হা হা হা!!!'

লোকটা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেল কি না ভাবছিল রানা, তখনই আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠল সে। হাসতে গিয়ে চোখে পানি এসে পড়েছিল, মুছে নিল হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে। 'কি যেন জানতে চাইছিলে তুমি, ক্যামিলা? বোকা? না, তোমাকে কেন বোকা বানাতে যাব আমরা? আমার সাথে তুমিও তো যাবে আজ···'

'নো মুভি?' পাত্তা না দিয়ে প্রশ্ন করল ক্যামিলা।

থমকে ওকে দেখল লোকটা। 'মুভি? না। সত্যি সত্যি যে সব ছবি এতদিন তৈরি করেছি আমরা, ডি-ডে সেরকম নয়। এটা হচ্ছে···' থেমে গেল সে হঠাৎ।

'সিমকা কোথায়?' গলা ভেঙে গেল মেয়েটির। চেহারা দেখে মনে হলো

বুঝি বুকটাও ভেঙে গেছে। 'আর সবাই কোথায়? স্যার হিউ, কন্টি?'

উত্তর দিতে দেরি করছে দেখে তার ঘাড়ে আরেক খোঁচা লাগাল রানা। 'জলদি বলো। কোথায় গেছে ওরা কাল রাতে?'

'কাল রাতে?' চোখ তুলল ক্যামিলা। 'কিন্তু কাল তো আমরা সবাই একসাথে...'

'ডিনার খেয়েছ,' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'জানি। এবার বলো, হেদায়েত, ওরা সবাই কোথায় গেছে? তোমার আজ কোথায় যাওয়ার কথা?'

জবাব নেই।

'কথা বলো, নইলে গুলি করে ...'

ঝট্ করে মুখ তুলল লোকটা। ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি ফুটল। 'গুলি করবে? করো না, তারপর দেখো মজা! তখন কি বললাম কানে যায়নি? শোনোনি প্রোগ্রাম পাঞ্চ করে দিয়েছি আমি?'

ঘুরে ঘুরে মেশিনপত্র দেখছিল হেইম্যান, কথাটা কানে যেতে সোজা হলো। রানার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোন চিন্তা নেই, আমি দেখছি চেক্ করে। ও যেমন বুনো ওল, আমি তেমনি বাঘা তেঁতুল,' শেষের বাক্যটা বলল নিজেকে শুনিয়ে। অনেকটা আপনমনে।

সেন্ট্রাল কম্পিউটরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। নাকের ওপর চশমা ঝুলিয়ে ঝুঁকে কি যেন দেখতে লাগল। অনেকক্ষণ পর সোজা হলো লোকটা, ওর দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল। 'ঠিকই বলেছে ও, প্রোগ্রাম সেট করা আছে। এখন ঘরের মধ্যে বড় ধরনের কোন বিস্ফোরণ হলে সর্বনাশ ঘটে যাবে।'

'শব্দ হবে না,' তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল রানা। 'প্রয়োজন হলে সাইলেন্সার লাগিয়ে নেব।' আসলে হেইম্যানকে আশ্বস্ত করতে নয়, হেদায়েতকে উদ্বিগ্ন করে তুলতে চেয়েছে ও, হলোও তাই। মুখ শুকিয়ে গেল লোকটার।

ওদিকে সেন্ট্রাল প্যানেলের দুটো লাল বোতাম টিপল ইন্টারপোলের হ্যাকার। 'বিল্ট-ইন ব্যাপার-স্যাপার। এই যে, এখানে তিন ইঞ্চি পুরু এক স্টীলের দেয়াল তৈরি করিয়েছে এরা কম্পিউটর সেকশন সীল অফ রাখার জন্যে,' বিড় বিড় করছে লোকটা আপনমনে। দূর থেকে তাকে দেখতে লাগছে মফস্বলের বয়স্ক স্কুল শিক্ষকের মত। ঘন ঘন মাথা ডানে-বাঁয়ে, ওপরে নিচে করছে। প্যানেলের সবকিছু মুখস্থ করছে যেন। এদিকে তার কর্মকাণ্ড দেখে হেদায়েতের চেহারা ক্রমেই আঁধার হয়ে আসছে।

'এই যে,' আরেকটা সুইচ টিপল সে। 'এটা ছিল সীল অফ সেকশনের এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম চালু রাখার।' আরেকটু ঝুঁকল। 'আঠারো ঘণ্টা চালু রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল।'

ঘড়ি দেখল রানা—ঠিক একটা। 'তার মানে কাল ভোর সাতটায় অ্যাকটিভেট হওয়ার কথা ছিল।'

'ছিল,' পর পর আরও কয়েকটা বোতাম টিপে সোজা হলো সে। 'মামলা খালাস! সব প্রোগ্রাম ক্যানসেলড।'

এই সময় ভেতরে ঢুকল লিউ ফু-চুঙ। রানা আর হেদায়েতকে দেখল। 'কি হলো, রানা?' ভুরু নাচাল। 'কবুল করেনি?'

'এবার করবে।' চেয়ারের কাছ থেকে দু'পা পিছিয়ে গেল রানা। 'খারাপ কিছু ঘটার ভয় এখন আর নেই, হেদায়েত। তোমার নামে দুটো ওয়ারেন্ট আছে মহম্মদপুর থানায়। ধরে নিয়ে ওদের হাতে তুলে দেব আমি তোমাকে, সে ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তুমি সুস্থ দেহে, হাত-পা আস্ত রেখে খাড়া অবস্থায় ফিরতে চাও? নাকি খোঁড়া হয়ে স্ট্রেচারে শুয়ে?'

চুপ করে থাকল লোকটা। দৃষ্টিতে ভয়।

পিস্তল তুলল রানা তার ডান হাঁটু সই করে। 'বলো! এখনও নিজেকে রক্ষা করার সুযোগ আছে।'

জিনিয়াস অটল। মুখ খোলার নাম নেই।

গুলি করল মাসুদ রানা, বদ্ধ ঘরে আওয়াজ উঠল বোমা বিস্ফোরণের মত। হাউমাউ করে উঠেছিল হেদায়েত, কিন্তু যখন বুঝল গায়ে বেঁধেনি বুলেট, চেয়ারের গদিতে ঢুকেছে, অমনি চুপ হয়ে গেল। বিশেষ করে ক্যামিলার সামনে বেইজ্জত হয়ে লজ্জা পেয়েছে। মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

'এবারের বুলেট সোজা ডান হাঁটুতে ঢুকবে,' বলে খানিক বিরতি দিল রানা। 'মুখ খুলতে চাও?'

নতমুখে কয়েকবার মাথা দোলাল হেদায়েতুল ইসলাম।

বারো

মেঘের বুক চিরে বিদ্যুৎবেগে ধেয়ে চলেছে ন্যাটোর এক ফোর সীটার MATS। ওটার পিছনের দুই আসন দখল করে বসে আছে মাসুদ রানা ও লিউ ফু-চুঙ। ফিজি দ্বীপপুঞ্জের উত্তরের বিচ্ছিন্ন দ্বীপ ভারা লেনুভিকি চলেছে ওরা। ওখানেই নিজেদের অল প্রুফ প্রাসাদ গড়েছে সিমকা, হিউ, কন্টি ও ম্যালোরি।

হেদায়েতুল ইসলাম মুখ খোলার এক ঘণ্টার মধ্যে রোমের ন্যাটো অগজিলিয়ারি এয়ারপোর্ট থেকে আকাশে উড়েছে MATS। জেনারেল মাসেরাতি ততক্ষণে ফিরে পেয়েছেন তাঁর পদ ও মর্যাদা। তিনি স্বয়ং প্লেনে তুলে দিয়ে গেছেন ওদের দু'জনকে।

এই মুহূর্তে মুচকি মুচকি হাসছে রানা। কারণটা ওর হাতে ধরা ঢাকা থেকে আসা একটা ছোট্ট বার্তার বক্তব্য। ম্যাটসের স্ক্র্যাম্বলার ইন্টারকম টেলিটাইপ মেশিনের মাধ্যমে এইমাত্র এসেছে ওটা, পাঠিয়েছেন মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান। ওটার বক্তব্য এই:

কংগ্রাচুলেশনস্ স্টপ ভেরি ভেরি গুড জব স্টপ এন্ড

—আর. কে

বুড়োর একটা ভেরিই অনেক ভারী, অর্জন করা বড় কঠিন কাজ। সেখানে দুটো ভেরি তো সাঙ্ঘাতিক এক ব্যাপার।

কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রাখল ও। পাশে তাকিয়ে ফু-চুঙকে চোখ বুজে থাকতে দেখে নিজেও তাই করল। গত কয়েক রাত ঘুম হয়নি, তারওপর ছিল সার্বক্ষণিক উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। সে-সবের অনেকটা দূর হয়েছে, আর সামান্যই বাকি। কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিলে মন্দ হয় না এখন। কিন্তু ঘুমের দেখা নেই।

রানা জানে আসবে না। ওই সামান্য কাজটা যতক্ষণে শেষ না হবে, ঘুম আসবে না ওর। এ মুহূর্তে ওদের থেকে বেশ এগিয়ে রয়েছে কন্টির এক্সিকিউটিভ জেট, তবে আর দু'ঘণ্টার মধ্যে পিছিয়ে পড়তে শুরু করবে। ওরা যাচ্ছে কনভেনশনাল রুট ধরে। কলকাতা যাবে প্রথমে চার উন্মাদ, সেখান থেকে নাদি—ফিজির মূল এয়ারস্ট্রিপ, তারপর ভারা লেনুভিকি। পথে কয়েক জায়গায় রিফুয়েলিঙের জন্যে থামতে হবে ওদের। এতে বেশ সময় নষ্ট হবে।

হিসেব কষে দেখা গেছে রবিবার খুব ভোরে জায়গামত পৌঁছবে ওরা, রানা পৌঁছবে তার ঘণ্টা তিনেক আগে—মাঝরাতের পর। ওখানকার ব্রিটিশ-আমেরিকান কম্যান্ড পোস্টকে ন্যাটো জানিয়ে দিয়েছে রানার যাত্রার কথা। তারা প্রস্তুত থাকবে ওখানে। থাকবে লোকাল অথরিটিও।

কয়েক ঘণ্টা আগের কথা ভাবল ও। হেইম্যান হেদায়েতের সমস্ত ফীড-ইন প্রোগ্রাম বাতিল করে দিয়েছিল। পরের কাজ হেদায়েত নিজেই করেছে। লেনুভিকির কথা ফাঁস করে দিয়ে কম্পিউটরে রিভার্সিং টেপ সেট করে উল্টো মেসেজ ফীড-ইন করেছে। নিজে থেকে কাজটা করেছে সে, কেউ বলেনি। তার রিভার্স করার নির্দেশ পেয়ে বিভিন্ন পথে রওনা হয়ে যাওয়া সমস্ত ইউনিট—মিজাইল, ফাইটার, বম্বার, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি সবকিছুর অগ্রযাত্রা থেমে গেছে। সর্বশেষ টেলিটাইপ মেসেজে জানা গেছে, বেশিরভাগ প্লেন এরমধ্যেই ফিরতি পথ ধরেছে। ন্যাটোসহ ব্রিটেন, আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ফ্রান্স এবং ইটালি ওগুলোর ব্যবস্থা করার জন্যে সম্মিলিত পদক্ষেপ নিয়েছে।

ওয়্যারহাউসের এলিভেটর ফ্লোর উদ্ধারে ইটালিয়ান আর্মিকে সাহায্য করেছে হেদায়েত। শুধু গোলাবারুদ ছিল ওটায়। আর কিছু সময় দেরি হলে কনভেয়র বেল্টে চড়ে যাত্রা করত ওগুলোও। রিমোট কন্ট্রোল যানে চড়ে শিপমেন্ট হওয়ার কথা ছিল সে সবের।

ভারা লেনুভিকির সামান্য উত্তরে এলিসি দ্বীপে ব্রিটিশ-আমেরিকান কম্যান্ড পোস্ট এয়ারস্ট্রিপে ল্যান্ড করল MATS। ইউ এস মেরিন করপ্সের এক কর্নেল রিসিভ করল ওদের। একদল ব্রিটিশ ও নিজের মেরিনদের কম্যান্ডের দায়িত্বে রয়েছে সে এ মুহূর্তে—কর্নেল গিলক্রাইস্ট।

মিলিটারি কায়দায় রানা ও ফু-চুঙকে অভ্যর্থনা জানাল মেজর। সবাই মিলে কয়েকটা স্পীডবোট চেপে তখনই রওনা হয়ে গেল তিন মাইল দূরের

লেনুভিকি। স্থানীয় পুলিস ফোর্স তৈরি ছিল, তারাও দলে যোগ দিল। এত সৈন্য-সামন্তের প্রয়োজন ছিল না, তবু ব্যবস্থা করা হয়েছে পিয়েরো সিমকার প্রাইভেট বাহিনীর কথা ভেবে। ওরা যদি বাধা দেয়, এদের প্রয়োজন পড়বে। কিন্তু বাধা দেয়া দূরের কথা, ওদের কারও টিকিরও দেখা পাওয়া গেল না।

রাত তিনটেয় সিমকার প্রাইভেট এয়ারস্ট্রিপ চারদিক থেকে ঘেরাও করে অবস্থান নিল তিন বাহিনী। তারপর অপেক্ষার পালা। মাসুদ রানা ও ফু-চুঙ আশ্রয় নিল এক ঝোপের আড়ালে। সময় গড়িয়ে যেতে থাকল একটু একটু করে। সাগরের মৃদু হাওয়ায় তন্দ্রামত এসে গিয়েছিল রানার। ছুটে গেল লিউ ফু-চুঙের গুঁতোয়। 'এসে পড়েছে।'

মৃদু একটা গুঞ্জন শুনতে পেল রানা। পুবদিক থেকে আসছে। দিনের আলোর আবছা আভাস ফুটতে কেবল শুরু করেছে তখন। মাথার ওপর দুই চক্কর দিয়ে নেমে পড়ল কন্টির এক্সিকিউটিভ জেট। একটু পর ছোট্ট দৌড় শেষ করে থেমে পড়ল রানার বড়জোর পঞ্চাশ গজ দূরে। দরজা খুলে গেল খুদে জেটের, এক এক করে বেরিয়ে এল চার মহারথী। উচ্চস্বরে গল্প করছে তারা, হাসছে। সবচেয়ে বেশি শোনা যাচ্ছে স্যার হিউর হাসি।

এগিয়ে আসছে লোকগুলো, আকাশের গায়ে ছায়া ফুটল চারজনের। ওদের বিশ গজের মধ্যে আসার সুযোগ দিল রানা, তারপর ইশারা করল ফু-চুঙকে, আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াল ওরা একযোগে।

হঠাৎ তাদের সমস্ত হাসি আনন্দ হাওয়া হয়ে গেল সামনেই মাসুদ রানা ও ফু-চুঙকে অস্ত্র হাতে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। ওদের পিছনে সেনা ও পুলিসের যৌথবাহিনী দেখে জমে গেল প্রত্যেকে।

'হ্যালো, সিমকা!' দাঁত বের করে হাসল রানা। 'বলেছিলাম না তোমাদের জন্যে ইলেক্ট্রিক চেয়ার অপেক্ষা করছে? দেখলে তো, মিথ্যের দাপট যতই থাক, সত্যেরই জয় হয় শেষ পর্যন্ত।'

'কি হলো, ভায়ারা?' হাসল লিউ ফু-চুঙ। 'অসুস্থ বোধ করছ? নাকি অভিমান করেছ, কথা বলবে না?' ভোরের আবছা আলোয় একে একে সন্ত্রস্ত মুখগুলোর ওপর চোখ বোলাল সে। 'ভারী আশ্চর্য তো! মাত্র একটা রাত আগে বক্-বক্ করে আমাদের কানের পোকা বের করে ফেলার জোগাড় করেছিলে তোমরা, আর আজ স্বরই ফুটছে না! কি আশ্চর্য!'

কেউ নড়ল না। রা নেই মুখে। ভয়ঙ্কর মানসিক আঘাতে স্থবির হয়ে পড়েছে সবাই। না, ভুল দেখেছে ওরা। সবাই হলেও সিমকা হয়নি। সে পুরো সজ্ঞানেই আছে। শুধু তাই নয়, এই পরিস্থিতিতেও কুটিল মাথা খাটাচ্ছে। রানার দিকে এক পা এগোল লোকটা। প্রায় ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'সেনিয়র! তুমি চাইলে আমরা আমাদের যাবতীয় সম্পদের অর্ধেক দিয়ে দেব তোমাকে। এখানে যতজন রয়েছ তোমরা, সে টাকায় আজীবন রাজার হালে...'

হঠাৎ অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল রানা। লেনুভিকির স্থির ভোরের বাতাস চমকে উঠল ওর হাসি শুনে। সদ্য ঘুম ভাঙা পাখিরা বাসা ছেড়ে পালাল।

'না হয় সব দেব,' ফের বলে উঠল বামুন। 'সব দেব। টাকা, সোনা, যা আছে সব নিয়ে যাও তুমি। কিচ্ছু চাই না আমরা, সব নিয়ে যাও। শুধু···শুধু প্রাণটা ভিক্ষে দাও আমাদের।'

উত্তর দেবে কি, হাসতে হাসতে অস্থির রানা। 'নিজের প্রাণের খুব মায়া, না? আমি যদি ঠাণ্ডা মাথার খুনী হতাম, তোমাদের চারজনকে এখানেই খুন করে রেখে যেতাম। কিন্তু আমি যে তা নই, বুঝতেই পারছ। আমি তোমাদের বিচার দেখতে চাই, সিমকা, আগেই বলেছি। তোমাদের সবাইকে ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বসা দেখতে চাই। আমি চাই সাদেকের আত্মা শান্তি পাক। রোজানার আত্মা শান্তি পাক।'

পিচ্চি দু'কাঁধ ঝুলে পড়ল লোকটার। মনে হলো এখনই বুঝি কেঁদে উঠবে। অন্য তিনজন আগের মতই অনড়। এখনও ফিরে পায়নি বোধহয় নিজেদের। আলো বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সবার চেহারার অভিব্যক্তি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ওরা। একদম পাথর হয়ে গেছে মানুষগুলো।

দেখে মনে হয় না কারও ভেতর প্রাণ আছে।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট। রোম। ডিপারচার লাউঞ্জে বসে আছে মাসুদ রানা ও লিউ ফু-চুঙ। আর অল্প সময়ের মধ্যে যার যার পথে চলে যাবে ওরা। রানা লন্ডন, ফু-চুঙ তার বর্তমান স্টেশন, হঙকঙ। বহু বছর পর দেখা হয়েছিল অল্প সময়ের জন্যে, আবার কবে মুখ দেখাদেখির সৌভাগ্য হবে, বা আদৌ হবে কি না, তার ঠিক কি? তাই মন খারাপ ওদের।

প্রশ্ন হাজারটা জমে আছে মনের মধ্যে। একটা করলে একসাথে আরও অনেকগুলো ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে আসতে চাইবে, জানে ওরা। তাই মুখ খুলছে না কেউ। সাহস হচ্ছে না।

ওর ফ্লাইটের প্যাসেঞ্জারদের ডাকা হচ্ছে শুনে সোফা ছাড়ল মাসুদ রানা। ঝুঁকে ব্রীফকেসটা তুলে নিল। 'চলি, দোস্ত,' হ্যান্ডশেকের জন্যে হাত বাড়াল।

হাতটা শক্ত মুঠোয় চেপে ধরল ফু-চুঙ। 'ডাক যখন পড়েছে, যেতে তো হবেই,' বলল সে। 'যা। আবার কোনদিন দেখা হবে, হয়তো।'

হাসির ভঙ্গি করল রানা। 'হয়তো।'

হাত ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াতে যাচ্ছিল ও, ডেকে থামাল ফু-চুঙ।

'কিছু বলবি?' বলল রানা।

'হ্যাঁ। সেদিন রবীন্দ্রনাথের যে পংক্তির সাথে সোহানাদিকে তুলনা করেছিলি, সে তা নয়। কথাটা মনে রাখিস্।'

হেসে উঠল ও। 'রাখব।'

'দেখা হলে তাকে আমার শুভেচ্ছা দিবি।'

'আচ্ছা। আর?'

ভুরু কুঁচকে উঠল সিএসএস এজেন্টের। 'মানে?'

'ওকে বিয়ে করার কথা আরেকবার মনে করিয়ে দিবি না?'

'না,' হেসে ফেলল সে। 'ওটা তোদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ওর মধ্যে নাক গলাতে চাই না।'

'সে-ই ভাল। তোদের নাক তো বোঁচা, সবকিছুর মধ্যে…' ঘুসিটা আসতে দেখে চট্ করে নিচু হলো রানা। মাথার ওপর দিয়ে বাতাস কেটে বেরিয়ে গেল লিউর মুঠো পাকানো হাত।

ছেলেমানুষের মত হেসে উঠল দুই বন্ধু। তারপর হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা, দৃঢ় পায়ে এগোল লাউঞ্জের ও মাথার করিডর লক্ষ্য করে।

পিছন থেকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল লিউ ফু-চুঙ।

***